শ্রীশ্রীহরিঃ ।

শরণং ।

বিবাদভঙ্গার্ণবপুস্তক ।

পাষণ্ডপীড়ন ও পথ্যপ্রদান পুস্তকের সঙ্গতা
সঙ্গত বিচার

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য
কৃত

কলিকাতা

পাতরঘাটার মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত ।

শকাব্দা ১৭৮০ ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণো ।

জয়তি ।

ভূমিকা ।
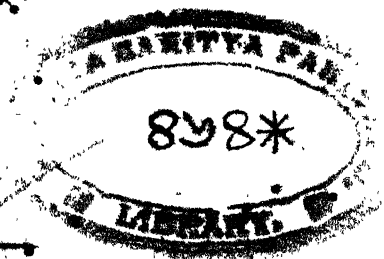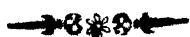
এতন্মহা নগরীয় বিচক্ষণ জনগণ সন্নিধানে এই নিবেদন করিতেছি, অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর গত হইল স্বর্গবাসী বাবু নন্দলাল ঠাকুর মহাশয় মৃত রামমোহন রায়ের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া "পাষণ্ডপীড়ন" নামে যে এক পুস্তক প্রচারিত করিয়া সাধু সদাশয় গণের চিত্তকে পরমামৃতাভিষিঞ্চন দ্বারা সুস্থ করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকের বিরুদ্ধে রায়মহাশয় কর্ত্তৃক "পথ্যপ্রদান" নামক এক পুস্তকও প্রচারিত হয়, সেই পুস্তক শুদ্ধ কতকগুলিন্ অসচ্চরিত্র জনের চিত্তের আনন্দ প্রবর্ত্তক হইয়াছিল এইমাত্র।

ঐ পুস্তক দর্শন করিয়া বাবু নন্দলালঠাকুর তাহার আর উত্তর প্রদান করেন নাই, ফলে তিনি কি কারণে যে উত্তর প্রদান করেন নাই তাহার বিশেষকারণের উপলব্ধিকরিতে নাপারিয়া অজ্ঞজনে তৎকালে এইমাত্র জনতা করিয়াছিল, যে "পথ্যপ্রদান" পুস্তকের অকাট্য যুক্তিযুক্তবাক্য সকলকে খণ্ডনকরিতে অশক্ত হইয়া তিনি নিরুত্তর হন। ফলে সে কথা জনতাই মাত্র, তিনি যে কারণে উত্তর প্রদান না করিয়া মৃত রায়ের সহিত বিরোধে বিরক্ত হইয়াছিলেন, আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা সেই কারণের উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

অর্থাৎ কয়েকজন ঠাকুরবংশীয় মহানুভাবের অনুবলে রায়মহাশয় পথ্যপ্রদান পুস্তকের ছলে রচনা প্রণালীর কৌশলে নন্দলাল ঠাকুরের প্রতি বহুতর নিন্দিত বাক্যে শ্লেষ করিয়াছিলেন। এবং কটূক্তিদ্বারাই প্রায় পথ্যপ্রদান পুস্তকের সর্ব্বাবয়ব পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই সকল বাক্য শ্রবণাসহ্য বিধায় তদাত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা ক্ষুব্ধমনা হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী বাবু হরিমোহন ঠাকুর মহাশয়কে কহিয়া তদ্বিরোধ হইতে বাবু নন্দলাল ঠাকুরকে নিরস্ত করেন। কেননা যেরূপ উভয়ের লিপিকার্য্যের আড়ম্বরি তাহাতে উত্তরোত্তর অসম্বদ্ধ কুৎসিত বাক্য প্রয়োগের আরো ভূরি সম্ভাবনা ছিল।

এই আশঙ্কাক্রমে বাবু হরিমোহনঠাকুরমহাশয় আপন পুত্রকে শপথ করাইয়া উপস্থিত বিবাদে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। সুধন্য পিতৃভক্ত ধার্ম্মিকবর বাবু নন্দলাল ঠাকুরও পিতৃ আজ্ঞার উলঙ্ঘন না করিয়া ঐ বিচার বিষয়ে ক্ষান্তি গুণাশ্রয় হইয়াছিলেন।

এক্ষণকার ব্রাহ্ম্য মহাশয়রা অর্থাৎ নব্যসভ্যেরা ইহা বিবেচনা না করিয়া উক্ত "পথ্যপ্রদান,, পুস্তককে কণ্ঠহার রূপে ভূষণ করিয়া লইয়াছেন, ফলে উহা তাঁহাদিগের কণ্ঠহার নহে, বিবেচনা করিলে কণ্ঠকুঠার বিশেষ হইয়াছে,, সদসৎ বিচারে অক্ষম ব্যক্তিরাই সুতরায় প্রণীত পুস্তকের বাক্যাবলিতে পরম রত্নলাভ হইবে বলিয়া যত্ন করিয়া অধর্ম্ম রত্নাকরে ঝাঁপদিতেছেন।

সেই অসদনুষ্ঠিত পথ্যপ্রদান পুস্তকের উক্তির সহিত বাবু নন্দলাল ঠাকুরের কৃত পাষণ্ডপীড়ন পুস্তকের যুক্তি সমন্বয় করিয়া "বিবাদভঙ্গার্ণব,, নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছি। তাহাতে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে সাধু সদাশয় বিচক্ষণ জনগণেরা উভয় গ্রন্থকর্ত্তারই বিন্যস্ত সদসৎ বাক্যের বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

এই গ্রন্থ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এতন্মহানগর বাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচরণ মল্লক মহাশয়, আমার প্রতি এই আদেশ করেন, যে আপনি দেশহিতার্থে সমধিক যত্নদ্বারা এই পরম উপাদেয় গ্রন্থকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রচারিত করুন, সম্প্রতি যে সকল অসদনুষ্ঠান করণশীল জনেরা মৃত রামমোহন রায়ের প্রচারিত পুস্তকের অভিপ্রায় লইয়া সদাশয় ধার্ম্মিকদিগকে উদ্বেগযুক্ত করিতেছে, তাহাদিগের চিত্ত স্থিরের নিমিত্ত এবং স্বরূপ ধর্ম্মের পরিজ্ঞান জন্য, এরূপ সদুত্তর সমন্বিত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত না হইলেও ধর্ম্ম স্থির থাকিতে পারে না, অতএব আমার মতে এই পুস্তক ঝটিতি মুদ্রাঙ্কিত যাহাতে হয় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ দেশহিতৈষী ধর্ম্মরক্ষণ পরায়ণ উক্ত বাবু মহাশয়ের আদেশানুসারে সাতিশয় যত্নদ্বারা ধার্ম্মিক জনের আনন্দ প্রদানার্থে এবং দেশের হিত সাধনার্থে উক্তগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। যদ্যপি ভ্রান্তিবশতঃ এতৎ গ্রন্থের শব্দাড়ম্বরিতে কি শব্দার্থগত বা বচন রচনার প্রণালীগত অথবা ভাবগত অলঙ্কারের কি অসমন্বিত শব্দ সংযোগের কোন দোষ থাকে, কিম্বা কোনস্থলে কোন বর্ণাশুদ্ধি থাকে, তবে সুধীগণে স্বীয়মহত্ত্বানুসারে শূর্পবৎ দোষ বর্জ্জন পূর্ব্বক গুণ গ্রহণ করতঃ পরম বাধিত করিবেন, এইমাত্র বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিলাম।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক।

ওঁ গুরবেনমঃ।

বিবাদভঙ্গার্ণব।

স্বর্গগত বাবুনন্দলাল ঠাকুরের কৃত পুস্তক "পাষণ্ডপীড়ন,,। মৃত রামমোহনরায়ের কৃত পুস্তক "পথ্যপ্রদান,, এতদুভয় পুস্তকের সম্যক্ অভিপ্রায় গ্রহণে বিনাপক্ষপাতে যথা শাস্ত্র বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উভয় গ্রন্থকর্ত্তারই সদসদ্ব্যবহার এই পুস্তকে সুব্যক্ত করিব যদবলোকনে বিজ্ঞ ব্যক্তিরাঃউভয় পক্ষীয় বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ স্বভাবের বিবেচনা করিতে পারিবেন।।

আদৌ বক্তব্য এই যে স্বর্গীয় বাবুনন্দলালঠাকুর স্বকৃত পাষণ্ড পীড়ন পুস্তকে স্বয়ং আপনাকে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ রূপ আহঙ্কার্য্য ভাসমান্ হইয়াছে, এতন্নিমিত্ত রায় মহাশয় যে তাঁহাকে মৎসর বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই করিতে পারেন।।

দ্বিতীয়তঃ। বাবুনন্দলাল ঠাকুর মৃত রামমোহনরায়কে "ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী,, শব্দে উল্লেখ করাতে তাঁহার কোপ অবশ্যই জন্মিতে পারে ইহা অসঙ্গত নহে।।

এই দুই বাক্যের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে আদৌ বিচার ণীয় এই হয়, যে নন্দলাল ঠাকুরকে যখন রামমোহন রায় মহা শয় ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম সংহাকর বলিয়া

ছেন তখন এই বিবেচনা করিতে হইবে যে তিনি অত্যন্ত ক্রোধ পরতা প্রযুক্তই এমত শব্দের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কোনমতেই যশস্বী পুরুষমধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীর ক্রোধপরতা অত্যন্ত নিন্দাকর হয়। যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ক্রোধবশে নন্দলাল ঠাকুরের প্রতি এতাদৃশ অশ্রাব্য কটূক্তির যোজনা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পক্ষে ইহাও আত্যন্তিকরূপে দোষাবহ হইয়াছে। কেননা জ্ঞানীব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন হওয়া লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়। যথা (ক্রোধনোঽশুচিঃ সদেতি।) ক্রোধশীল ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই অশুচি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ ক্রোধী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয় না। যখন রায় মহাশয় স্বকৃত পথ্যপ্রদান পুস্তকে নন্দলাল ঠাকুরের উক্তিমত ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী শব্দের পরিবর্ত্ত করিয়া ধর্ম্ম সংহারক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন তখন তাঁহার ক্রোধ স্বভাবের যে লক্ষণ, তাহা তিনি আপনিই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং এরূপ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে পণ্ডিতেরা আত্মতত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিতে পারেন। অতএব এরূপ পরিদেবনা হীন ব্যক্তিকে জ্ঞানীপদের বাচ্য বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার কি করিবেন বরং মনুষ্য পদের বাচ্যও বলিতে পারেন না ॥

সকলেই ইহা বিবেচনা করিতে পারিবেন যে যদনুরূপ পথ্য প্রদান বলিয়া পুস্তকের নাম রাখিয়াছিলেন, তদনুরূপ হিত কারক উপদেশ তাহাতে করেননাই। এবং রায় মহাশয়ও যাদৃশ মনুষ্য তাদৃশ স্বভাবও তাঁহার তৎগ্রন্থে প্রকাশ পায়নাই,

নরং অসভাজিত লোকের সদৃশ স্বভাবই ভাসমান্ হইয়াছে ॥

বাবু নন্দলাল ঠাকুরকে রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংহারক বলিয়া যে উক্ত করেন এবং রামমোহনরায়কে নন্দলালঠাকুরও যে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কহিয়াছিলেন এইদ্বই বাক্যের সদসৎ বিচারকরিতে হইলে রামমোহন রায়ের উক্তির অপেক্ষা নন্দলাল ঠাকুরের উক্তি অধিক দোষাবহ নহে। কেননা ধর্ম্মসংহারক বলার অপেক্ষা ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী বলায় অধিক কটূক্তি হয় না।

রায় মহাশয় সমধিক যত্নে যে গ্রন্থ রচনা করিয়া পথ্যপ্রদান নাম দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রচনা প্রণালীর অনুসারে পথ্য প্রদানের সুপথ্য প্রদত্ব দূরহইয়া পণ্ডিতদিগের বিচারে তাহার ব্যাধিবর্দ্ধন কুপথ্য প্রদাতৃত্বই মুখ্য তাৎপর্য্য স্থির হইয়াছে ॥

সর্ব্বশাস্ত্রেই কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ দ্বেষ অহঙ্কারাদি দোষরহিত জানিয়া তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে কর্ম্মপরব্যক্তি হইতে সবলাধিকারী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যদ্যপি সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াধীন হয়, তবে তাহার দুর্ব্বলতার আর কি অপেক্ষাথাকে?। সুতরাং তাহাহইতে স্বাধিকারিক কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মী গণেরা পবিত্র থাকিতে পারে। বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কি জিগীশার পরতন্ত্র হইয়া বিচারস্থলে আপনাকে তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া স্পর্দ্ধাকরে?। না,তাহা কহিলে কেহ তাহাকে জ্ঞানী বলে ?। যথা শ্রুতিঃ ॥

যস্যামতং তস্যমতং মতংযস্য নবেদস ইতি ॥

যে বলে আমি ব্রহ্মকে জানি, সে জানেনা। যে বলে আমি ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞাতা নহি সেই জানে। ইত্যর্থে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী ৫

ঠাকুরকে উক্ত করাতে তাঁহার ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীত্ব নিবারণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকারদর্শে নাই। বরং অসৎ শব্দ প্রয়োগ জন্য আপনার রসনাকেই পুনঃ২ অপবিত্র করিয়াছেন। ইহাও কি তিনি বুদ্ধিমান হইয়া লিপিকালে আলোচনা করেন নাই। যে প্রশ্নকর্ত্তার প্রদত্ত দোষের ক্ষালনন্না করিয়া উত্তরদাতা যদ্যপি প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি সেইরূপ কোন দোষের আরোপণ করে, তবে সেই উত্তরদাতা কি সাধুজন সমাজে হাস্যাস্পদের কারণভূত হয় না?।

যেমন কোন একব্যক্তি কাহারপ্রতি চৌরাপবাদ দিলে, সেই অপবাদী ব্যক্তি তদপবাদের মার্জ্জনা না করিয়া তাহাকে তদনুরূপ চোর বলিলে কি আপনার চৌরাপবাদের ক্ষালন হইতে পারে?। না, তাহাতে তাহাকে রাজার নিকট দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে না?। সেইরূপ রায় মহাশয় আপনার ভাক্তত্বাপবাদের নিবারণ করিতে নাপারিয়া পথ্যপ্রদান পুস্তকের ২পৃষ্ঠায় বাবু নন্দলাল ঠাকুরকেও ইঙ্গিতক্রমে ভাক্তকর্ম্মী বলিয়া লিপি প্রকটনকরিয়াছেন, অর্থাৎ আমিযদি ভাক্তজ্ঞানী হইলাম তবে তুমিও ভাক্তকর্ম্মী হইবে। যথা

"যদিকেহ এমত নিয়মকরে যে অসম্পূর্ণ শ্রবণ মনন বিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী শব্দের বাচ্যহয় তবে তাঁহার অবশ্য উচিত হইবেক যে অসম্পূর্ণ কর্ম্মীর প্রতিও ভাক্তকর্ম্মী পদের উল্লেখ করেন" ॥

রায় মহাশয়ের এতল্লিপিতেও তাঁহার ভাক্তদোষের অপনয়ন হইতে পারে নাই। কেননা ভাক্তশব্দের অর্থে অসংপূর্ণ জ্ঞানী বা অসংপূর্ণ কর্ম্মী বুঝায় না। ভাক্তশব্দের স্বরূপার্থ এই যে যেব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানের পথেচলেনা অথচ আপনাকে জ্ঞানী

বলিয়া জানায় তাহাকেই ভাক্তজ্ঞানী বলে, অথবা কর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান করেনা অথচ আপনাকে কর্ম্মীবলায় সেই ভাক্ত কর্ম্মী শব্দেরবাচ্য হয় ! তদ্ভিন্ন জ্ঞানানুষ্ঠানের ও কর্ম্মানুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান যে করে সম্যকরূপে করিতেপারেনা তাহাকেই অসংপূর্ণ বলাযায়। ফলিতার্থ রায় মহাশয় আপনাকে জ্ঞানাব লম্বী বলিয়া জানাইয়া ছিলেন কিন্তু তদনুষ্ঠান কিছুমাত্রই করেন নাই, একারণ তাঁহাকে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তির যে ধর্ম্মে অধিকার নাই সে যদ্যপি সেই ধর্ম্মের ভাস গ্রহণ করে তবেই তাহাকে সকলে ভাক্ত কহে ॥

এবিধায় নন্দলাল ঠাকুর অসংপূর্ণ কর্ম্মী ব্যতীত ভাক্তকর্ম্মী শব্দের বাচ্য ছিলেন না, কেননা তিনি কর্ম্মনাকরিয়া আপনাকে কর্ম্মীবলিয়া জানানু নাই সাধ্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অসংপূর্ণ কর্ম্মী বলায় কোন হানিহইতে পারেনা। মৃত রামমোহন রায় মহাশয়কে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত অসংপূর্ণ জ্ঞানাবলম্বী বলা কোনক্রমেই বিচার সঙ্গত হয় না। তিনি আপনাকে অসংপূর্ণ জ্ঞানাবলম্বীবলিয়া পথ্য প্রদানপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু কে ভাক্ত কে অসংপূর্ণ হয়, ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কতকগুলিন্ স্মার্ত্তধৃত আহ্নিকতত্ত্বীয় প্রাতঃকৃত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের বচন সংগ্রহ করিয়া উক্ত পুস্তকে ৩ পৃষ্ঠা অবধি ৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাগাড়ম্বর মাত্র করিয়া কর্ম্মীদিগের সাধ্যপক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানের অকরণ বিধায়

যে বৃথা দোষারোপ করিয়া পুস্তক পূরণ করিয়াছেন, সে সকল বাক্য তাঁহার ভস্মাহুতিরন্যায় বিফল হইয়া গিয়াছে॥

মৃত রামমোহন রায় তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠানে যেরূপ অনধিকারী ছিলেন, তদ্রূপ শুভকর্ম্মানুষ্ঠান কৃৎ পুরুষেরা কর্ম্মে অনধিকারী নহেন, ইহার প্রমাণ ক্রমশঃ প্রকাশিতরূপে এই পুস্তকে লিখিত হইবেক। সংপ্রতি কর্ম্মীদিগের প্রতি যে ভাক্তাপবাদ প্রদান করিয়াছিলেন তদ্দোষক্ষালনার্থে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতব্য হইল॥

বিচক্ষণ পণ্ডিত গণেরা বিচার করিবেন। যে কোন কারণে হউক্ কর্ম্মীব্যাক্তিরা যদিং সম্যক্‌রূপে নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অক্ষম হইয়া সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ অঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তবে তাহারদিগকে অসংপূর্ণ কর্ম্মী শব্দের বাচ্য ব্যতীত ভাক্তকর্ম্মী শব্দের বাচ্য কোনক্রমেই কহিতে পারাযায় না। এবং সম্যক্ রূপে কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান করণে অক্ষম বলিয়াও তাঁহারা শাস্ত্রতঃ তাদৃশ অপরাধী হন না। যথা

> পার্থনৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্যবিদ্যতে। নহিকল্যাণ কৃৎকশ্চিদ্দুর্গতিং তাতগচ্ছতি॥ ইতি গীতা।

হে পার্থ, কুন্তীপুত্র, যদিকোন ব্যক্তি শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করণে যত্নবান্ হয় কিন্তু অসাধ্যকল্পে সমস্ত কর্ম্মাঙ্গের যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিতে পারে না। তন্নিমিত্ত তাহার ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকেও নরক হয় না, যে হেতু হে অর্জ্জুন, সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ি ব্যক্তির সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অক্ষমতা প্রযুক্ত দুর্গতি হয় না। ইত্যর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে

আশ্বাস করিয়াছেন, যে সম্যক্‌রূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে অক্ষম বলিয়া কি কর্ম্মানুষ্ঠান্ করিবেক না এমত নহে, অর্থাৎ স্বাধিকারিক কর্ম্মের শক্ত্যনুসারে যতদূর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারে ততদূর পর্য্যন্তই অনুষ্ঠান করিবে, অঙ্গভঙ্গ হয় বলিয়া ত্যাগ করিলে ধর্ম্মচ্যুত হয়॥

এই ভগবদ্বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করিলে কর্ম্মের সম্যক্‌অনুষ্ঠানে অক্ষম ব্যক্তিকে অসংপূর্ণ কর্ম্মী ব্যতীত ভাক্তকর্ম্মী পদের বাচ্য বলিতে পারাযায় না॥

যদ্যপি এমত কহ যে রামমোহন রায়ের উক্তিমত অসংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বীর প্রতিও জ্ঞানানুষ্ঠানের অঙ্গহানি পক্ষে তদ্দোষ পরিহার্থ এপ্রমাণ অনুকূল হয়। উত্তর, তাহা হইতে পারে না, যে হেতু অধিকারীর পক্ষে এই বচন অনুকূল হয় অনধিকারীর পক্ষে নহে॥

আদৌ সাধকের বলাবল বিচার করিয়া দুর্ব্বলাধিকারী সাধকের পক্ষে দোষমার্জ্জনার উপায় করিবে, সবলাধিকারীর অঙ্গভঙ্গ দোষের পরিহার হইতে পারে না, অর্থাৎ যাবৎ সাধক পরব্রহ্মের শ্রবণ মননের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে নাপারিবে তাবৎ তাহাকে দুর্ব্বলবলিতে হইবেক, দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তাহাকে নিয়তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, যাঁহারা পরব্রহ্মের শ্রবণ মননে সম্যক্‌ক্ষমবান্ তাঁহারাই সবল; কর্ম্মানুষ্ঠান করা তাঁহারদিগের ইচ্ছাধীন্ হয়॥

এ বিধায় পরব্রহ্মের শ্রবণমননের সম্যক্‌অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত ব্যক্তি তৎসাধনে অনধিকারী হয়। কেননা যাবৎ সাধনাকর্ম্মের

আবশ্যকথাকে তাবৎ কর্ম্মীশব্দের বাচ্য ব্যতীত জ্ঞানীশব্দের বাচ্য হইতে পারেনা। সুতরাং সেইব্যক্তি তাবৎ সগুণোপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিয়ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক যাবৎ চিত্তশুদ্ধি নাহয়। যথা বেদান্তসারে ॥

বিধিবদধীত বেদ বেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা। কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরং। নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মল স্বান্তঃ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমতাঽধিকারী ॥

বেদান্তসারং ॥

এই বিধিরঅনুসারে বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন দ্বারা আপাততঃ সকল বেদার্থজ্ঞ ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কাম্যও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপের অভাবহেতু অত্যন্ত নির্ম্মল চিত্ত এবং সাধন চতুষ্টয় সপন্ন জীব অধিকারী হয় ॥

তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিকে প্রথমতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ পশ্চাৎ কাম্যকর্ম্মকেওত্যাগকরিতে হইবে, যাবৎ নিত্য নৈমিত্তক কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিকরিতে না পারিবে তাবৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই হইবেক, অর্থাৎ তাবৎকাল তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধও নাই, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি বলিয়া যে বল পূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগকরে সেইব্যক্তি জ্ঞানীশব্দের বাচ্য কি হইবে বরং কর্ম্মনাস্তিক এই শব্দেরই বাচ্য হয়। যদিবল মৃত রাম মোহন রায়ের এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছিল নচেৎ তিনি

কর্ম্মীদিগের প্রতি এরূপ ইঙ্গিত কেন করিবেন,। উত্তর, তাঁহার তাহা হয় নাই, তন্নিদর্শনার্থে বেদান্তসারের প্রমাণ দর্শা ইতেছি। যথা।

কাম্যানি। স্বর্গাদীষ্ট সাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি। ১ ॥

নিষিদ্ধানি। নরকাদ্যনিষ্ট সাধনানি ব্রহ্মহননাদীনি। ২ ॥

নিত্যানি। অকরণে প্রত্যবায় সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি। ৩ ॥

নৈমিত্তিকানি। পুত্র জন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্টাদীনি। ৪ ॥

প্রায়শ্চিত্তানি। পাপক্ষয় মাত্র সাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি। ৫ ॥

উপাসনানি। সগুণব্রহ্মবিষক মানসব্যাপার রূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি ॥

কাম্যকর্ম্ম। স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তির সাধন জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ। আদিপদে দর্শপৌর্ণমাস চাতুর্ম্মাস অশ্বমেধ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞ। ইহাতে মৃত রায়ের সুখসম্ভোগের কি প্রাপ্তীচ্ছা রহিত হইয়া ছিল?। ১।

নিষিদ্ধকর্ম্ম। নরকাদি দুঃখভোগের কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি। এই প্রভৃতি পদে গোহত্যা স্ত্রীহত্যা সুরাপান স্তেয় অর্থাৎ পরস্ব হরণ গুর্ব্বঙ্গনাদি গমন ও অবৈধদ্রব্যাহারাদি। ইহাতে ব্যক্তব্য এই যে মৃত রামমোহন রায় কি এসকল পাপের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না?। যখন তিনি সুরাপান গোমাংস ভক্ষণ যবনান্ন গ্রহণ, যবনী গমনাদি করিয়াছেন। তখন তাঁহার গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা পরদারা হরণাদি কোন্ পাপের সমাচরণ করা না হইয়াছে।

নিত্যকর্ম্ম। সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি। প্রভৃতিপদে শ্রাদ্ধতর্পণ ও একাদশীব্রতাদি, যাহার অকরণে পাপের উৎপত্তি হয়। বল

দেখি মৃত রায় কি এসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, নৈমিত্তিক কর্ম্ম। পুত্রজন্মাদি নিমিত্তক পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞ। ইত্যর্থে আদিপদে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্ম। ৪॥

প্রায়শ্চিত্তকর্ম্ম। পাপক্ষয় মাত্রের কারণ চান্দ্রায়ণাদিব্রত।৫॥

উপাসনা কর্ম্ম। সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তের একাগ্রতা স্বরূপ শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যা। ইত্যর্থে প্রভৃতিশব্দে আগমাদি উক্ত সাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর্ম্ম। ৬॥

এই সকল কর্ম্মের নাম চিত্তশোধক, ইহার অকরণে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি নাহইলেও তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা জন্মেনা, ইহাতে যদিকেহ বলেন যে আমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, সে তাঁহার বাক্যেই সম্পন্নমাত্র। ফলিতার্থ রামমোহন রায়ের কি এইসকল জ্ঞানোৎপাদক কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, যে তিনি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী বলিয়া অভিমান করিতেন। ফলিতার্থ তিনি নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত আরকোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান্ করেননাই ॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পথেও আরোহণ করেনা নিরন্তর আত্ম সুখাভিলাষেই ব্যগ্র হয় তাহারপ্রতি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী শব্দের যোজনা করায় কি দোষ স্পর্শ হয় ? ইহা পণ্ডিতেরাই বিচার করিয়া দেখুন্ ॥

মৃত রামমোহনরায় যৎকালে পথ্যপ্রদান পুস্তক লেখেন, তৎকালে তাঁহার ইহা স্মরণ ছিল না, যে আপনিই পূর্ব্বে এ বিষয়ের বিচার বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের

ভূমিকার চূর্ণকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই লিখিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ॥

"যে যেব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক, সেইব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনা করিয়া চিত্তস্থির রাখিবেক ॥"

এই লিপিদ্বারা তাঁহার বাক্যকেই প্রতিপন্ন করাগেল যে পর ব্রহ্মের শ্রবণ মননে অশক্ত ব্যক্তিকে সগুণ উপাসনাদি কর্ম্মদ্বারা চিত্ত স্থির করিতে হইবেক, নচেৎ নাস্তিক বলাযাইতে পারে। সুতরাং শ্রবণ মননাশক্ত হইলে কর্ম্মকরাই শ্রেয়, অসংপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞানী বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগকরা কোন ক্রমেই বিধেয় হয় না ॥

এক্ষণে বিচক্ষণেরা বিবেচনা করুন, যে রায়মহাশয় আপনার লিপিপ্রমাণেই আপনি অসংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। যদ্যপি অসংপূর্ণ নাহইলেন, এবং কর্ম্মানুষ্ঠানও সগুণোপাসনাও করিলেন না, তবে সহজেই তাঁহাকে ভাক্ত তত্ত্ব জ্ঞানী শব্দের বাচ্য কে না কহিবে ॥

রায় মহাশয়কে কর্ম্মী কি জ্ঞানী এই দুয়ের কিছুই বলাযায় না, তবে তিনি যে লিখিয়াছিলেন অসংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানীর ও অসংপূর্ণ কর্ম্মীর সম্যক্অনুষ্ঠান সিদ্ধ নাহইলে দোষের উৎপত্তি হয় তৎপরিমার্জ্জনার্থ বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য এঁকারণ কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল ॥

তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ অনুষ্ঠানে অক্ষম হইলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির যাদৃশ দোষের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানের অসংপূর্ণতায় তাদৃশ দোষ হইতে পারে না। বিশেষতঃ রায় মহা

স্বয় যখন অসংপূর্ণ কর্ম্মীর সহিত আপনার তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানের তুল্যতা প্রদর্শন করাইয়াছেন, তখন তাঁহার ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীত্ব আপনিই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে পথ্যপ্রদান পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় প্রশ্নছলে লিপি প্রকাশ করেন ॥

"যেব্যক্তি আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করেনা সে যদি কোন ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত ও নিন্দিত কহে তবে তাহাকে বিজ্ঞব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত জানিবেন কি না ॥"

ইহা রায়মহাশয় অযোগ্য কহিয়াছেন, অতএব আমরা তাহার সুন্দর রূপে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লিখিতেছি।

যদ্রূপ কর্ম্মী বৈদিক জাতিদিগের পক্ষে স্বস্ববর্ণোক্ত ধর্ম্ম যাজনের শাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানী যদিকোন এক জাতি হইত তবে তাহারদিগের পক্ষে স্ববর্ণোক্ত ধর্ম্ম যাজনের অনুশাসন শাস্ত্রে থাকিত; ফলিতার্থ তত্ত্বজ্ঞানী এক বিশেষ জাতি নহে এই বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে কাহার যদি জ্ঞানোদয় হয় তবে সেইব্যক্তি ঐ পরমাত্মজ্ঞান প্রভাবে সংসারধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গ ত্যাগকরতঃ নির্জ্জনস্থানে যোগাভ্যাসে রত হইয়া পর ব্রহ্মের শ্রবণ মননাদিতে নিযুক্ত থাকে। সে ব্যক্তি আর কস্মিন্ কালেও পথ্যপ্রদানের মত পুস্তক রচনা করিয়া বিচার জিগীশায় আমি ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া স্পর্দ্ধাকরে না। যদিস্যাৎ কোন কারণবশে তাঁহার ঐ যোগানুষ্ঠানের ত্রুটিহয় তবে সেইব্যক্তিতৎক্ষণাৎ তাহাতেভ্রষ্টহয় আরকোনকালেও আমিঅসংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী

বলিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে না। পুনরায় জ্ঞানাঙ্গ তঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের সমাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেক। যদি তাহা না করে তবে এত দেশজাত যুগীজাতির ন্যায় চিরকাল ব্যাপিয়া এক জ্ঞানীজাতি হইয়া বিখ্যাত থাকিবেক॥

যাহাহউক্। কোনশাস্ত্রেই উক্ত করেন নাই যে তত্ত্বজ্ঞানীর এক দল আছে পূর্ব্বাপর কেহই দেখেন নাই যে তত্ত্বজ্ঞানীরূপে খ্যাত কোন জাতি আছে। আর আদিকালাবধি একালপর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী বংশীয় কোন ব্যক্তিও কাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই ইহাতে রায় মহাশয় কিরূপে কর্ম্মীদিগের ন্যায় আপনার অসংপূর্ণতা দেখাইয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইবার সাহস করিয়া ছিলেন। এবং আপনাকে " ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ „ বলিয়াও যে পুনঃ২ জানাইয়াছিলেন তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইলে যে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবে না এমত প্রমাণ কুত্রাপি প্রাপ্তহওয়া যায় না। অনুভব সিদ্ধ এই হয় যে যৌগিক শব্দার্থ করিয়া ব্রহ্মভাবনাশীল সংসারিব্যক্তিকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া থাকিবেন, অর্থাৎ আমরা ব্রহ্মচিন্তা করি অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পদে বেদনিষ্ঠ গৃহস্থ অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্ম পরায়ণ গৃহস্থকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলা সঙ্গত, রায় মহাশয়ের মত গৃহস্থ হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠগৃহস্থ বলায় তদনুভাববিৎ ব্যক্তিরাই সম্মতিকরিবেক।ব্রহ্মপদে বেদ,বেদেনিষ্ঠা যারআছে তাহার নাম

ব্রহ্মনিষ্ঠ, যে ব্রহ্মনিষ্ঠের গৃহেস্থিতি হয় তাহার নাম ব্রহ্মনিষ্ঠগৃহস্থ। যখন গৃহস্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তখন আর কোটিকল্পেও গৃহস্থোচিত নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দন যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিত্যাগ করিতে পারেন না, করিলেও নিস্তার পদ বীতে আরোহণ হয় না, বরং কর্ম্মনাস্তিকতা প্রযুক্ত ভ্রষ্ট হইবারই সংপূর্ণ সম্ভাবনা, ফলেও কর্ম্মবিলোপ করাই তাঁহার সংকল্প ছিল। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তাহাকে বলাযায়, যে ব্যক্তি অহরহ বেদোদিত স্বজাত্যুক্ত তাবৎ কর্ম্মকাণ্ডে সম্পন্ন হয়। নতুবা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মসভার মনোহর গৃহে বসিয়া (ওঁতৎসৎ) "একমেবাদ্বিতীয়ং,, বলিয়া চক্ষুমুদ্রিত করিলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তারা কহিয়াগিয়াছেন। যথা

> ন্যায়ার্জ্জিত ধনস্তত্ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

ন্যায্যকর্ম্মদ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জ্জন করে, আর তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করে, এবং নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানে রত হয়, ও সর্ব্বদা সত্যবাক্য কহে, এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্তহয়। সুতরাং এমত গৃহস্থকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলে, নতুবা: গৃহস্থোচিত কর্ম্ম নাকরিয়া আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ মুখে বলিলেই যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হওয়া যায়, তবে এসংসারে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের অভাবই থাকে না। অর্থাৎ স্বাধিকার বিষয়ে কটাক্ষপাৎ না করিয়া যে কোনরূপে ধনার্জ্জন করতঃ অতিথি সেবায় পরাঙ্মুখ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম বর্জ্জিত এবং মৌখিক সত্য

যাদিতা জানাইয়া আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ কহিলেই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হয় এমত নহে। তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠ হইলেও প্রমাণোক্ত কর্ম্ম সকলের সম্যক্ সম্পাদন করিতে হয়। নচেৎ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী মুখে মাত্র বলিয়া বলপূর্ব্বক শাস্ত্রাজ্ঞাকে উল্লঙ্ঘন করতঃ কর্ম্মকাণ্ডের বিধিকে যে ব্যক্তি দূরীকৃত করে তাহার শাসনকর্ত্তা শাস্ত্র নহে।

এইরূপ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মের অকরণে দোষ দর্শন করিয়া স্বীয় চতুরতার ফল দর্শনার্থ কর্ম্ম নাকরিয়াও কর্ম্মকৃৎ পুরুষ দিগের নিকট উৎকৃষ্টরূপে মান্য হইবার ইচ্ছায় এবং আপনার কুযুক্তি রক্ষার নিমিত্তই বা হউক্ আত্মার শ্রবণ মননেতেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় বলিয়া স্বীয়াভিপ্রায় রক্ষার্থে পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত মনুর প্রমাণ ধৃত করিয়াছেন। যথা

“ জ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রা যজন্ত্যেতৈ র্মখৈঃসদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেতাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা ” ॥ মনুঃ।

“ কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল জ্ঞানদ্বারা সম্পন্ন করেন ” ॥

উত্তর। ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ যোগীদিগের পক্ষে এই মনুবচনের বিষয় সুসিদ্ধ বটে কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কেবল এক আত্মার শ্রবণ মননদ্বারা শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না, কেন না বিনা কর্ম্মে যদি শুদ্ধ আত্মার শ্রবণ মননেই গৃহস্থের মুক্তিসাধ্য হইত তবে বেদাদি ভূরি২ শাস্ত্রে আশ্রমচতুষ্টয়ের পৃথক্২ ধর্ম্ম বিশেষ করিয়া কহিতেন না এবং

পরমহংস ধর্ম্ম গ্রহণার্থে সংসার ত্যাগের কথা কেবল আকাশের কুলেরন্যায় বাক্যেই প্রস্ফুটিত থাকিত ।।

এবং রায়মহাশয় যে মনু বচন ধৃত করিয়া তদর্থেও যে ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থের পক্ষে কেবল জ্ঞানদ্বারা যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইবে বলিয়াছেন এখানে সে অর্থ সুসংলগ্ন হয় না, মনুবচনে (জ্ঞানেন) শব্দমাত্র আছে তদর্থে সহতৃতীয়া গ্রহণ করিতে হইবেক। অর্থাৎ সকামকর্ম্মী হইতে নিষ্কামকর্ম্মী বিপ্রসকল জ্ঞানেরসহিত যজ্ঞদ্বারা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করেন। যেহেতু তাঁহারা শাস্ত্র চক্ষুদ্বারা দেখিয়াছেন যে তাবৎ কর্ম্মই জ্ঞানমূলক হয়। সুতরাং জ্ঞানী স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন বিধায় তাঁহাকে যজ্ঞময় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যথা (তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তীতি শ্রুতিঃ) যত যজ্ঞ যত তপস্যা যত যোগ সকলি তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত হয় ।।

অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা ফলাভিসন্ধানে বিরত হইয়া ঈশ্বরার্পিত মানসে তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ পরমহংস দিগেরই আত্মারশ্রবণ মননদ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। ইহাতে এমত আপত্তিও উপস্থিত হইতে পারে যে কর্ম্মানুশাসন গৃহস্থের পক্ষে কর্ম্মত্যাগী পরমহংসের প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি আনিবার আবশ্যক কি?। উত্তর বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি সকলের পক্ষেই আছে অর্থাৎ শরীর ধারণ করিলেই কর্ম্মকরিতে হইবে। ইহা গীতাতে অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবান কহিয়াছেন। যথা

শরীর যাত্রাপি চ তে নপ্রসিদ্ধেদকর্ম্মণ ইতি।

হে অর্জুন, তুমি ঈশ্বরার্পিত মানসে কর্ম্ম করহ। বিনাকর্ম্মে তে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম নির্ষ্ঠ পরমহংসের কর্ম্মসিদ্ধি হয়। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থকে সম্যক্ কর্ম্ম জ্ঞানেরসহিত সম্পন্ন করিতে হইবে অর্থাৎ ফলাভি সন্ধানত্যাগে কর্ম্মকরিতে হইবেক, নতুবা জ্ঞানিরা যে এককালেই কর্ম্ম ত্যাগকরিবে মনুবচনের এরূপ তাৎপর্য্যবলিতে হইবেক না।

কিন্তু রায়মহাশয় ধার্ম্মিক ছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞানীও বটেন, যেহেতু আপনি স্বয়ং কোনকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং অপরাপর ব্যক্তিসকলকেও কর্ম্ম করিতে দিবেন না এই অভি প্রায়েমনুর অপরপ্রমাণ ঐ পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় ধৃত করিয়াছেন। যথা।

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যা বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্,,॥ মনুঃ।

" পূর্ব্বোক্ত সকল কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন,,॥

উত্তর। এই মনুবচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বেদাভ্যাস প্রভৃতির প্রশংসা ব্যতীত কর্ম্ম পরিত্যা গের পরিগ্রহ হইতে পারেনা, কেননা (যথাক্তান্যপি) অপিশব্দে বরং যথোক্ত কর্ম্ম ত্যাগও করিবে তথাপি আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বেদাভ্যাসের অযত্ন করিবেক না। ইহাতে কর্ম্ম করি বেক না এমত নহে অপ্যার্থে কর্ম্মও করিবে এবং এসকলেও যত্ন বান্ হইবেক। যেমন লৌকিকেও বলে যে বরং মৃত্যুও ভাল তথাপি ধনগর্ব্বিত বান্ধবের আশ্রয় কিছুনহে, ইহাতে কি

স্বরাই বিধি হইল। তাহাহইলে বেদে কি পুরাণে এবং স্মৃতিতে এমত অনুশাসন করিতেন যে, জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হইলে কর্ম্ম করিবেক না বরং কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান জন্মে না ইহাই ভূয়োভূয়ঃ কহিয়া গিয়াছেন। তবে যথোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও আত্ম জ্ঞানাদিতে যত্নবান হইবে যে মনু কহিয়াছেন, তাহাতে এরূপ অর্থও সংলগ্ন হয়, যে (যথোক্ত) শব্দে পূর্ব্বোক্ত সকাম কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করতঃ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষে শম দমাদিতে নিযুক্ত থাকিয়া বেদাভ্যাসাদির যত্ন করিবেন। গীতাতেও এতদনুশাসন করিয়াছেন, অর্থাৎ অর্জ্জুনকে ভগবান কহিয়াছেন যে জ্ঞানীদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্যকর্ত্তব্য যথা (মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গস্ত্বকর্ম্মণি ইত্যাদি।) মোক্ষার্থির ফলহেতু কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে এবং কুকর্ম্মেও সঙ্গ করিবে না, আর বেদোদিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের অবশ্য কর্ত্তব্যতা অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণ করাইয়াছেন। যথা

এবংপ্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহযঃ। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ সজীবতি ॥ গীতা।

হে অর্জ্জুন, এরূপ প্রবর্ত্তিত চক্র অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ইহাতে অনুবর্ত্তিত যে নাহয়। এবং পাপাশয় ইন্দ্রিয় সুখেই মগ্ন থাকে তাহার জীবন ধারণ নিরর্থ হয় অর্থাৎ তাহার বৃথাজন্ম।

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাদির বিধিতে অনুবর্ত্তমান হইয়া জীবন ধারণ করিবে কিন্তু সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত থাকিবেক ॥ যথা

অনাশ্রিতং কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ ॥ গীতা।

কর্ম্মের ফলাভিসন্ধানে বিরত হইয়া যে ব্যক্তি সতত কর্ম্ম করে এবং নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় না হয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে কি শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াতে বিমুখতাচরণ না করে, সেই সন্ন্যাসী সেই যোগী। নতুবা সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয় এমতনহে, কর্ম্মের ফলোপন্যাসকেই সন্ন্যাস বলে। সুতরাং কি সংসারী কি সন্ন্যাসী মুক্তীচ্ছু হইলে তাহাকে আমরণ কালপর্য্যন্ত যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধনা করিতে হইবেক। ইহা বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে স্পষ্টরূপে আজ্ঞা করিয়াছেন ॥ যথা,

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথে
তোঽস্তি নকর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥ বাজসনেয়ং।

যাবৎ জীবিত থাকিবে তাবৎ অগ্নিহোত্রাদি বেদ বিহিত কর্ম্ম করিয়া শতসম্বৎসর পরমায়ুকে ক্ষেপ করিবেক। কিন্তু অশুভ কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া শাস্ত্রোদিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক। মুক্তীচ্ছু হইয়া ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করিলে সেই কর্ম্ম তাহার বন্ধনের নিমিত্ত হয় না, এবং এরূপ কর্ম্ম বিনাও মুক্তির আর অন্য পথ নাই। ২।

যদিও কর্ম্ম জ্ঞান বিরোধী বটে, তথাপি ঈশ্বরে ফলার্পিত যে কর্ম্ম সেই কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গ হয়। সুতরাং অধিকারভেদে এককর্ম্ম বিবিধ ফলের বিধায়ক হয়। অর্থাৎ ভোগার্থীর ভোগ, মোক্ষার্থীর মোক্ষ প্রদানে কর্ম্মের সম্যক্ ক্ষমতা আছে। কেননা বিনাকর্ম্মে ভোগ নাই এবং মোক্ষও নাই। যদিও কর্ম্মের সাক্ষাৎ মুক্তি

দাতৃত্ব না থাকুক্ তথাপি পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্ম মোক্ষ প্রয়োজক বটে। যেহেতুক কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানজন্মে, জ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষহয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান সাধনার কর্ম্মকেই প্রধান সোপানভূক্ত কহিয়াছেন। এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যের প্রথমানুবন্ধে শ্রুত্যতি প্রায় ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন ॥ যথা

নকোতয়রো রূপিমার্গয়ো রন্যতরস্মিন্ মার্গে আত্যন্তিকী পুরুষার্থ সিদ্ধিঃ। ইত্যতঃ কর্ম্মনিরপেক্ষ মদ্বৈতাত্ম বিজ্ঞানং সংসার গতিত্রয় হেত্বরুপমর্দ্দেন বক্তব্যং ॥ শাঙ্করীভাষ্যং ॥

দেবযান ও পিতৃযান অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, এই উভয় পথ হইতে অন্য এমত কোন পথ নাই যে তাহাতে আত্যন্তিকী পুরুষার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। অতএব নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মকরাই মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ হইয়াছে। বিনাকর্ম্মে মুক্তিহইতে পারেনা, তবে এমত আপত্তি আনিতে পারে যে সংসারগতি প্রবাহককর্ম্ম, ও সংসার গতির উৎসাদক জ্ঞান, এতদুভয়ের নিত্য বিরোধ আছে, যেমন ছায়া তপের একত্র মেলন নাই সেইরূপ জ্ঞানেতে ও কর্ম্মেতে মিলন হইতে পারে না, তাহাতে কর্ম্মদ্বারা যে মোক্ষ প্রাপ্তিহয় শ্রুতি অনুশাসন করেন, ইহাতেই দৃঢ় সংশয় জন্মিতেছে। উত্তর, শ্রুত্যন্তরে তৎসংশয়কেও নিরস্ত করিয়া গিয়াছেন। যে সকাম কর্ম্ম নিরতিশয় পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষপথের অবরোধক কিন্তু মোক্ষেচ্ছু সাধক অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মফলে বিরত হইয়া ঈশ্বরার্পিত আমনে কর্ম্মানুষ্ঠান্ করেন। তাঁহারদিগের সম্বন্ধে

ভুৎ কর্ম্ম বিজ্ঞান বিরোধী নহে। এই হেতু কামনারহিত হইলে জীব আবদ্ধ হয় না। এতদ্বিবেচনায় তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হই তেছে যে নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের সহযোগী হইয়া সর্ব্বতোভাবে চিত্তকে শুদ্ধকরে; কেবল ফলাত্মক কর্ম্মই সর্ব্বদা বিজ্ঞান বিরো ধী হয়। অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগানুরোধে পুনঃ২ জন্মগ্রহণ করায়। যথা রামগীতা।

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ তস্মাৎ সদাকার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা। নতুস্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্য কারিণী বিদ্যা নকিঞ্চিন্মনসা প্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥ রামগীতা।

কর্ম্মের অকরণে বেদে প্রত্যবায় কহিয়াছেন। অতএব মোক্ষে চ্ছু ব্যক্তি নিষ্কামকর্ম্ম সর্ব্বদাই করিবেন। ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ নিত্য কর্ম্মকারিণী যে উপাসনা তিনি কর্ম্মের অনপেক্ষিণী নহেন অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মের অপেক্ষা সর্ব্বদাই করেন॥ ১২॥

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইল যে নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞান বিরোধক নহে, জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য কেবল মুক্তিপ্রদান কালে জ্ঞান কর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করিবেন না। অতএব যাবৎ সাধনা বস্থা তাবৎ কর্ম্ম করিতে হইবে মুক্তাবস্থায় কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। ইহাতে রায়মহাশয়ের কি মুক্তাবস্থা হইয়াছিল, তবে কর্ম্মের প্রতি এত বিরক্তি কেন জন্মিবে। একেবারে মুক্তাবস্থাও বলা যায় না, তাহা হইলে তাঁহার বাক্যপ্রমাণে অসংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানা বলম্বীগণের বৈলক্ষণ্য জন্মে।

যে যাহা হইউক্ তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করা যাইবেক, সংপ্রতি

প্রণালীসিদ্ধ কর্ম্মমাহাত্ম্যই কহিতেছি, ভোগার্থ যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মই মোক্ষের বিরোধী হয়, এবং তৎকর্ম্মানুসারে উত্তমাধম যোনি প্রাপ্ত হয়। যথা তন্ত্রং।

দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষীতাং তথা। ক্রমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ জায়ন্তে চ স্বকর্ম্মভিঃ॥ তন্ত্রং।

স্বীয় কর্ম্মের ফলে দেবত্ব মনুষ্যত্ব পশুত্ব পক্ষিত্ব ক্রমিত্ব স্থাবরত্ব প্রভৃতি জীবের প্রাপ্তি হয়। অতএব সংসারভীরু মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তির অর্থাৎ যাঁহারা পুনঃ২ জন্মমরণের শঙ্কা করেন তাঁহাদিগের ফলাভিসন্ধান রহিত কর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বদাই করণীয় হয়। ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যের টীকায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে বিনা কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরতিশয় পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষপদ লাভ হইতে পারে না। এই হেতু সকল তত্ত্বনিষ্ঠ সাধকেরা কর্ম্মকে ঈশ্বরোপাসনারূপ জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যানুবন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন। যথা।

তথাচেশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যানুষ্ঠিত শুভকর্ম্মবশাৎ উপচিনোতি। শুদ্ধবুদ্ধের্বিরক্তস্য মুমুক্ষো মোক্ষসাধন মিতি॥

সংসার বিরক্ত শুদ্ধবুদ্ধি মুক্তীচ্ছু ব্যক্তির মোক্ষসাধনাই এই যে অনুষ্ঠিত তাবৎ শুভকর্ম্মের ফল ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে সম্পন্ন করেন, নতুবা আমি তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াই যে শ্রুতি স্মৃতি উক্ত সমুদায় শুভকর্ম্মকে অবশ্যই ত্যাগ করিবেক এমত সংবাদ কোন শ্রুতিতেই নাই॥

অতএব, বিচক্ষণেরা বিচার করিবেন, যে ব্যক্তি বেদোক্ত তত্ত্ব

জ্ঞান সাধনার উপযোগী শুভকর্ম্মানুষ্ঠান কিছুমাত্র করে না এবং তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় এমত নিষিদ্ধ কর্ম্মের সমাচরণ যেব্যক্তি সর্ব্বদাই করে সেব্যক্তি কেমন তত্ত্বজ্ঞানী, এবং বিজ্ঞ লোকেরা সে সকল ব্যক্তিকে অপকৃষ্ট লোকের মধ্যে গণ্য করেন কি না ?। ফলিতার্থ মৃত রামমোহন রায় হইতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাচরণের কথা দূরেথাকুক্ জ্ঞানবিঘাতক যত নিষিদ্ধ কর্ম্ম আছে তাহারমধ্যে কোন কর্ম্মেরই বর্জ্জন হয় নাই। যদিবল যে ব্রহ্মহননাদিকে বেদান্তে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন তাহা রায়মহাশয় কর্ত্তৃক্ সম্পাদিত হয় নাই, না, তাহাও সুরাপানদ্বারা পরম্পরা সিদ্ধহইয়াছে, কেননা, মহা পাতক সংখ্যার মধ্যে সুরাপানকে ধৃত করিয়াছেন, সুরাপান করিলে যে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়, ইহা মহাভারতাদি সমস্ত শাস্ত্রেই প্রমাণ আছে, যথা (কামতো মদিরাং পীত্বা ব্রহ্ম হত্যা ব্রতঞ্চরেৎ দিতি।) ইচ্ছাবশে মদ্যপান করিলে ব্রহ্মহত্যার যে ব্রত ধারণ করিতে হয় সেইব্রত ধারণ করিবেক, সুতরাং সুরাপানকেও ব্রহ্মহত্যার তুল্যানুভুত্য নিষিদ্ধ রূপে পরিগণিত করাযায় ॥

বিবাদভঙ্গার্ণবে প্রথমাধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতে অধিকারী হয় নচেৎ অসদাচারী ব্যক্তি জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিতে কোনক্রমেই পারে না। এই অভিপ্রায়ে পাষণ্ড পীড়ন পুস্তকে নন্দলালঠাকুর লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে পথ্য

প্রদান পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় রায়মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বীকারকরা হইয়াছে কিন্তু আপনাকে বাঁচাইবারজন্য কিঞ্চিৎ কৌশলে লিখিয়াছেন অর্থাৎ এককালীন নির্ম্মমতা প্রদর্শন নাকরাইয়া ভঙ্গীক্রমে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যথা পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায়।

"আত্মার শ্রবণ মননে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে যত্নকরা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম অবশ্যই ত্যাগ করিবেক এমত তাৎপর্য্য নহে।"

উত্তর। সুতরায় মহাশয় বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেক না স্বীকারকরিয়াছেন, কিন্তু (অবশ্যই যে ত্যাগ করিবেক এমত তাৎপর্য্য নহে) লিখিয়াছেন সেই (অবশ্যই) তাঁহার স্বীয়াচার্য্য ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। ফলেতিনি যতই চতুরতা করুন্ কিন্তু বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম লোপ করাই তাঁহার মুখ্য সংকল্প ছিল। ইহা তাঁহার সর্ব্বোদ্যোগের সহিত লিপি দর্শনেই প্রতীয়মান্ হইয়াছে।

সে যাহাহউক্। যখন তিনি ইন্দ্রিয় সেবা পরায়ণ হইয়া বেদাভ্যাস ছলে ব্রহ্মপ্রশংসা প্রতিপাদক শ্রুতিপাঠ মাত্র করিয়াই আমি ব্রহ্মজ্ঞানী এই অভিমান্ করিতেন, তখন তাঁহার সেই জ্ঞানী অভিমানই ভাক্তত্ব প্রতিপন্নের বিশেষ প্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বরূপতঃবেদাভ্যাস ও বেদার্থধারণার নিশ্চিতার্থ উপলব্ধি না হইলে পঠিত শুকপক্ষীরন্যায় কতকগুলা অক্ষরের আবৃত্তি করিলেই যদি তত্ত্বজ্ঞান জন্মিত তবে বর্ত্তমান কালে ম্লেচ্ছাদি জাতির মধ্যে অনেককেও বিলক্ষণ সংস্কারবান্ দেখাযায় এবং

সহজেই বেদাক্ষরাবৃত্তি করিয়া তদ্ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা রাখে তাহারদিগকেই বা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া কেন মান্য করা না যায়, এবং রায়মহাশয়ই বা তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী পরিশুদ্ধ দলের মধ্যে পরিগণিত না করিলেন কেন।

ফলিতার্থ, বেদাভ্যাসের যত্ন ও বেদার্থ ধারণার মুখ্যতাৎপর্য্য এই যে বেদপাঠ করিয়া বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক। এতদ্বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে সংবাদ করিয়াছেন। যথা

অহং বৃক্ষস্য রেরিব কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব ইত্যাদি। তৈত্তিরীয়ং।

সংসার বৃক্ষের উচ্ছেদাত্মক, ও প্রেরয়িতা যে আত্মা সেই আত্মাই আমি। এই শ্রুতিদ্বারা স্বাধ্যায় মন্ত্র বিদ্যা প্রাপ্ত্যর্থে বেদাধ্যয়নের সমাদর করিয়াছেন এইমাত্র, নতুবা কেবল এই ঋষিপ্রণীত আত্মজ্ঞান প্রকাশক মন্ত্রাক্ষর পাঠ করিলেই যে বেদাভ্যাস ও তদর্থ ধারণা করা হইল বা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করা হইল এমত নহে। তথাহি

অহংবৃক্ষস্যেতিমন্ত্রস্য ঋষিস্ত্রিশঙ্কুঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা। ব্রহ্মবিদ্যার্থ জপে বিনিয়োগঃ ॥ তৈত্তিরীয় শাখা ॥

ন কেবলং মন্ত্রজপো বিদ্যার্থঃ। পূর্ব্বোক্তানি কর্ম্মাণ্যপীতি আহ। ঋতঞ্চেতি ॥ অস্যটীকা ॥

(অহং বৃক্ষস্য রেরিব). এই বেদমন্ত্রের কেবল অক্ষরাবৃত্তি করিলেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ যথোক্ত বেদবিহিত ঋত সত্য তপ দমশম অগ্ন্যর্চনা অগ্নিহোত্র অতিথিসেবা প্রভৃতি কর্ম্মে যুক্ত থাকিয়া এই মন্ত্রার্থ ধারণা করিলে বেদাভ্যাস সিদ্ধ হয় এবং পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞানও জন্মে। কেবল শ্রুতিপাঠ করি এই

নামমাত্রে জ্ঞান জন্মে না। (ন নাম মাত্রেণ করোত্য রোগ মিতি) চরকাদি প্রণীত আরোগ্য হইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার ঔষধের বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু সেবা নাকরিয়া কেবল ঔষধের নাম গ্রহণেই আরোগ্য হয় না।

এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ গৃহবাস করতঃ যেরূপ ক্রিয়াবান্ হইবে তাহা ঐ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যথা

দেবপিতৃ কার্য্যাভ্যাং নপ্রমদিতব্যং মাতৃদেবোভব পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবোভব। অতিথিদেবোভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি ন ইতরাণীতি॥ তৈত্তিরীয়ং॥

মাতা পিতা গুরু অতিথিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেবা পরিচর্য্যা করিবে। দেবকার্য্যের ও পিতৃকার্য্যের প্রমাদ করিবেক না। লোকশাস্ত্র প্রসিদ্ধ পবিত্র কর্ম্ম সকল সেবনীয় তদ্ভিন্ন লোকবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রেও বিরুদ্ধ এমত কর্ম্মসকল আচরণীয় নহে। এবং বেদাভ্যাসের অর্থ কি তাহা ঋগ্বেদের ভাষ্যকার বিদ্যারণ্য স্বামী অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন। যথা শ্রুতিঃ।

কিলাতু দধীত্য বেদং ন বিজানাতি। যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকল ভদ্র মশ্নুতে॥যোবেদার্থং জানাতি সোয়মিহলোকে সকলং শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি॥০॥

অর্থজ্ঞান বিনা কেবল বেদাক্ষর পাঠ করিলেই জ্ঞান জন্মে না। এবং মোক্ষও হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বেদপাঠ করিয়া তদর্থজ্ঞ হয় সেই পরম কল্যাণস্বরূপ পরমপদ লাভ করে। বেদার্থ শুদ্ধ বেদাক্ষরের ব্যাখ্যা নহে বেদার্থ শব্দে বেদোদিত ধর্ম্ম

কর্ম্মানুষ্ঠান্। অর্থাৎ বেদপাঠ করিয়া যেব্যক্তি ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকে সেই বেদার্থজ্ঞ তাহারই পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। যদ্দ্বারা মোক্ষপদ লাভকরিতে পারে।

নাকমেতি বিধূত পাপ্মা ইতিশ্রুতিঃ॥

কর্ম্মের দ্বারা পাপক্ষয় করিয়া জ্ঞান সহকারে মরণানন্তর মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। তথাহি ঋগ্বেদ ভাষ্যে।

অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন জ্বলতি কর্হি চিদিতি॥

বিনাঅগ্নিতে কাষ্ঠ শুষ্ক হইলেও কদাচ প্রজ্বলিত হয় না। সেইরূপ বিনা কর্ম্মানুষ্ঠানে স ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ অধীত হইলেও আচারহীনের বেদ মুক্তিপ্রদ হইতে পারেন না।

গৃহ্যাদি শাস্ত্রে কহেন যে (বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ইত্যাদি) ব্রহ্মনিষ্ঠ গ্রহস্থ দিগের বেদাভ্যাসের যত্নকরা কর্ত্তব্য। তদর্থে তাহার তাৎপর্য্য এই যে বেদাক্ষর প্রাপ্তে তদর্থ বোধকরার প্রয়োজন, সুতরাং বেদাভ্যাসে যত্নকরা অত্যাবশ্যক কর্ম্ম হয়। যথা

বোধস্যহিফলং কর্ম্মানুষ্ঠানং তথাসিতি যস্য ব্রাহ্মণাদেরস্মিন্ গৃহস্পতি সর্ব্বাক্ষরিকার স্তস্য তদ্বাক্য মাত্রাধ্যয়নংস্যাৎ। নচার বোধকত্বে বিধির্ব্বাধকত্বা ভাবে নার্থাব বোধএব নসিদ্ধ্যেদিতি॥

ঋগ্বেদানুক্রমণিকা॥

অর্থবোধার্থে বেদাভ্যাসের আবশ্যক অর্থাৎ অর্থবোধে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত বেদপাঠের প্রয়োজন হয়। যদ্রূপ দুগ্ধার্থে গাবীকে সকলেই প্রার্থনা করেন তদ্রূপ কর্ম্মবোধ হেতুর নিমিত্ত বেদাক্ষরের প্রাপ্তীচ্ছা, নচেৎ কেবল বেদাক্ষর প্রাপ্তে পুরুষার্থ

সিদ্ধি হইতে পারে, না। অতএব বেদার্থ বোধানন্তর কর্ম্মানু ষ্ঠানের অনুশাসন আছে, ইহা নিরুক্তকার যাস্কঋষি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে বেদার্থ বোধশব্দে বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান্ তাহা না করিয়া কেবল শ্রুতিপাঠ মাত্রেই যে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এমত নহে।

যেমন বৃহস্পতিসব নামক যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণের অধিকার, সেই যজ্ঞে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ঐ যজ্ঞ না করিয়া যজ্ঞ প্রশংসা শ্রুতিপাঠ করিলেই কি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইতে পারে?। কদাপি প্রাপ্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে ফললাভ হয় না।

এবং গৃহস্থদিগের পক্ষে যে পঞ্চ যজ্ঞের বিধান আছে তাহাতে সেই যজ্ঞ না করিয়া কেবল উপনিষৎ আলোচনায় যজ্ঞ সম্পন্ন হয় বলিয়া মৃত রায়মহাশয় স্বকৃত পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় লেখেন। যথা

"জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থদের পঞ্চযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের স্থানে পরব্রহ্ম পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবতের মূল হয়েন, এইমাত্র চিন্তন উপনিষৎ আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের আবশ্যক হয়"

উত্তর। জ্ঞাননিষ্ঠের পঞ্চযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান শুদ্ধ উপনিষৎ আলোচনায় হয় বলিয়া যখন এই বিধি গৃহস্থদের পক্ষে আনিতেছেন তখন যজ্ঞাদি কর্ম্মের অবশ্য করণীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে, কেননা উপনিষৎ আলোচনার দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেক। ফলে দেহধারণ করিলেই কর্ম্ম করিতে হইবে এই নিমিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ পরমহংসের উপনিষৎ আলোচনায়

যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইবেক। গৃহস্থদিগের পক্ষে এ বিধি নহে ॥

(বেদান্তস্ত্বা দুপনিষদিতি মেদিনী।) বেদান্তশব্দে উপনিষৎ। তাহার আলোচনা করা পরমহংসের ধর্ম্ম, গৃহস্থেরা সে ধর্ম্মে চলিতে পারে না, সুতরাং গৃহস্থধর্ম্ম স্বতন্ত্র হয়। কিন্তু কি গৃহী কি সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, শুদ্ধ গৃহীর ও সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুষ্ঠানের বিশেষ আজ্ঞা এইমাত্র, যাবৎ যজ্ঞসাধনার্থ বাহ্যোপকরণের সংগ্রহ করণের ক্ষমতা থাকে তাবৎ বাহ্যে বহ্নিস্থাপন করতঃ ঘৃতকার্ষ্ঠাদি প্রদানের আবশ্যক, নচেৎ কেবল উপনিষৎ আলোচনায় যজ্ঞকর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক না। সর্ব্ব সন্ন্যাসযোগে পরমহংস দিগের যজ্ঞোচিত বাহ্যোপকরণ নাই, এইহেতু তাঁহারা শুদ্ধ মানসে চিন্তা করিবেন অর্থাৎ সর্ব্বযজ্ঞময় পরমাত্মাকে উপনিষৎ আলোচনা দ্বারা চিন্তাকরিয়া পঞ্চযজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবেন।

শরীরধারি মাত্রেরই কর্ম্মানুষ্ঠানের অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি করণের আবশ্যকতা। কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের বাহ্য যজ্ঞোপকরণের অভাবতা প্রযুক্ত উপনিষৎ আলোচনা দ্বারা পঞ্চযজ্ঞাদি তাবতের মূল পরব্রহ্মের অনুচিন্তনকে তদনুকল্প রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন গৃহী ব্যক্তির যজ্ঞসিদ্ধ কেন হইবে। যথা কঠাদি শ্রুতিষু।

> বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বা স্তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ মুপৈতি ॥

যে সকল যতিরা বেদান্ত আলোচনা দ্বারা সকলের মুল ব্রহ্ম নিশ্চয় করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্ব সন্ন্যাসযোগে কেবল অধ্যাত্ম চিন্তাতেই আমরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এবং উপনিষদ্ও যে গৃহীদিগের ধর্ম্ম নহে তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যানুবন্ধে ভগবান্ সঙ্করাচার্য্যও উপনিষদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যথা

উপ নি পূর্ব্বস্য সাদস্তদর্থত্বাৎ তাদর্থ্যাৎ গ্রন্থোপি উপনিষ দুচ্যতে॥

(উপ) শব্দে সমীপ অর্থাৎ আপনাকে ব্রহ্মের নিকটস্থ জানিয়া (নি) শব্দে নিশ্চয় অর্থাৎ আপনাতে ও ব্রহ্মেতে অভেদরূপ বুদ্ধি করিয়া আমি সেই ব্রহ্ম এই তত্ত্বমসি শব্দার্থের নিয়মদ্বারা ব্রহ্মৈকাত্ম জ্ঞানকে উপনি কহে। (ষদ) সাদনে অর্থাৎ সংসার বিষয়ের উৎসাদন করা, ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা জ্ঞানে সংসার ত্যাগ করণের নাম (ষদ) সুতরাং উপনিষৎ আলোচনায় সন্ন্যাসীই অধিকারী গৃহস্থব্যক্তি অধিকারী নহে। অহরহ সংসার শরণীতে ভ্রাম্যমাণ হইয়াও যখন উপনিষৎ আলোচনায় অধিকারী আমি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া মৃত রামমোহনরায় স্পর্দ্ধা করিয়া পথ্যপ্রদান পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে যথেচ্ছাচারশীল উৎপথগামী বলিতে কেহই ক্ষোভ করেন না। এবং কোন কোন স্থানে এরূপ অভিপ্রায়েও লিখিয়া গিয়াছেন। যথা

"আমারদিগের কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। প্রবর্ত্তজ্ঞানে উপনিষৎ আলোচনাতেই আমারদিগের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জন্মিবে॥"

উত্তর। এইবাক্য তাঁহার অত্যন্ত বেদবিরুদ্ধ, যে হেতু অনধিকার চর্চ্চায় কুশল হয় না অর্থাৎ যাহার যাহাতে অধিকার নাই সে যদি তাহাকে বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে চাহে, তবে তাহাতে তাহার বিশেষ অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে। বিশেষতঃ যাহার সংসারের আসক্তিতে চিত্ত নিরন্তর মলিন হইয়াছে তাহার যে জ্ঞানেচ্ছা সে অসতী। ইহা বৃহদারণ্যকের ভাষ্য টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা (নচৈতদধীত মপি বিদ্যা মা দদাতি) অশুদ্ধ বুদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা যাহার চিত্তশুদ্ধি হয়নাই তৎকর্ত্তৃক উপনিষৎ ও বেদ অধীত হইলেও জ্ঞানপ্রদান করেন না। সুতরাং সেইব্যক্তির সম্বন্ধে উপনিষদ্বিদ্যা অনধীতব্যা হয়েন। তদর্থে স্মৃতিও অনুকূলা হইয়াছেন। যথা (কষায়ৈক মভিপক্বে ততো জ্ঞানমিতি) তপঃকর্ম্মাদি ও কঠোর কঠোর ব্রতাদি দ্বারা ক্রমে পরিপক্ব হইলে পর পরমাত্মজ্ঞান আপনি জন্মে। জ্ঞান জন্মিলে এই উপনিষদের অর্থ আলোচনায় অধিকারী হয়। তথাহি।

> ক্রতুবিচারস্য ত্রৈবর্ণিক মাত্রেপি নিত্যত্বসিদ্ধেঃ কিং বা ব্রহ্মবিচারস্য ।০০০। অতো নিত্য ক্রতু বিচার ত্রৈবর্ণিক মাত্রস্যেতি। যতোঽকরণে প্রত্যবায় শ্রবণাৎ। ক্রতব ত্রৈবর্ণিকানাং নিত্যা অত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ানিষ্টমাহ। ব্রহ্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যৈব ইতি॥

যজ্ঞাদি কর্ম্মকরণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের নিত্য অধিকার হয়। এবং ত্রিবর্ণ শব্দে গৃহস্থ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ কেও বলে। অর্থাৎ ইহাঁরদিগের যজ্ঞাদিতে অধিকার আছে,

কেবল শূদ্রাদিরই অধিকার নাই। বেদোদিত যজ্ঞাদির অধিকারী যদি ব্রাহ্মণাদিরা হইলেন তবে বেদান্ত আলোচনায় পর ব্রহ্ম বিচারেঅধিকারী কেন না হয়েন। যে হেতু বেদে কর্ম্মব্রহ্ম উভয়কেই সমরূপে বর্ণন করিয়াছেন। উত্তর। ইহা সত্য, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন, যে গৃহী বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের বাহ্য যজ্ঞাধ্যয়ন মাত্রেই অধিকার ব্রহ্মবিচারে অনধিকার হয়, যে হেতু সন্ধ্যাবন্দনা ও পঞ্চযজ্ঞাদি নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণ হইতেছে। সুতরাং বলপূর্ব্বক তদনুষ্ঠানাদির অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মবিচারে প্রবর্ত্ত গৃহস্থের অনিষ্টোৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবিচারে কেবল পরমহংসেরই নিত্যাধিকার।

অকপটে পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যে গৃহস্থ পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, নতুবা সাধ্যানুসারিক সৎকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বেদাক্ষর পাঠ করিয়াই যে আপনাকে জ্ঞানীকহে তাহাকে রায়মহাশয়ের মত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন পণ্ডিত বা কোন সাধকই জ্ঞানী বলিযা স্বীকার করেন নাই এবং করেনও না, ও করিবেন না।

বিশেষতঃ মনুবচন প্রমাণে (যথোক্তান্যপিকর্ম্মাণি পরিহায় ইত্যাদি) যথোক্ত কর্ম্মসকল কে ত্যাগ করিয়া ও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের যত্ন করিবেন, এতদভিপ্রায়ে রায়মহাশয় লিখিয়াছিলেন, যে (বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম ত্যাগই যে করিবে এমৎ তাৎপর্য্যনহে।) ইহা স্বীকাব করিয়াও যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যাঘাৎকারী হইয়া জাতিধর্ম্মের আঘাত করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহার

স্বর্গাস্বাদন করিতে তিনিই নিপুন আর কেহই পটু নহেন। ফলিতার্থ তিনি আপনাকে তত্ত্বজ্ঞানী রূপে জানাইবার জন্য যত চত্তরতা করিয়াছিলেন সে সকল বিফল হইয়াছে অর্থাৎ যথার্থ বেদশাস্ত্রের প্রতি নির্ভর করিলে আপনাকে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বহির্ভূত ব্যতীত যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া কখনই প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন না।

বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মীর অবস্থাতেই ছিলেন তবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন্ বা নাকরুন্ সেকথা স্বতন্ত্র, এবং তাহাতেই বা অন্যের হানি কি ?।

শাস্ত্রের সার উপদেশই এই, যে যাবৎ জীব এই অনিত্য সংসারে আবৃত থাকে তাবৎ তাহার তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ নাই, ইহা পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন,। যথা কুলার্ণবতন্ত্রে

> যাবৎ কামাদি দীপ্যেত যাবৎ সংসার বাসনা। যাবদিন্দ্রিয় চাপল্যং তাবত্তত্ত্ব কথা কুতঃ॥ যাবৎ প্রযত্নবেগোঽস্তি যাবৎ সংকল্প কল্পনং। যাবন্ন মনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্ব কথা কুতঃ॥ যাবদ্দেহাভিমানঞ্চ মমতা যাবদেব হি। যাবন্ন গুরু কারুণ্যং তাবত্তত্ত্ব কথা কুতঃ॥ কুলার্ণবং।

যাবৎ শরীরে কামাদি দীপ্তিপাইতেছে, যেপর্য্যন্ত সংসার বাসনা দূর হয় নাই, যাবৎ ইন্দ্রিয়ের চাপল্য আছে, যাবৎ সমস্ত বিষয়ে প্রযত্নরূপ বেগ আছে, যে পর্য্যন্ত মনঃ সংকল্প রহিত হয় নাই, যাবৎ সম্যকরূপ দেহাভিমান আছে, যাবৎ মমতা আছে, যে পর্য্যন্ত গুরু কৃপা না হয় সে পর্য্যন্ত তত্ত্ব কথার সহিত সম্পর্ক কি?।

অতএব পণ্ডিতেরাই বিচার করিবেন যে এই সকল তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণ কি রায়মহাশয়ের শরীরে উদিত ছিল ?। ফলিতার্থ জিগীষায় বশ হইলে বিচারস্থলে সকলেই সকল বলিতে পারে, বস্তুতঃ তাঁহার চিত্ত এত সমাহিত হয় নাই এবং পরমাত্মজ্ঞানও এত সুলভ নহে যে তিনি যোগীদিগের চিরারাধনীয় তত্ত্বজ্ঞান কে অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন, যিনি অহরহ অপেয় পান, অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্যা গমন অকার্য্য করণ নিরন্তর সংসারে আসক্ত হইয়া শ্বরৃত্তি দ্বারা অর্থার্জ্জন এবং দিল্লীর বাদসাহের দৌত্যে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডদেশে অভিগমন করিয়াছিলেন তাঁহার চিত্ত যে রূপ সুসমাহিত হইয়াছিল তাহা ইহাতেই বিচ ক্ষণেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন। সুতরাং নন্দলালঠাকুর তাঁহাকে এ বিধায় ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কহিয়াছিলেন এতন্নিমিত্ত স্মৃতরায় মহাশয়ের উক্তিমত তাঁহাকে নিন্দকের মধ্যে নিন্দিত পুরুষ বলা যায় না, তবে নিন্দিত পুরুষ বলিতে পারিতাম যদি উক্ত রায়মহাশয় এ সকল দোষে লিপ্ত না থাকিতেন।

অতএব রায়মহাশয় জ্ঞানসাধনে অনধিকারী ছিলেন তাহাতে আর সংশয় মাত্রও নাই। যখন পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞানে অনধিকারী ছিলেন প্রতীয়মান হইল তখন আর অসংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া অসংপূর্ণ কর্ম্মীদিগের সহিত কিপ্রকারে তাঁহাকে তুল্য নির্দ্দোষী কহিতে পারা যায় ?।

যদিও অধিকার সম্বন্ধে কর্ম্মীরা প্রাতঃকৃত্য মূত্রপুরীষোৎসর্গ, স্নান দান সন্ধ্যাবন্দনা শ্রাদ্ধ তর্পণ বলিবৈশ্বাদি অতিথিসেবা এবং যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাস দেবার্চ্চনা প্রভৃতির কালানুসারে

নিয়ম্মিত নিয়মমত সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হউন্ তথাপি সাধ্যানুসারে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের ত্রুটি করেন না। অসাধ্যপক্ষে বা কোন কারণ বশে কোন কোন কর্ম্মের অকরণজন্য অসংপূর্ণতাবিধায় তদ্দোষের পরিহারার্থ যদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে অন্তরঙ্গ সাধন যে শম দম আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ তন্নিয়মাতিক্রমের প্রায়শ্চিত্ত কোনশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে তদ্দৃষ্টে তত্ত্বজ্ঞানীকে অসংপূর্ণ কর্ম্মীর সহিত সমরূপে বর্ণন করিয়া এ দৃষ্টান্ত দেওয়াও তাঁহার অযোগ্য হইয়াছে, যে হেতু রায়মহাশয়ের দ্বারা এই শমদমাদি অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে কোন এক অঙ্গও অনুষ্ঠিত হয় নাই। অতএব যাহার তত্ত্বজ্ঞান সাধনের কোন অনুষ্ঠানই হয় নাই সে যদি কর্ম্মীদিগের সহিত বাগ্বিচারে জয়ী হইবার ইচ্ছায় আপনাকে অসংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া তুল্য ধর্ম্মী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে তাহাকে পণ্ডিতেরা নিন্দিতের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

সে যাহাহউক্ রায়মহাশয়ের তত্ত্বজ্ঞান চর্চ্চা ছিল বা না ছিল তাহার প্রতি লক্ষ না করিয়া, তাঁহার এই বাক্যের প্রতি কিঞ্চিৎ বক্তব্য হইল, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হয়েন তাঁহাকেই সবল কহিতে হইবে, আর যাহারা তাহাতে শক্ত নহেন তাঁহারাই দুর্ব্বল, সুতরাং সবল দুর্ব্বল এতদুভয়ের কেবল ক্ষমতায় বিশেষ হয়, অর্থাৎ যাঁহারা সাধনার সম্যক্ অঙ্গকে অনুষ্ঠান করিতে পারেন তাঁহারাই সবলাধিকারী তদ্ভিন্ন সম্যক্ অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে অপারগ হইলেই দুর্ব্বলাধিকারী বলা যায়।

এতদ্বিধায় বেদাদি শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিকে সবল জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানকে তাঁহারদিগের ইচ্ছাধীন বলিয়াছেন। সেই তত্ত্ব জ্ঞানেচ্ছু হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ অনুষ্ঠানে অক্ষম হইলেই অসংপুর্ণ জ্ঞানাবলম্বী বলিতে হয়, সেই অসংপুর্ণ তত্ত্বজ্ঞাবলম্বী অর্থাৎ অর্দ্ধপ্রবুদ্ধব্যক্তি আপনাকে অশক্ত জানিয়া পুনর্ব্বার চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মাবলম্বন করিবেন। তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি কোন এক অঙ্গেরও অনুষ্ঠান করে না অথচ তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী বলায়, তাহাকেই ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী বলে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মী পদের বাচ্য না হইয়া কর্ম্মনাস্তিক পদের বাচ্য হয়।

অতএব মৃতরামমোহন রায় কোন কর্ম্মেই নিষ্ণাত ছিলেন না কিন্তু যোগসাধ্য দুরারাধ্য তত্ত্বজ্ঞানকে যখন বলপুর্ব্বক অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন তখনই তাঁহার ভাক্তত্ব প্রতি পন্ন হইয়াছে কি না ইহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করুন্।

যে মহাশয় শতশত সহস্র সহস্র বিষয় কার্য্যে সর্ব্বদা আবৃত এবং অহরহ বিবাদ বারিধি মধ্যে মগ্ন থাকিতেন তাঁহার যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আক্রমণ করা সে শুদ্ধ বামনের চন্দ্র গ্রহণ বৎ ভগবদ্বিড়ম্বনা মাত্র ॥ যাবৎ সংসারোচিত সমস্ত কার্য্যে বিরক্তি না জন্মে যাবৎ বিষয়ানুরাগ দুর না হয়, তাবৎ ব্রহ্ম জ্ঞানে অধিকারী নহে ॥ অর্থাৎ মন নির্ম্মল না হইলে হয় না। যথা (বিষয়স্বাভিরাগশ্চ মানসো মল উচ্যতে।) বিষয়ের প্রতি অনুরাগের নাম মানস মল। যাবৎ বিষয় বাসনাতে চিত্ত আসক্ত থাকে তাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না, যেমন মলিন দর্পণে রূপাবলোকন হইতে পারে না। অতএব তাবৎ কাল

আহুতির আবশ্যক হয়, তত্তৎকর্ম্ম ও আহুতির সমাপনকরতঃ পরিশেষে যে আহুতিপ্রদানে বহ্নি বিসর্জ্জনকরিতেহয় তাহাকেই পূর্ণাহুতিবলে, সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণাহুতি হইলেই সঙ্কল্পিতফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এতন্নিমিত্তেই শেষাহুতির প্রশংসা করিয়াছেন, নচেৎ যজ্ঞের অন্যান্যাঙ্গের অভাব হইলে পূর্ণাহুতিরও অভাব হইয়া যায়, কারণ যাহার আদৌ বহ্নিস্থাপন নাহয়, তাহার কোন আধারে পূর্ণাহুতি প্রদান হইবে? তদ্রূপ রায় জীউর উক্তিমত জ্ঞান প্রশংসাবাদে কর্ম্মত্যাগ করিলে কদাপি জ্ঞানলাভ হয়না, জ্ঞানোৎপাদক কর্ম্মের অকরণীয়ত্ব হইলে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগকথনেরমধ্যেও অর্জুনকে দৃঢ়রূপেকর্ম্মে সাবধান করিয়াছেন, কেননা জ্ঞানপ্রশংসা শ্রবণে পাছে অর্জ্জুনের চিত্ত মোহকলিলে আবৃতহইয়া কর্ম্মে অশ্রদ্ধা হয়, তথাহি "যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসিযৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণং ইতি,, হে অর্জ্জুন সংসার গতি প্রবাহক বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করিহ না, অযুক্তকর্ম্মী জ্ঞানাধিকারী নহে, তুমি যাগ যজ্ঞ দান ব্রত তপস্যা আহারাদি যে কোন কর্ম্মকর সে সকল কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিহ, যেহেতু মদর্পিত কর্ম্মফলে তোমাকে আবৃত করিতে পারিবে না, এতদর্থে গীতান্তরে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিয়াছেন,। যথা।

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
নতু স্বতন্ত্রাধ্রুবকার্য্যকারিণীবিদ্যানকিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষ্যতে। রামগীতা

কর্ম্মের অকরণে বেদে প্রত্যবায়উক্তহইয়াছে, অতএব মোক্ষেচ্ছুব্যক্তি ঈশ্বরে ফলার্পণকরতঃ শ্রুতি স্মৃতি উক্তকর্ম্ম সর্ব্বদাই করিবেন। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মবিদ্যা সাধনীয়া হয় এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেও কর্ম্মকরিবেক, তথাহি উক্ত টীকাকারস্ত " ব্রহ্মবিদাপি কিং কর্ম্মনাপেক্ষ্যতে অপি তু অপেক্ষ্যত ইতি,, ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান যাহার হয়

তাহার কি কর্ম্মের অপেক্ষা থাকেনা? অবশ্যই থাকে। যথা।

তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ, ইতি সাংখ্যসূত্রং।

জ্ঞানী কি কর্ম্মী উভয়েরপক্ষেই নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকরা কর্ত্তব্য, কিন্তু জ্ঞানীরপক্ষে বিশেষ এই যে কোনমতে ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মকর্ত্তব্য নহে। মোক্ষা কাঙ্ক্ষীব্যক্তি কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা চিত্ত শুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মেতে চিত্ত স্থৈর্য্য পর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন। কারণ, যাবৎ আত্মাভিমান দূর না হয় তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানে অধি কার হয়না। যথা।

যাবৎ শরীরাদিষু মায়য়াত্মধী স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্ম্মণাং। নেতী তিবাক্যৈ রখিলং নিষিধ্যতজ্জ্ঞাত্বা পরাত্মান মথত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥

রামগীতা।

অবিদ্যারূপা মায়াদ্বারা অনাত্মভূত শরীরাদিতে যে পর্য্যন্ত জীবের আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহংকর্ত্তা ইত্যাদি বুদ্ধি থাকে সেই পর্য্যন্ত বিধি বোধিত কর্ম্মের অধিকার আছে, পরে অহংবুদ্ধি নাশ হইলে জগৎকে মিথ্যারূপ নিশ্চয় জানিয়া সেই পরমা ত্মাকে পরম কারণ জ্ঞানে শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মকেই ত্যাগ করিবে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয় যে শব্দ স্পর্শাদি তাহাতে নিবর্ত্ত হইয়া আত্মাই পরম প্রাপ্যধন জানিয়া তাঁহাতে নিমগ্ন হইবে, ইহাতে শ্রুতি জানাইয়াছেন যে যেপর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যাহারকরিয়া ধ্যানস্থ না হইবে, সেপর্য্যন্ত যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কোনমতে ত্যাগ করিবেক না, যাবৎ বাহ্যবিষয়ক আত্ম পর জ্ঞান এবং আহার ব্যবহার বিত্তোপার্জ্জনাদির আবৃত্তি থাকিবে তাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে রামমোহন রায়ের কি এসকল বিষয়ে ভেদ দৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল! যে তন্নিমিত্ত তিনি কর্ম্ম কাণ্ড প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদ র্শন করিয়াছিলেন, বরং ইহাই অনুভব হয় যে স্বমতরক্ষার্থে

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উচ্ছেদকরাই তাঁহার মুখ্যতাৎপর্য্য ছিল, নচেৎ অসংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী হইলে কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন? আমিকর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাকার জ্ঞান না করিয়া কর্ত্তা কর্ম্ম করণ কারণ জগন্ময়একঈশ্বর এই অদ্বৈতজ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান যে করে সেই তত্ত্বজ্ঞানী, শুভাশুভ কর্ম্মে তাহাকেই আবরণ করিতে পারেনা। যথা

সদেকমেবাদ্বিতীয়মাত্মৈবেদংসর্ব্বমিত্যমুনোপমর্দ্দিত্বাৎ তস্মাদবিদ্যাদি দোষবত এবকর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে নাদ্বৈতজ্ঞানবতঃ অতএব হি বক্ষ্যতি। সর্ব্বএতে পুণ্যলোকা ভবন্তি। ব্রহ্মসংস্থমিতি। ছান্দোং শাঙ্করিভাষ্যং। অদ্বৈতাত্ম জ্ঞানস্য কর্ম্ম প্রবৃত্তি বিরোধিত্বে ফলিতমুপসংহরতি। তস্মাদিতি। অজ্ঞস্য কর্ম্ম বিধির্নত্বাত্ম জ্ঞানস্য ইতি। অত্রশ্রুতিঃ সংবাদয়তি অতএবেতি এতেপ্যাশ্রমিণঃ কর্ম্মাধিকৃতা ইতি যাবৎ। তথা ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানপ্রস্থশ্চইতি এতে কর্ম্মিণ স্তথা ব্রহ্মবিদপি কর্ম্মীচেৎ ন পৃথক্ ক্রিয়তে পৃথক্ করণাচ্চ ন তস্য কর্ম্মাবিধিরিতি যথোক্ত ব্রহ্মসংস্থইতি। আনন্দকৃতভাষ্যটীকায়াং।

আত্ম তত্ত্বজ্ঞানীর সম্বন্ধে জ্ঞানবিরোধি কর্ম্মেরপ্রবৃত্তি অসতী, এতদর্থে কর্ম্মফল সংহার করিয়া কহিয়াছেন, যে যদি কেহ এমত আশঙ্কা করেন, যে অজ্ঞানীরপক্ষে কর্ম্মবিধি, আত্ম তত্ত্ব জ্ঞানীর পক্ষে নহে. তন্নিরাসকরণে শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, যেমন গৃহস্থ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ইহাঁরা কর্ম্মী, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিও কর্ম্মী, আশ্রমচতুষ্টয়ের কর্ম্মানুষ্ঠানে পৃথক্‌বিধি কহেন নাই, যদি বল আশ্রম ত্রয়ের একপর্য্যায় উক্তিতে ব্রহ্মনিষ্ঠের পৃথক্‌ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, উত্তর! এতৎ পৃথক্ করণে কর্ম্মেরই দৃঢ়ত্ব জানাইয়াছেন, যে আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বরং আশ্রমত্রয়ের কর্ম্মাঙ্গেরচ্যুতিহইবার সম্ভব আছে, কিন্তু ব্রহ্মসংস্থব্যক্তি সবলাধিকারী, তাঁহাকে অস্খলিত রূপে কর্ম্মকরিতে হইবেক, ইহাতেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানাধিকারী যতি ব্যতীত গৃহস্থনহে, যদিও গৃহী ব্যক্তি ব্রহ্মানুশীলনে তৎপরহয়, তথাপি সে কর্ম্মী, আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগকরিতে পারেনা, কিন্তু কর্ম্মীদিগের হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী

অর্থাৎ পরমহংসের যে বিশেষ তাহা শ্রুতিসম্বাদ করিয়াছেন। যথা

ক্রিয়াকারক ফল ভেদোপমর্দ্দেন" সদেবসোম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয় মাত্মৈবেদং,, সর্ব্ব মিত্যেবমাদি বাক্য জনিতস্য বাধক প্রত্যয়ানুপপত্তেঃ কর্ম্মবিধিঃপ্রত্যয় ইতি। চেৎ ন কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বভাব বিজ্ঞানবত স্তজ্জনিত কর্ম্মফল রাগ দ্বেষাদি দোষবতঃ কর্ম্ম বিধানাৎ অধিগত সকল বেদার্থস্য কর্ম্মবিধানাৎ অদ্বৈত জ্ঞানবতোপি কর্ম্মইতি। ছাং শাঙ্করীভাষ্যং। নহি কর্ত্তাহ মিত্যাদি মিথ্যাধিয়ো রাগাদেশ্চাভাবে কর্ম্মবিধাত মশক্যং।০। অতো জ্ঞস্যকর্ম্ম বিধিপক্ষে নচেৎ প্রত্যয়ো বাধক প্রাপ্তভাবাৎ ইত্যর্থঃ।০০। তথাচাধ্যয়নবতঃ সর্ব্ব বেদার্থস্য যজেত ইতি কর্ম্মবিধানাৎ আত্মজ্ঞানস্যাপি কর্ম্মাঙ্গত্বং গম্যতে নচাত্মজ্ঞান মপরাধ্যতে অবিরোধাদিত্যর্থঃ।

আনন্দকৃতভাষ্যটীকায়াং

অহংকর্ত্তা ইত্যভিমানশূন্য হইয়া আত্ম তত্ত্বজ্ঞানীরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, ইহাতে এমত আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে এরূপ প্রত্যয় যাহার হয়, যে আমি কর্ত্তানহি, এবং জগৎও মিথ্যা, সকলই একআত্মা, তাহার সম্বন্ধে আত্মাভিলাষে বিরতি নিমিত্ত কর্ম্মানুরাগের অভাবে তদনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হইতে পারেনা, সুতরাং রাগ দ্বেষাদিযুক্ত অজ্ঞানীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান দৃষ্টে, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমানশূন্য আত্ম তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যয়বাধ অবশ্যই হইতেপারে, উত্তর এমত হইতে পারেনা, কারণ যাবৎ ইন্দ্রিয়াধীন শরীরধারণ করিতে হয় তাবৎ ভেদ প্রত্যয় হইতে মুক্ত হয়না, এবং অহস্কার স্বভাবে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাভিমানেরও বিচ্ছেদ নাই, অতএব কর্ম্ম ত্যাগ কিরূপে করিতে পারে।

পাষণ্ডপীড়ন. পুস্তকের ধনোপার্জ্জন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে মৃত রামমোহন রায় স্বকৃত পথ্যপ্রদানের ১১পৃষ্ঠায় লেখেন

"ধর্ম্মসংহারকের ধন ন্যায়োপার্জ্জিত অথবা অন্যায়োপার্জ্জিত হয় তাহা তিনিই বিশেষ জানেন, কিন্তু যেবৃত্তি ব্রাহ্মণের ধনোপার্জ্জনে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয় সেবৃত্তিদ্বারা ধর্ম্মসংহারক ধনোপার্জ্জন করিতেছেন কিনা? তাহা বিজ্ঞব্যক্তিরা এই লিখিত মনুবচন দৃষ্টিকরিবেন, যথা

(ঋতামৃতাভ্যাংজীবেত্তু মৃতে ন প্রমৃতেন বা সত্যানৃতাভ্যা মপিবা ন শ্বহৃত্যা কদাচন) ইত্যাদি,, । মনুঃ ।

মন্বাদি স্মৃত্যুক্ত বৃত্তি ব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্যবৃত্তিদ্বারা ধনো পার্জ্জনেরযে নিষেধ থাকুক কিন্তু অন্যায়ার্জ্জিত ধনদ্বারা যজ্ঞাদি সিদ্ধহয় ইহারপ্রমাণ মীমাংসাশাস্ত্রে যদ্যপি নাথাকিত তবে ন্যায়ার্জ্জিত ধনসম্পর্কে বাবু উমানন্দন ঠাকুরের প্রতি রায়জীউর ব্যঙ্গকরার সাফল্য হইত, যথা প্রমাণ "একত্র নির্দ্দিষ্টঃশাস্ত্রার্থো অন্যত্রাপি তথা বাধকাভাবাদিতি ন্যায়াৎ,, এই ন্যায় আছে যে একস্থানোক্ত শাস্ত্রপ্রমাণ অন্যস্থানেও উক্ত হয়, যদ্যপি তাহার কোন বাধক না থাকে, যেমন চৌর্য্য বৃত্তিদ্বারা লব্ধধনে যজ্ঞাদি সিদ্ধ হইতে পারেনা যেহেতু লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ তাহার বাধক কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহার নিষিদ্ধতাই সুস্থির হইয়াছে, তদ্রূপ স্ববৃত্তিদ্বারা অর্জ্জিতধনে যজ্ঞাদি সিদ্ধ হইতে পারেনা এমত নহে। যেহেতু শাস্ত্রান্তরে তাহার বাধক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে অন্যায়া র্জ্জিত ধনেও যজ্ঞাদি সিদ্ধহয়। যথা মীমাংসা দর্শনে।

অর্জ্জননিয়মস্য পুরুষার্থত্বাৎ তদতিক্রমেণার্জ্জিতেনাপি দ্রব্যেণ ক্রতু সিদ্ধির্ভবতি পুরুষস্যৈব নিয়মাতিক্রম দোষ ইতি।

ধনার্জ্জনের শাস্ত্রীয় নিয়মসকল পুরুষার্থ হয়, কিন্তু নিয়মাতি ক্রমার্জ্জিত ধনেও যজ্ঞ সিদ্ধি হইতে পারে কেবল নিয়মাতি ক্রম জন্য পুরুষের দোষভাগিতা মাত্র, তন্নিমিত্ত তাহার কর্ম্মী ত্বের কোন হানি হয় না, বিশেষতঃ স্ববৃত্তি অর্থাৎ পরকার্য্য করতঃ বেতন গ্রহণে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কদাপি জাতিভ্রষ্ট হয়না, তাহার প্রমাণ মহাভারতে প্রসিদ্ধ আছে, যে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপ অশ্বত্থামা প্রভৃতিরা রাজা দুর্য্যোধনের নিকট বেতন গ্রহনে সাংগ্রামিক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে কি দ্রোণা দির ব্রাহ্মণ্যের হানি হইয়াছিল, না ভরদ্বাজ তাঁহারদিগকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, বরং বিষ্ণুপুরাণীয়

প্রমাণে তাঁহারদিগকে কল্পান্তরে বেদ বিভক্তা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যথা

ভবিষ্যে দ্বাপরেচাপি দ্রোণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি। ব্যতীতে মম পুত্রেস্মিন্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নে মুনৌ॥ বিষ্ণুপুরাণং। ৩ অংশঃ।

মৈত্রেয়কে পরাশর কহিতেছেন, যে এই বর্ত্তমান দ্বাপরে মমপুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণমুনি বেদবিভক্তা হইয়াছেন, ইহাঁর পর ভবিষ্যকল্পের দ্বাপরে দ্রোণাচার্য্যেরপুত্র অশ্বত্থামা বেদাচার্য্য হইয়া বেদ বিভাগ করিবেন।

অতএব পণ্ডিতগণে বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবেন, যে নিয়মাতিক্রম বৃত্তিতে যদিও গৃহস্থব্রাহ্মণ ধন গ্রহণ করেন তাহাতে তিনি পতিত হয়েন না এবং তদ্ধনদ্বারা যজ্ঞাদি করিলেও অসিদ্ধ হয়না, পরাজ্ঞাবর্ত্তিরূপে ধন গ্রহণ করিলেই যদি পতিত এবং বেদগ্রহণে অনধিকারী হইত, তবে পরাজ্ঞাবহ হইয়া অশ্বত্থামাদি কিপ্রকারে বেদাচার্য্য হইবেন, অপিচ ৺বাবুনন্দলালেরপ্রতি শ্লেষবাক্যে পরিচারকভৃত্যন্যায় অন্যান্য কর্ম্মকৃৎ পুরুষকে রায়জীউ যে দাসশব্দে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যুক্তিতঃ এবংশাস্ত্রতঃ সঙ্গতহয়না,কারণ উপরিউক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে তাহার নিরাকরণ হইয়াছে, তবে ভারতোদিত যুধিষ্ঠিরপ্রতি ভীষ্ম দ্রোণাদির উক্তিকে যে প্রমাণ করেন "অর্থানাং পুরুষো দাস ইতি,, ইহা শুদ্ধ আক্ষেপোক্তি মাত্র, তাহা বিধিবাক্যরূপেগ্রহণকরাযায়না। কেননা রাজাদুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণাদিকে গুরু এবং পিতামহ ব্যতীত যে দাসবলিয়া উক্ত করিয়াছিলেন, ইহা কুত্রাপি দেখাইতে পারিবেননা। বরং ভগবদ্গীতায় আচার্য্য বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিলেন, যথা "পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূমিত্যাদি,, হে আচার্য্য পাণ্ডবদিগের প্রভূতসৈন্য দর্শন করুন, ফলিতার্থ বেতনগ্রহণকরিলেই যদি দাসশব্দ বাচ্য হয়,তবে দুর্য্যোধন দ্রোণাদিকে আচার্য্যবলিয়া স্বীকার করিতেন না, বস্তুতস্তু তাবৎ শাস্ত্রেরই প্রায় কোন২ স্থানে শাসনবাক্য কোন২স্থানে বিধিবাক্য এবং কোথাও হেতুবাদ কোনস্থলে প্রশংসাবাদ

বর্ণিত হইয়াছে, ফলে শাস্ত্রান্তরে বাধক ব্যতীত যে বিধি বাক্যের প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ লিখিতেছি, যথা মনুঃ "ন মদ্যপানে দোষোক্তি ন মাংসে নচ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভুতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা,, অর্থাৎ মদ্যপানে এবং মাংসভক্ষণে ও মৈথুনের প্রবৃত্তিতে দোষোৎপত্তি হয়না কিন্তু নিবৃত্তি হইলে মহাফল হয়, ইহাতে সদা সর্ব্বদা সর্ব্বাব স্থায় প্রবৃত্তি হইলেই কি মদ্য মাংস ভক্ষণে এবং মৈথুনকর্ম্মে আবৃত হইবে এমতনহে, যেহেতু শাস্ত্রান্তরে বাধক দৃষ্ট হই তেছে, যথা "মদ্যমদেয় মপেয় মগ্রাহ্যং,, এবং " মৈথুনং নাচরেদিতি,, তথা "মাংসং ন ভক্ষেৎ,, এই সকল প্রমাণ সত্ত্বে তত্তৎকর্ম্ম অকর্ত্তব্য কিন্তু মনুবাক্যও মিথ্যানহে, ইহা অধিকার বিষয়ে ব্যাখ্যা করা মাত্র, যথা " সৌত্রমণ্যাং সুরাং পিবেদিতি,, বেদে উক্ত করিয়াছেন, যে সৌত্রামণী যাগে ব্রাহ্মণে সুরাপান করিলে দোষনাই, তথা পশুযাগে মাংস ভক্ষণে দোষনাই, ও বামদেব্যবিদ্যায় অর্থাৎ শক্তিসহ জপাদিকালে মৈথুন প্রবৃত্তিতে দোষাভাব, কিন্তু তাহা না করিলে ফলাধিক্য হয়, বিজ্ঞজনে বিবেচনা করিবেন, যে এই সকল প্রমাণদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে, যে চৌর্য্যাদি বৃত্তি দ্বারা অর্জ্জিতধনে যদ্রূপযজ্ঞাদিঅসিদ্ধহয়, শ্ববৃত্তিদ্বারা অর্জ্জিত ধনে তদ্রূপ যজ্ঞাদি অসিদ্ধহইতেপারেনা, ইহাতে রামমোহন রায় যে বাবু উমানন্দন ঠাকুরের প্রতি শ্লেষবাক্য বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ হয়নাই ? সাধু মহাশয়রা বিচার করিবেন যে গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণের উৎ কৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কর্ম্ম করণ নিমিত্ত শুদ্ধ মান্য মানকত্তার ন্যুনাতিরিক্ততা মাত্র,বাস্তব তাহাতে ব্রাহ্মণ্যের কোন হানি হয়না। কিন্তু কর্ম্মত্যাগীতত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠব্যক্তি শ্ববৃত্তিদ্বারা ধনোপা র্জ্জন জন্য আশ্রমভ্রষ্টরূপে পরিগণিতহয়,যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রেই এরূপ সংবাদ আছে যে আশ্রমভ্রষ্ট পতিত হয়, এবং বর্ত্তমান

কালেও দৃষ্ট হইতেছে, যে যোগভ্রষ্ট অসৎকর্ম্মী যুগীনামে খ্যাত একজাতি হইয়াছে, তাহারদিগকে যবনবৎ সল্লোকেরা স্পর্শও করেন না, কিন্তু রায়জীউর লিপিকৌশলে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, যিনি জনসমাজে আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানীরূপে জানাইবারজন্য নিরন্তর ব্যগ্রছিলেন, অথচ আজন্মপর্য্যন্ত শ্ববৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ পরবেতনভুক্ হইয়া কাল যাপন করিয়া চরমাবস্থায়. ধনলোভে দ্বীপান্তরে মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তিনি যে বাবু উমানন্দন ঠাকুরের উপ লক্ষে কর্ম্মীদিগের ধনোপার্জ্জন বিষয়ে কটাক্ষ করিয়াছিলেন ইহাও কি তাঁহারপক্ষে প্রগাঢ় পক্ষপাতের কারণ নহে, অপর পথ্যপ্রদান পুস্তকের ১৪পৃষ্ঠা অবধি ১৭পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শূদ্রযাজন বিষয়ে যে প্রত্যুত্তর করিয়াছেন, তাঁহাতে উভয়পক্ষেরই পক্ষ পাত প্রকাশ হইয়াছে, কারণ বাবু উমানন্দন ঠাকুর শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণকে এককালেই যে নির্দ্দোষী বলিয়া জানাইয়াছিলেন ইহা শাস্ত্রসিদ্ধহয়নাই,এবংরায়জীউ যে শূদ্রযাজীবলিয়াই সকল ব্রাহ্মণকেজাতিভ্রষ্টকহিয়াছিলেন তাহাওশাস্ত্রতঃএবংলোকতঃ উভয়মতেই বিরুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাতে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টকর্ম্মানু রোধে যে ন্যুনাতিরেক হউক কিন্তু শূদ্রযাজন করিলেই যে ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট হয় এমত তাৎপর্য্য নহে। শ্রোত্রিয়দিগের সৎশূদ্র যাজনের বিধি শাস্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হইতেছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতিত্রয়ের পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণ করিবেন, তাহাতেও যদি ভরণ পোষণ না হয়, তবে "পোষার্থং শূদ্রমেকংযাজয়েদিতি,, অর্থাৎ আত্মপোষার্থএকশূদ্রকেওযাজন করিতে পারে, কিন্তু অসৎশূদ্রযাজনে জাতিভ্রষ্ট হয়, তাহার সহিত কোন শ্রোত্রিয় আহার ব্যবহার করেন না, তবে "যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈ র্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ। তাবতো ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকং,, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ যত

ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করে সে সকল ব্রাহ্মণেতে দান করিলে দাতার শ্রাদ্ধীয়ফল প্রাপ্তি হয় না, এই মনুবচন অসচ্ছূদ্র প্রতিগ্রাহী পতিত অর্থাৎ বর্ণব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল হয়। ইহা ন্যায়জী বিবেচনা না করিয়া সাধারণশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণেরপক্ষে যে প্রমাণ করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়াছে, মনুর টীকাকার কুল্লূকভট্ট বিশেষ করিয়া না লিখুন কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় অসৎশূদ্র অন্ত্যজাদি পর, কেন না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিজাতি ভিন্ন জাতিনাই, সুতরাং সৎশূদ্রাবধি ম্লেচ্ছপর্য্যন্তের শূদ্রসংজ্ঞা, ইহাতে সৎশূদ্র ও যবন ম্লেচ্ছাদির কি বিশেষ করা যাইবেক না? শূদ্রযাজী বলিলেই কি ম্লেচ্ছাদির যাজনকরা সিদ্ধ হইবে? তবে পাষণ্ডপীড়নের উত্তরপ্রদাতার মতে হইতে পারে, কুল্লূকভট্টের ভবিষ্যজ্ঞান যদি থাকিত; যে মহাত্মা রামমোহনরায় জন্মিবেন তবে তৎকালে টীকারমধ্যে বিশেষ করিয়া লিখিতেন, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণীয় বেণোপাখ্যানে সৎশূদ্র যাজনে ব্রাহ্মণের বিধি আছে। যথা

ষট্‌ত্রিংশৎ জাতয়স্ত্বেতেসাধিকাঃ কথিতাস্তব। এতেষু বিংশতীনাঞ্চ পৌরোহিত্যাঃ শ্রোত্রিয়া দ্বিজ। চতুর্ভ্য এব বর্ণেভ্যো যে জাতা স্তে কিলোত্তমাঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং॥

জাবালিকে বেদব্যাস কহিয়াছেন, হে দ্বিজ এই বর্ণচতুষ্টয় এবং সাধিক ষট্‌ত্রিংশৎজাতি তোমাকে কহিলাম, কিন্তু এই সকল জাতিরমধ্যে সচ্ছূদ্রবিংশতিজাতির বেদদর্শী ব্রাহ্মণেরা পৌরহিত্যকরিবেন,করিলেওপতিতহইবেন না,তদিতরজাতির যাজন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত ও বেদে অনধিকারী হয়েন, ব্রাহ্মণেরা তাহারদিগকে স্বপংক্তিতে গ্রহণ করিবেন না, অতএব পণ্ডিতগণে বিচার করিবেন, যে রায়মহাত্মার লিপি প্রমাণে সচ্ছূদ্রাদি ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত কি শূদ্রবৎ গ্রহণ করা যাইবেক, না ম্লেচ্ছান্নভোগীও শূদ্রযাজী তুল্যরূপে পরিগৃহীত হই

বেক? অবৈধ অর্থাৎ অযজ্ঞীয় মাংস ভক্ষণে নিষেধ কিন্তু যদি কেহ অযজ্ঞীয় ছাগাদিমাংস ভক্ষণ করে তবে কি তাহারপক্ষে গোমাংস ভক্ষণের বিধিহইবেক? অতএব রায়মহাশয়ের উল্লেখিত শূদ্রযাজিত্ব দোষ ও নিয়মাতিক্রমার্জিত ধনে যজ্ঞাদির অসিদ্ধতা এবং পর বেতন গ্রহণজন্য দাসাপবাদের নিরাস হইল কি না তাহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন। অতঃপর ১৩।১৪ পৃষ্ঠায় কর্ম্মিবৎ আপনার দোষ মার্জ্জনার্থে ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন। যথা

" কর্ম্মীদের প্রতি যে কর্ম্মে পাতিত্য ও অধমত্ব কথন আছে অর্থাৎ এ কর্ম্ম করিলে কর্ম্মীপতিত হয়, তাহার স্পষ্টার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সংহারক কহেন, এস্থলে পতিত হওন তাৎপর্য্য নহে কিন্তু ঐ ক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ দোষ কথন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হয়। আর জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি কোন অবিহিত কর্ম্ম করিলে যে দোষ শ্রবণ আছে সে সকল বাক্যের স্পষ্টার্থ ই গ্রহণ করেন কিন্তু তাহার ও তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ দোষ কথনহয় ইহা কদাপি স্বীকার করেন না এরূপ পক্ষ পাতাধীনব্যবস্থা পণ্ডিতের আদরণীয় হয় কি না তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন ॥

এ ব্যবস্থাকে পক্ষপাতাধীন কহিতে পারাযায়না, কারণ কর্ম্মীদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারণজন্য যে সকল শাসনপর বচন প্রয়োগ হইয়াছে সে সকল বচনার্থে কিঞ্চিৎ দোষ শ্রবণ মাত্র, নচেৎ এককালে যে পতিত হয় এমত যুক্তি শাস্ত্র সিদ্ধনহে।

তবে জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি অবিহিত কর্ম্ম করিলে যে দোষ শ্রবণ আছে, তাহার স্পষ্টার্থ ব্যতীত (কিঞ্চিৎ দোষ কথন হয়) এমত স্বীকারকরা যাইতে পারেনা; যেহেতু কর্ম্মী হইতে জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক সর্ব্বাধিকারীহয়, তাঁহার দ্বারা অবিহিত কর্ম্ম কদাপি সম্পন্ন হয়না, বিশেষতঃ অবিহিত কর্ম্মকারী ব্যক্তি জ্ঞানসোপানে আরোহণ করিতেও পারেনা, অধিক বা অল্পই হউক জ্ঞাননিষ্ঠব্যক্তি দোষাশ্রিতকর্ম্মকরিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়, শমদমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ জ্ঞাননিষ্ঠদের অন্তরঙ্গ সাধন,

তাহার স্পষ্টার্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই কি জ্ঞাননিষ্ঠ হয়, অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক কুম্ভক রেচকাদি দ্বারা প্রাণবায়ুর সংযম, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ, ইত্যাদি বাক্যের স্পষ্টার্থ গ্রহণ না করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করায় কি পক্ষপাত দোষ স্পর্শ হয়না? রায়মহাত্মার ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল, যে সবলাধিকারীদিগের পক্ষে যদি এমত সুলভানুষ্ঠান হয় তবে দুর্ব্বলাধিকারীদিগেরপ্রতিশাস্ত্রে এরূপ কঠিন সাধ্য কর্ম্মের অনুশাসন কেন করিয়াছেন, এবং জ্ঞাননিষ্ঠ হইতেই বা কর্ম্মীরা দুর্ব্বল কেন হইবেন। ফলিতার্থ কর্ম্মীদের ন্যায় জ্ঞাননিষ্ঠদের ব্যবস্থা সংগত হয়না, ইহার অনেক প্রমাণ শ্রুতি স্মৃতি এবং ঋগ্বেদানুক্রমণিকাতে ধৃত করিয়াছেন। পুস্তক বাহুল্যভয়ে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, যদিও রায়ের লিপির উত্তরকরিবার প্রয়োজন না হউক তথাপি তাঁহারচরিত্র বর্ণনকরা একালের মুখ্যতাৎপর্য্য হইয়াছে, অধিকার বিষয়ে স্পষ্টার্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করার নিমিত্তে পক্ষপাতী বলিয়া উম্মানন্দন ঠাকুরকে যে ইঙ্গিতকরেন তাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় এই যে যদ্রূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্যলইয়া কর্ম্মীরা নির্দ্দোষী হইতেচাহেন আমিওতদ্রূপ নির্দ্দোষীহইব, বা স্পষ্টার্থগ্রহণে সকলেই পতিতহইব, ইহাতে বক্তব্যএই যে রায়জীউ যদ্যপি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যপ্রতি নিতান্তই নির্ভর করিতেন, তবে তিনি কর্ম্মত্যাগকরিয়া ভঙ্গীক্রমে আপনাকে জ্ঞাননিষ্ঠ জানাইতে পারিতেন না, কেননা জ্ঞানোপযোগি শমদমাদি কোনসাধনই করেন নাই, কেবল পরব্রহ্ম জগতের কারণ এই তাৎপর্য্য লইয়াই কর্ম্মকাণ্ডকেউচ্ছিন্নকরিয়াছিলেন, ইহাপণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন, যে পক্ষপাতাধীন ব্যবস্থায় রায়মহাত্মাই গোলযোগ করিয়া স্বল্প মেধাবীদিগেরে সর্ব্বনাশ করিয়াগিয়াছেন, অতএব সাধারণেরবোধার্থ রায়জীউর যে পক্ষপাতধর্ম্ম তাহা

প্রকাশ করিতেছি, “অপাণি পাদো জবন গৃহীতা ইত্যাদি,, শ্রুতির স্পষ্টার্থগ্রহণে যখন পরব্রহ্মকে নিরাকারকহিয়াছেন, তখন “সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইতি,, এবং “অনেকবাহূদর নেত্রবক্ত্র ইতি,, “ সর্ব্বতঃপাণিপাদস্তইত্যাদি,, শ্রুতিরও কি স্পষ্টার্থ গ্রহণকরা উচিত্‌ছিলনা? যদ্রূপ“অরূপ মস্পর্শমশব্দইত্যাদি,, শ্রুতির স্পষ্টার্থলইয়াছিলেন, তদ্রূপ, “সর্ব্বরূপ সর্ব্বরস সর্ব্ব গন্ধো জরামরইত্যাদি,, এবং কাঠকাদি শ্রুত্যুক্ত “ আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানোযাতিসর্ব্বত ইতি,, শ্রুতির স্পষ্টার্থ লওয়াও কি উচিতহয়নাই?(হিরণ্যবর্ণপুরুষ হিরণ শ্মশ্রুআপ্রণখ) ইত্যাদি বাক্যের স্পষ্টার্থ গ্রহণে কেন সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বসম্মতহিরণ্যশব্দের স্পষ্টার্থ(সুবর্ণ) তাহা না লইয়া তেজঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ও নিস্তার নাই যেহেতু তেজঃ শব্দের স্পষ্টার্থ অগ্নি, সুতরাং তেজ মান্য করিলেও রূপমান্য করিতেহয় এস্থলে নিরর্থক গোলযোগ করিয়া স্বাভিপ্রায়ানুরোধে সাকার খণ্ডনার্থ লিপিপ্রকাশ করাতেও কি রায়জীকে পক্ষপাতী বলাসঙ্গত হয়না!

পাষণ্ড পীড়ন গ্রন্থকর্ত্তা লেখেন যে বিষ্ণুস্মরণ মাত্রেই সর্ব্ব পাপে বিমুক্ত হইয়া পবিত্র হয় তদর্থে মন্ত্রাত্মক বচন প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা (অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাংগতো পিবা। যঃস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ) এই বচনোত্তরে রামমোহন রায় স্বকৃত পথ্যপ্রদান পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় লেখেন।

“ যদি এইবচন দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠায়ির অপবিত্রতা ও সংস্কারের ত্রুটিজন্য দোষ নিবৃত্তিহয় এমত স্বীকারকরেন, তবে জ্ঞানানুষ্ঠায়িদের দোষ ক্ষালনের বিষয়ে যে সকল বচন আছে, তাহাতে ও তাঁহাদের ত্রুটি মার্জ্জনার কারণ অঙ্গীকার করিতেহইবেক। যোগশাস্ত্রে (সোহংহংসঃ সকৃদ্ধ্যাত্বা সুকৃতো দুষ্কৃতোপিবা। বিধূতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে) সুকৃত কি দুষ্কৃত ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যজ্ঞান ও জীবব্রহ্মের ঐক্যভাব একবার করিলে ও সাধক সর্ব্বপাপ ক্ষয় পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়,,”

যদিও এসকল বচন শাস্ত্রসিদ্ধ বটে তথাপি তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে উভয় পক্ষের পরস্পর পক্ষপাতিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিরা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্রতের অগ্রেই (অপবিত্র ইতি) বচনপাঠে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া থাকেন, যদ্যপি ঐবচন পাঠেই সাক্ষাৎ পাপক্ষয় হইত তবে পাঠানন্তরে চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের প্রয়োজন থাকিত না, সুতরাং এসকল বচনকে প্রশংসাবাদ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তদ্রূপ রায়জীর উক্তিমত জীব ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা ক্ষণকাল করিলেই যদ্যপি সাক্ষাৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় তবে কর্ম্মীদিগকে দুর্ব্বলাধিকারী বলিয়া কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে সবলাধিকারী বলা যায়না, যেহেতু কর্ম্মী মাত্রেই অহরহ আহ্নিক কালে ভূতশুদ্ধ্যর্থ সোহং হংসঃ অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের ঐক্যভাব চিন্তাকরিয়া থাকেন, ইহাতে যে রায়মহাত্মা কর্ম্মীদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মোচ্ছেদক কহিতে কে সঙ্কুচিত হইবে? অতএব বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিবেন, এই সকল বাক্য স্তব্যর্থে প্রয়োগ হইয়াছে কি না? বাস্তব রায়জীউ যৎকালীন শাস্ত্র বিচারে নিরুপায় হইতেন তৎকালীন যোগশাস্ত্রের কি কুলার্ণবাদি তন্ত্রের দুই একটি বচনকে অবলম্বন করিয়া আপনার দোষ মার্জনার্থে প্রয়াস পাইতেন, অথচ তত্তৎ শাস্ত্রানুযায়ী কোন কর্ম্মেরই যাজন করেন নাই, সে যাহাহউক্ বরং বাচনিক বিষ্ণুস্মরণে কর্ম্মীদিগের পাপক্ষয় হইতে পারে, যেহেতু নাম-মাহাত্ম্যকে সর্ব্বশাস্ত্রেই উৎকৃষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু জীব ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তা বাচিক নহে, যথার্থ রূপে চিত্ত সমাহিত হইলেপর জীব ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তা সিদ্ধ হয়, রায়জীউর আধারে যাহা থাকুক কিন্তু তাবৎ ধর্ম্মই যে তুণ্ডাগ্রে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কর্ম্মীদিগের ন্যায় জ্ঞানীদিগের দুষ্কৃতি ক্ষালনার্থ জ্ঞানাভি

মানী রামমোহন রায় পথ্যপ্রদান পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় লেখেন।

"বস্তুত অধিকার ভেদে পাপক্ষয়ের উপায় ও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ ভগবান কৃষ্ণ গীতার চতুর্থাধ্যায়ে যাহাতে স্তুতিবাদের আশঙ্কা নাই, পঞ্চ বিংশতি শ্লোক অবধি একত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, ভগবদ্গীতা পুস্তক সর্ব্বত্র সুলভ এইনিমিত্ত এবং এগ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে মূল শ্লোক না লিখিয়া তাহার অর্থ লিখিতেছি,,॥

এতল্লিপি প্রমাণে রায়জীর অভিপ্রায় এই যে যদ্রূপ কর্ম্মী ব্যক্তিরা কর্ম্মযোগে আত্ম পাপ ক্ষয় করেন, তদ্রূপ জ্ঞানিরাও জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ এবং নৈষ্ঠিকযোগ প্রভৃতিদ্বারা আত্ম পাপক্ষালনে সমর্থ হয়েন, অতএব জ্ঞানযোগ প্রভাবে আমার দুষ্কৃতি উত্থানের সম্ভব কি ? রায়জী বাক্য প্রয়োগে যদ্রূপ পটু ছিলেন যোগানুষ্ঠানে তদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই; গীতোক্ত যোগ জ্ঞানাদি অনুষ্ঠায়ি ব্যক্তির দুষ্কৃতি উৎপত্তি হয়না বটে, কিন্তু তদনুষ্ঠানের ত্রুটিজন্য যে পাতকোৎপত্তি হয় তৎ প্রায়শ্চিত্তের কি উপায় স্থির করিয়াছিলেন, যদ্রূপ অসংপূর্ণ কর্ম্মীরপক্ষে ব্যবস্থা আছে তদ্রূপ অসংপুর্ণ জ্ঞানীর দুরিত ক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়না, যদিও রায়জী অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপনে চেষ্টিত ছিলেন, তথাপি আপনাকে অসংপুর্ণ ব্যতীত কদাপি সংপুর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাহা উক্ত পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় ৬পংক্তিতে আপনিই অঙ্গীকার করিয়াছেন, " আপন ধর্ম্মের সম্যগনুষ্ঠানে অসমর্থ এ নিমিত্ত মনস্তাপবিশিষ্ট হই;, ভগবদ্গীতার শ্লোকার্থ প্রকাশ করায় রায়জীর কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য হয়নাই,কারণ ঐগীতোক্ত কোন অনুষ্ঠানেই তিনি তৎপর ছিলেন না. যেহেতু উক্ত গীতার ২৫ শ্লোকাবধি ৩১শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞকথনের উল্লেখে আদৌ ২৫ শ্লোকের অর্থে লেখেন, "কোন২ ব্যক্তি কর্ম্মযোগী

তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতাকেই যজন করেন, আর কোনং ব্যক্তি জ্ঞানযোগী তাঁহারা "ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞদ্বারা হবন করেন,, রায়জীর কৃত শ্লোকার্থে এরূপ অভিপ্রায় ভাসমান হইয়াছে যে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান না করিয়া শুদ্ধ প্রথমাবধি জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে পারে তাহারপক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান কোনকালেই অনুষ্ঠেয় হয়না, এবং কর্ম্মীদিগেরও কর্ম্মেতেই মোক্ষলাভ হইতে পারে জ্ঞানানুষ্ঠানের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকেনা, বিশেষত যদ্রূপ শেষ শ্লোকোক্ত "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ ইত্যাদি,, অর্থাৎ যজ্ঞাবসানকালে অমৃতরূপ বিহিতান্ন ভোজনের ফলজ্ঞান যোগীদিগের ভিক্ষালাভে সিদ্ধহইয়াছে, তদ্রূপ দেবার্চ্চক দিগেরও অমৃতান্নরূপ পুজাবসানকালে দেব প্রসাদ ভোজনেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, সুতরাং জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয় সাধকেরই পরস্পর মুক্তি প্রাপনে সমান ফল প্রতিপন্ন হইল, ইহাতে কর্ম্মী হইতে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ যে শাস্ত্রে বলে, রায়ের মতে সে শাস্ত্রের সঙ্কোচ হয় কি না? ইহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন, ফলে শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিলে তাহার যথার্থ অর্থ নির্গত হইতে পারেনা।

অতএব এই দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞকে ক্রম মুক্ত্যুপায় জন্য অধিকারান্তর ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি রূপে অধিকৃত করিয়া কহিয়াছেন, বস্তুত ইহার এক যজ্ঞ দ্বারাই যে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় এমত তাৎপর্য্য নহে, এক সাধকদ্বারা ক্রমে এই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর পরিশেষে ব্রহ্মৈক্যাত্ম জ্ঞান দ্বারা পরমা নির্ব্বৃতিকে প্রাপ্তহয়, ইহা ভগবদ্গীতা ভাষ্যপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আশু বোধগম্য হইবে এতন্নিমিত্ত উক্ত ২৫ শ্লোক ও তদ্ভাষ্যানুযায়ী অর্থ প্রকাশ করতঃ বিজ্ঞাপন করিতেছি। যথা

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপ জুহ্বতি। ২৫। গীতা

কোন২ কর্ম্মযোগী ব্যক্তিরা ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা করেন অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাস জ্যোতিষ্টোমাদি দ্রব্যময় যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয় পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাকেই কর্ম্মযজ্ঞ কহে, এতৎ কর্ম্মযজ্ঞদ্বারা ক্রমে অন্তঃকরণ শুদ্ধহইলেপর জ্ঞান যজ্ঞের অধিকার হয়, সুতরাং কর্ম্মযজ্ঞকে গৌণ ব্যাখ্যা করেন, উত্তরার্দ্ধ শ্লোকে জ্ঞানযজ্ঞ ব্যাখ্যা করিতেছেন, কোন২ জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তিরা ব্রহ্মকে অগ্নিরূপ জানিয়া ব্রহ্মরূপ তাবৎ বস্তুকে তাহাতে ঘৃতবৎ আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ সেই অদ্বৈত ব্রহ্মপদার্থ তদতিরিক্ত বস্তুর অভাব ইত্যাকার জ্ঞানে সমস্ত ভেদ প্রত্যয় রহিত হইয়া তাবৎকর্ম্ম ব্রহ্মেতে অর্পণ করার নাম জ্ঞানযজ্ঞ, যেহেতু যজ্ঞশব্দ আত্মার নাম নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি ব্যাখ্যা করিরাছেন, অপিচ শ্লোকের মধ্যে এব শব্দদ্বয় প্রয়োগে ভেদাভেদ ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ যাবৎ ব্রহ্মেতরবস্তু জ্ঞান থাকে তাবৎ কর্ম্মযজ্ঞের অধিকার, পরে জীব ব্রহ্মের অভেদ দর্শনকে যজ্ঞত্বে সম্পাদন করতঃ বিষয় সংসর্গত্যাগী তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিরা জ্ঞানযজ্ঞকে সম্পন্ন করেন, কিন্তু সংসারাসক্তব্যক্তির ভেদ প্রত্যয়ের বাধ হয়না একারণ তাঁহার দিগের সম্বন্ধে কর্ম্মযোগই কর্ত্তব্য। ২৫॥

অপর পথ্যপ্রদান পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় ২৬ শ্লোকের অর্থ লিখিয়াছেন, যে "কোন২ ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে হবন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া প্রাধান্যরূপে সংযমের অনুষ্ঠানে স্থিতি করেন। অন্য২ গৃহস্থেরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে হবন করেন অর্থাৎ বিষয় ভোগ কালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ই করে এই নিশ্চয় করেন,, রায়জী এতৎ শ্লোকার্থ প্রকাশে এই অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়কর্ম্ম সম্পন্ন করি, সুতরাং আমারদিগকে বৈধা

বৈধ কোন কর্ম্মই আবরণ করিতে পারেনা, ইহাতে বক্তব্য এই যে রায়জী যে অভিপ্রায়ে শ্লোকার্থ লিখিয়াছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তদভিপ্রায়ে কহেন নাই, যে যথেচ্ছা পূর্ব্বক বিষয় ভোগ করিয়া মুখে আত্মাকে নির্লিপ্ত কহিলেই তদ্যজ্ঞ সিদ্ধি হইবে, ইন্দ্রিয় যজ্ঞ কথনের এই অভিপ্রায় যে তাবৎ কর্ম্মে অনাসক্ত অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি রহিত, এবং লাভালাভে হর্ষ বিষাদশূন্য সুখ দুঃখে সমানজ্ঞান হইলে ইন্দ্রিয়যজ্ঞসুসিদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে রামমোহনরায়ের কি এতাদৃশ চিত্তশুদ্ধ হইয়াছিল, যে তদ্দ্বারা ঈর্ষা অসূয়া দম্ভ অহংকার লাভঅপচয়াদি তাবৎ সাংসারিককর্ম্মে অনাসক্তছিলেন, বিশেষতঃ তিনি যে মহা অহঙ্কারী ও দাম্ভিক এবং প্রগাঢ়ক্রোধী ছিলেন, তাহার প্রমাণস্থল তৎকৃত ঐ পথ্যপ্রদানপুস্তকই হয়, যেহেতু তাঁহাতে ক্রোধ প্রকাশকরিবার কোন অপেক্ষা করেন নাই, অতএব ইন্দ্রিয়যজ্ঞে অধিকার শুদ্ধ বাক্যে হইতে পারে না, তন্নিমিত্তে ঐ গীতার ২৬ শ্লোক ভাষ্যার্থের সহিত প্রকাশ করিতেছি। যথা

"শ্রোত্রাদীনিন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। ২৬ গীতা।

ভাষ্যানুসারি ব্যাখ্যা এই যে দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ বহির্যজ্ঞানন্তর গৌণ মুখ্যত্বে যজ্ঞদ্বয় দর্শন করাইতেছেন, "বেদোক্ত মঙ্গলসাধন যে সকলকর্ম্ম তাহাকে যজ্ঞত্বে সম্পাদন করতঃ অন্তর্যজ্ঞাধিকারে ইন্দ্রিয়প্রত্যাহার দ্বারা তৎসাধকেরা শ্রোত্রাদিজ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমরূপ অগ্নিতে হবন করেন। অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ববিষয় হইতে প্রত্যাকৃত হয়, তাহার সম্বন্ধে সমস্ত ক্লেশ নিবৃত্তি পূর্ব্বক আত্মার সহিত চিত্তের একরূপ হইয়া যায়, সুতরাং প্রত্যাহার ধারণা

ধ্যান সমাধি যোগাঙ্গ চতুষ্টয়কে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ হেতুক সংযমাগ্নিরূপ যজ্ঞকে মুখ্যত্বে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উত্তরার্দ্ধে ব্যাখ্যা করেন যে এতদবস্থার অতিপূর্ব্ব যৎকালে যোগানুষ্ঠানের কোন সঙ্গতি নাই তৎকালে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহারোপায় সিদ্ধ্যর্থে ইন্দ্রিয় যজ্ঞ নষ্ট করেন, অর্থাৎ রজোগুণ প্রেরিত চিত্ত ইন্দ্রিয়বশে ভ্রাম্যমানহয়,সুতরাংইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধকরা তৎকালেসুসাধ্যনহে,অতএবতদধিকারকে ব্যক্তিসংজ্ঞায়উল্লেখ করতঃ কহিয়াছেন যে যদ্যপি কাহার চিত্ত সমাধ্যবস্থায় প্রবেশিত না হয় তবে তাহার উত্থানাবস্থায় ইন্দ্রিয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য হয়, অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি রহিত হইয়া বিষয় ভোগ কালে অনাসক্তরূপে তত্তৎ কর্ম্ম সম্পাদন করা, শ্রোত্রাদি দ্বারা অবিরুদ্ধ (শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত) বিষয় গ্রহণে স্পৃহা শূন্য হইলেই তাহারদিগের হোম সিদ্ধ হয়, ইহা বাক্যে কহিলেই সিদ্ধ হইতেপারেনা যেহেতু অহংকর্ত্তা ইত্যাদিঅভিমান শূন্য যদবধি না হয়, তদবধি ইন্দ্রিয়যজ্ঞ সাধনের সাধ্য কি? তদর্থে যোগবাশিষ্ঠে কহিয়াছেন, যথা "বহির্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্প বর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহি রকর্ত্তান্ত রেবং বিহর রাঘব,, বাহিরে সকল কর্ম্মকর, মনেতে সঙ্কল্পরহিত হও, বাহিরে সকলকর্ম্মের কর্ত্তা আপনাকেজানাও মনে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিহ, এইরূপে রাম সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করহ। ইত্যাদি বাক্য সমন্বয় করিলেই বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিতে পারিবেন, যে রামমোহন রায়ের কি এই সকল গুণের উদয় হইয়াছিল যে তিনি তন্নিমিত্ত সাহস পূর্ব্বক গীতার শ্লোককে প্রমাণ করিয়াছিলেন, বাস্তব যেস্থলে অবিরুদ্ধবিষয় গ্রহণের উল্লেখ আছে, সেস্থলে যথেষ্টাচার পুর্ব্বক শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয় গ্রহণে কদাপি সিদ্ধ হইতে পারেনা, যদিহয় তবে এতদ্ধরণী মণ্ডলে অযাজ্ঞিক পুরুষ মাত্রই দুর্লভ হইয়া যায়।

অপর ঐ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় ২৭ শ্লোকের অর্থ লিখিয়াছেন, যে "অন্যান্য ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদিবায়ু এ সকলের কর্ম্মকে জ্ঞানদ্বারা প্রজ্বলিত যে আত্মার ধ্যানরূপ যজ্ঞস্বরূপ অগ্নি তাহাতে হবনকরেন অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে আত্মাকে জানিয়া তাহাতে মনস্থির করিয়া বাহ্যে নিশ্চেষ্টরূপে থাকেননা,,। রায়জী হইতে এই শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্যের সহিত অর্থ হয়নাই এবং এতদ্বচনানুরূপ তাঁহার অনুষ্ঠানও করা হয়নাই; তন্নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের বোধার্থ উক্ত শ্লোক ও তদ্ভাষ্যানুযায়ী অর্থ প্রকাশ করিতেছি যথা।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণ কর্ম্মাণিচাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥ গীতা।

পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় সংযমরূপ যজ্ঞদ্বয় কথনানন্তর ব্রহ্মবাদি মতানুসারে লয়পূর্ব্বক ও বাধপূর্ব্বক সমাধিদ্বয়রূপ সংযমভেদে যজ্ঞান্তর কহিতেছেন, ইহা পাতঞ্জল দর্শনেও স্বীকার করেন, যে অধিকারভেদে সমাধ্যবস্থায় সাধকেরা পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রাণাদিবায়ুর কর্ম্মকে উত্থিত জ্ঞান দশায় আত্মসংযমরূপ যোগস্বরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মধ্যানৈকনিষ্ঠায় শুভাশুভ কোনকর্ম্মই করেন না, বাহ্যে সকল বিষয়েই নিশ্চেষ্ট থাকেন।

এতদর্থে ভগবান্‌ ভাষ্যকার স্পষ্টীকৃত করেন, যথা "আত্ম সংযম রূপোযোগঃ সএবাগ্নি স্তস্মিন্‌ জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানং বেদান্ত বাক্যজন্যো ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকার স্তেনা বিদ্যা তৎ কার্য্যনাশদ্বারা দীপিতে অত্যন্ত জ্বলিতে বাধপূর্ব্বক সমাধৌ সমষ্টি লিঙ্গশরীর মপরে জুহ্বতি,, আত্ম সংযমরূপ যে যোগ সেই অগ্নি জ্ঞানদীপিত অর্থাৎ বেদান্তবাক্য জনিত ব্রহ্মেতে ও আপনাতে ঐক্যজন্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের সাক্ষাৎকারে অবিদ্যা কার্য্য মাত্রেরই বিনাশ হয়, তদ্দ্বারা অত্যন্ত প্রজ্বলিত

যে বাধপূর্ব্বক সমাধি তাহাতে সমষ্টিরূপ লিঙ্গশরীরকেঅপরে হবন করেন"। এতং সমাধিরূপ যজ্ঞেরঅনুষ্ঠান রায়জী করিয়া থাকিতেন কি না ইহা সর্ব্বসাধারণেই জানিতেন, অপর ২৮ শ্লোকের অর্থলিখিয়াছেন, যে "কোনং ব্যক্তিরা দানরূপই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর কেহ২ তপোরূপ যজ্ঞ করেন, আর কেহ২ চিত্তবৃত্তি নিরোধ যজ্ঞকরেন, ও কেহ২ বেদ পাঠরূপ যজ্ঞ করেন, ও কেহ২ যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা বেদার্থ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন,, ইহার মূলশ্লোকের ভাষ্যানুযায়ী অর্থ লিখিয়া জানাইতেছি, যে রামমোহন রায় ইহার কোন অধি কারের অনুষ্ঠান করেন নাই। যথা

দ্রব্য যজ্ঞা স্তপো যজ্ঞা যোগ যজ্ঞা স্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃসংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥ গীতা ॥

কেহ২ দ্রব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ মাস পক্ষ তিথির উল্লেখে মহাবাক্য প্রয়োগদ্বারা যথোক্ত পাত্রে দ্রব্য প্রদান করেন, কোনং ব্যক্তিরা তপোরূপ যাগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যথোক্ত শৌচাচার সমন্বিত হইয়া কলাকাষ্ঠা রূপে শরীর শোষণ বা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত গ্রহণ করেন, কেহ কেহ যমনিয়ম আসনাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত বৃত্তি নিরোধরূপ যজ্ঞ পরায়ণ হয়েন, কোন কোন ব্যক্তিরা স্বাধ্যায়, অর্থাৎ মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন বা প্রণবজপ দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ পরমকারুণিক জগৎপিতা কারণপুরুষ পরমেশ্বরে তৎফল অর্পণরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ জ্ঞান, অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত সদাচার ভূত হইয়া তর্ক রহিত যথার্থ বেদার্থ ধারণা (বেদোদিত অনু ষ্ঠান) দ্বারা তদর্থ নিশ্চয়রূপ যজ্ঞ করেন। অপর কোনং যত্ন শীল যতিরা সম্যক্‌প্রকারে দৃঢ়রূপে নিয়ম গ্রহণ করতঃ ব্রত যজ্ঞকে সম্পাদন করেন, এই ছয়প্রকারের মধ্যে রায়জী

হইতে কোন প্রকারেই সুসম্পন্নহয়নাই, যদিবলেন যে বেদপাঠ ও বেদার্থ ধারণা বা প্রণবজপেই যখন যজ্ঞসিদ্ধহয় তখন রাম মোহন রায়ের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন না হইবার বিষয় কি? উত্তর! অক্ষরাত্মক প্রণব ওবেদাভ্যাস এবং তদর্থ ধারণার অধিকারের অপেক্ষা করে, অনধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রে এঅনুশাসন করেন নাই, ইহা গীতাভাষ্যে এবংতৈত্তিরীয়উপনিষদে এবংতদ্ভাষ্যে ও ঋগ্বেদানুক্রমণিকায় বিদ্যারণ্য স্বামী স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তত্তদ্গ্রন্থে দৃষ্টিপাতকরিলেই পণ্ডিতেরা বিচারকরিতে সক্ষমহইবেন,যদ্যপিবেদপাঠওপ্রণবোচ্চারণকরিলেই স্বাধ্যায় যজ্ঞসিদ্ধহয়, তবে অনেকানেক ম্লেচ্ছ যবনেরা সংস্কারবলে বেদাক্ষর পাঠকরিয়া থাকে তাহারদিগকেও যাজ্ঞিক কহিতে কেন না পারাযায়? অতএব বিবেচনা করিবেন যে অধিকারী ব্যতীত বেদপাঠাদিরূপ ক্রতু সিদ্ধ হয়না, বিশেষতঃ শৌচাচার বিশিষ্ট ব্যক্তিই বেদপাঠেঅধিকারী, রায়জী তদাচারকে কদাপিও স্পর্শ করেননাই, সুতরাং বেদপাঠরূপ জ্ঞানযজ্ঞে তাঁহার অধিকার ছিল না, অপর ২৯ শ্লোকের অর্থ লিখিয়াছেন, যে "কোন২ ব্যক্তি পূরক ও কুম্ভক ও রেচক ক্রমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হয়েন,, এতৎ শ্লোকার্থের বিপর্য্যয় করণে সক্ষম হয়েন নাই, কারণ প্রাণায়ামার্থ সকলেই বিদিত আছেন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ॥ ২৯॥ গীতা।

প্রাণায়ামনিষ্ঠ কোন২ সাধকেরা বাহ্যবায়ুকে শরীরমধ্যে আনয়ন করতঃ পূরকাখ্য প্রাণায়াম করেন ও শরীরস্থ বায়ুকে বহির্নির্গমনরূপ রেচকাখ্য প্রাণায়াম করেন, এবং আপূরিত বায়ুর অনন্তর শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ পূর্ব্বক কুম্ভকাখ্য প্রাণায়াম করিয়া প্রাণাপান গতি নিরোধরূপ ক্রতু সম্পাদন করেন। অপর ৩০ শ্লোকার্থ লেখেন, যে "কোন২ব্যক্তি আহারসঙ্কোচ

দ্বারা ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে লয় করেন। এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব.স্ব অধিকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন, আর পুর্ব্বোক্ত স্ব.স্ব যজ্ঞেরদ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন,, রায়জীকৃত এতৎ শ্লোকার্থে বিশিষ্টরূপ যে কৌশল হইয়াছে তাহা ব্যক্তকরিবারজন্য মূলপ্রকাশ করিতেছি। যথা

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥গীতা।

কোনং সাধকেরা আহার সঙ্কোচদ্বারা অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত বৈধাহারদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে জীর্ণকরতঃ যোগাসনারূঢ় হইয়া অনুলোম বিলোম পুর্ব্বক (হংসঃ সোহং) এই অজপা মন্ত্র জপরূপ যজ্ঞপরায়ণ হয়েন.। অপর ৩১ শ্লোকের অর্থে লেখেন, যে "স্ব স্ব যজ্ঞের অবসরকালে অমৃতরূপ বিহিতান্ন ভোজন পুর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিত্যব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহার মধ্যে কোন যজ্ঞ যে না করে সে মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হয়না পরলোক সুখ কিপ্রকারে তাহার হয়,, এই শ্লোকার্থানুসারে অভিপ্রায়ের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহা লিখিত ভাষ্যানুযায়ী অর্থের সহিত মূলশ্লোক দৃষ্টে পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন, যথা।

যজ্ঞ শিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং।
নায়ং লোকোস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥ গীতা।

এতৎ অধিকারভেদে ক্রম মুক্ত্যুপায় প্রদর্শনার্থ দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে, অতএব এই সকল অধিকারী ব্যক্তিরা সাধ দ্বারা হতকল্মষ অর্থাৎ ইঁহারদিগের শরীরে কোনমতে পাপ সঞ্চয়হয়না, অত এব যজ্ঞাদিকরতঃ অবশিষ্টকালে অমৃত রূপ বিহিতান্নভোজনকরেন, যথাশাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণের যে বিহিত ভক্ষ্য তাহা ভক্ষণ করেন, যথা স্বামী "যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টং কালেঽনিষিদ্ধ মন্নমমৃত রূপং ভুঞ্জত ইতি,, যজ্ঞাবসানে যথা কালে অনিষিদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতিশাস্ত্রে যদন্ন নিষেধ করিয়া

ছেন তদ্ভিন্ন অন্নই অমৃতান্ন তাহা ভোজনে চিত্ত শুদ্ধিহয়, সুতরাং জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন তাহা না করায় দোষকহিয়াছেন, উপরিউক্ত দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞেরমধ্যে কোন যজ্ঞই যে অনুষ্ঠান না করে তাহার এই অল্পসুখ মনুষ্য লোকই প্রাপ্য নহে ইহাতে বহু সুখাত্মক পরলোক প্রাপ্তির সম্পর্ক কি ! ।

এই ভগবদ্গীতার ২৫ শ্লোক অবধি ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে ইহার কোন যজ্ঞই রায়জীর দ্বারা সম্পন্ন হয়নাই, তাহাতে তিনি কোন্‌সাহসে আপনাকে জ্ঞানী জানাইয়া কর্ম্মীদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, যদ্যপি গীতাবাক্যে তাঁহার বিশ্বাস থাকিত তবে তিনি এই মনুষ্যলোকে আপনাকে অত্যন্ত নিন্দিতরূপে জানিতেন, এবং কর্ম্মকেও নিস্প্রয়োজনীয়বলিয়া ত্যাগ করিতেন না, যেহেতু উক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞকে কর্ম্ম বলিয়া পরিশেষে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণোমুখে।
কর্ম্মজান্‌বিদ্ধি তান্‌সর্ব্বানেবংজ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥গীতা।

হে অর্জুন এতৎ যজ্ঞ না করিয়া বিধি দর্শন মাত্রেই জ্ঞান প্রশংসা দৃষ্টে কর্ম্ম ত্যাগ করিহ না, এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের অকরণেও মুক্ত হইতে পারিবেনা, যেহেতু বেদাজ্ঞা বলবতী হয়, এই বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তারিত বা বেদপুরুষ ব্রহ্মমুখে বিস্তারিত হইয়াছে এই সকল যজ্ঞকে কর্ম্মজ বলিয়া জানিহ কিন্তু জ্ঞানদশাতে ইহার প্রয়োজন হয়না, ইহা বলিয়া আমি জ্ঞানী আমি ব্রহ্মকে নির্লিপ্ত জানি কহিয়া ত্যাগকরিলে নরক হয়, যেহেতু বলপূর্ব্বক ত্যাজ্য নহে, ব্রহ্ম তন্ময় জ্ঞান হইলে আপনি কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়, অর্থাৎ বহির্ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির কর্ম্মকরণের ক্ষমতাথাকেনা, অতএব যাবৎ বহিশ্চেষ্টা

থাকিবেক তাবৎ অনাসক্তরূপে আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া কর্ম্ম করিলে সংসার বন্ধহইতে মুক্তহইবে। এতদর্থে শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতী গীতাভাষ্যে স্পষ্টকরেন, "সর্ব্বান্ যজ্ঞান্ আত্মজ্ঞান্ নির্ব্যাপারোহ্যাত্মা নমদ্ব্যাপারা এতেকিন্তু নির্ব্যাপারোহ মুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষসে,, যদিবল এই সকল যজ্ঞ অনাত্মজ ব্যাপার নির্ব্যাপার আত্মাআমি আমার যাজ্য নহে, উত্তর। ইহাবেদাভিপ্রায়নহে কারণ যাবৎঅনাত্মভূত সংসারে দারাপত্য ধনজনাদি বিষয়ে আবৃত থাকিতে হয় তাবৎযজ্ঞাদি শুভকর্ম্ম ত্যাগোপযোগ্যহয়না, কিন্তু উদাসীনবৎ অর্থাৎ আপনাকে অকর্ত্তাজানিয়া সর্ব্বকর্ত্তাআত্মাতে কর্ম্মফলার্পণ করিলে অনায়াসে মুক্তহইবে। এতৎ প্রমাণদ্বারা রায়জীউর মিথ্যাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিলাম।

অপর, উপরিউক্ত শ্লোকসকলের সমন্বয়করিয়া লেখেন "গীতাবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাসআছে তাঁহারা কর্ম্মযোগের অভ্যাস দ্বারা যেমন পাপক্ষয়ের স্বীকার করেন সেইরূপ জ্ঞানযোগ ও নৈষ্ঠিক যোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির দ্বারাও পাপক্ষয়ের অঙ্গীকার অবশ্যকরিবেন,, ইহাতেবক্তব্য এই যে এতৎ দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্ত রূপে পাপক্ষয়ের কারণহয় এমত তাৎপর্য্যনহে, এবং ইহার একের অনুষ্ঠানেই যে মোক্ষ হইবে যাহা রায় জীউ কৌশলক্রমলিখিয়াছেন তাহাও সঙ্গত হয় না, কিন্তু আমরা সাহস পুর্ব্বক কহিতে পারি রায়জীর এই অভিপ্রায়ছিল যে আমি বেদপাঠ ওপ্রণবউচ্চারণ করিয়া থাকি ইহাতেই আমার সমুদয় যজ্ঞ সিদ্ধহইবে। যদ্যপি শাস্ত্রসিদ্ধ এতদভিপ্রায়হয়, তবে ২৫শ্লোকানুসারে দেবার্চ্চকদিগের ও তদ্রূপমুক্তি লাভের প্রতি আশঙ্কাকি?

২৪পৃষ্ঠাঅবধি ৩০পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত দাসশব্দেরব্যাবৃত্তিতে রায়জীউ যে বহুবচন সংগ্রহ দ্বারা পুস্তক পুরণ করিয়াছিলেন, অস্মৎ

পুস্তকের পূর্ব্বপত্রে তাহার মীমাংসা সুন্দররূপ করাগিয়াছে, একারণ পৌনরুক্তির আশঙ্কায় নিরস্তথাকিলাম, অপর পাষণ্ড পীড়নের উক্তিমতে (যেং বচনে পাপ বিশেষ ও প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ এবং নরক বিশেষ উক্তনাই, কেবল কর্ত্তারভয় প্রদর্শন মাত্র, সেইং বচন নিন্দার্থবাদহয়) তদুত্তরে ৩২ পৃষ্ঠায় রায়জী যে সকল প্রমাণদ্বারা তাহার নিরাসকরেন তাহাতে আমার দিগের বক্তব্য এই যে এতদ্বিষয়োল্লেখে উভয়েই আপন২ অভিপ্রায় রক্ষার্থে পক্ষপাত করিয়া ছিলেন, যেহেতু শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে কদাচিৎ পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ ও নরক বিশেষ উক্ত থাকিলেও নিন্দার্থ বাদ হয়, কোথা ও তত্তৎ বিশেষউক্তনাই অথচ সেই বচনকে বিধিবাক্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন যথা। "ন কর্ম্মণা মনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোশ্নুতে ইতি,, কর্ম্ম নাকরিয়া কদাপি নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয় না, ইহাতে কর্ম্মের অকরণে পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত কি নরক বিশেষ উক্তনাই বলিয়া নিন্দার্থবাদে কর্ত্তার ভয় প্রদর্শন বলা যাইবে না, এবং রায়ের মত ও ইহাতেখণ্ডন হইতেছে, যেহেতু হেতু গর্ব্বার্থ গ্রহণে কর্ম্মের অকরণে পাপ ও নরক বিশেষ প্রতিপন্ন হয় ইহা শাস্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হইতেছে যে নিত্য নৈমি ত্তিক কর্ম্মের অকরণে ইহলোকে পাতিত্য ওপরলোকে নরক হয়, এবং "পুতিকা ব্রহ্মঘাতিকা,, ইহাতে পাপবিশেষ উল্লেখ থাকাতে ও নিন্দার্থবাদ গ্রহণীয় হইয়াছে, কারণ হেতু গর্ব্বার্থে কর্ত্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র, এতদ্বিচারাবকাশে রামমোহন রায় স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আপনার ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানিত্ব প্রতিপন্ন আপনিই করিয়াছেন, যথা পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় লেখেন।

"পূর্ব্বোক্ত যোগবাশিষ্ট বচন (সংসারে বিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোহস্মীতি বাদিনং। কর্ম্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তংত্যজে দন্ত্যজং যথা) সংসারসুখে আসক্ত অথচকহে যে আমি ব্রহ্মকেজানি সে কর্ম্মব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে

অন্ত্যজেরন্যায় ত্যাগকরিবে। যে কোন ব্যক্তি সংসারসুখে কি আসক্ত কি অনাসক্ত হইয়া এরূপকহে যে ব্রহ্মস্বরূপকে আমিজানি সে মূঢ় এবং ত্যাগযোগ্যযথার্থইহয় ইহাস্বীকারকরিতে আমরা কদাপি সঙ্কোচ করি না, কিন্তু এবচনও ধর্ম্ম সংহারকের প্রথমব্যবস্থানুসারে ভয় প্রদর্শনমাত্র নিন্দার্থবাদ হইতেছে, যেহেতু এবচনে পাপ বিশেষ,নরক বিশেষ, কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ, উক্তনাই॥

এইযোগ বাশিষ্ঠীয় বচনে রায়জী যে যুক্তিকরিয়াছেন, তাহাতে বাবু উমানন্দন ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর যথার্থহইয়াছে যেহেতু উক্ত বচনে পাপাদির বিশেষ অনুক্ত জন্য নিন্দার্থবাদ নহে, কিন্তু রায় মহাশয় যে এতদ্বচনকে প্রমাণ করিয়াও জ্ঞানীহইতে বাঞ্ছাকরিয়াছিলেন ইহাওকি তাঁহার ভাক্তত্বেরপ্রতিকারণ হয় নাই ? যেহেতু তিনি আপনি ও লেখেন যে "সংসার সুখেতে আসক্ত অথচকহে আমি ব্রহ্মকে জানি সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক। অতএব পণ্ডিতেরা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে যখন তিনি নিরন্তর সংসারে আসক্ত থাকিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি ত্যাগ পূর্ব্বক আপ নাকে ব্রহ্মজ্ঞানী জানাইয়াছেন, তখন কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট রূপে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগোপযোগ্য ছিলেন কি না ? অপর পাষণ্ড পীড়নের এই প্রশ্নের উত্তরে পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় লেখেন যে।

"ইহার উত্তরে, আমরা এইকহি যে কোনব্যক্তি কেবল মৌখিকজ্ঞানা নুষ্ঠান জানায় অথচ এই অভিমানকরে যে আমি ব্রহ্মজ্ঞানীহই এবং এই ছলে কর্ম্মত্যাগ করিয়া লোককে প্রতারণা করে সে ব্যক্তি ভাক্তজ্ঞানী বরঞ্চ ভাক্তকর্ম্মী হইতেও নরাধম হয়,,।

রায়জী পাষণ্ডপীড়নের উত্তরচ্ছলে ধূর্ত্ততাপ্রকাশে পরোক্তি সম্বোধনে আপনাকেজ্ঞানীরূপেজানাইয়াছেন অর্থাৎ মৌখিক আমিজ্ঞানীনহিলোককেওপ্রতারণাকরিনা যথার্থজ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকি, আমারযথার্থজ্ঞানেরউদয়হইয়াছে, তন্নিমিত্ত কর্ম্ম

ত্যাগকরিয়াছি, অতএবঅধমপুরুষনহি এবংভাক্তজ্ঞানীও নহি উপরি উক্তবাক্য প্রয়োগকালে যদি তিনি সত্যধর্ম্মপ্রতি দৃষ্টি পাতকরিতেন তবে সাহসপূর্ব্বক এরূপলিপি প্রকাশকরিতে পারিতেন না,যাহারসহিত বেদশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানানুষ্ঠানের কোন সম্পর্কওছিলনা কেবলএকঈশ্বরেরঅস্তিত্বমুখতঃমান্যকরিতেন, অথচ তৎপ্রাপ্ত্যর্থ কোনঅনুষ্ঠানই করেননাই, শুদ্ধ ভ্রান্তব্যক্তি গণকে মোহজালে আবৃত করিয়া দাম্ভিকত্ব প্রকাশে আপনার তত্ত্বজ্ঞানিত্বেরই স্পর্দ্ধাকরিতেন, যদ্দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বর সেতু ভেত্তা রূপে উপাসনা ধর্ম্ম ত্যাগের প্রধান পুষ্টিকারক হইয়া ছিলেন, পরে তিনি যে সংসার সুখে আসক্ত ছিলেন কি না তাহার প্রমাণ তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত প্রতি দৃষ্টি করিলেই সর্ব্বসাধারণে বিবেচনা করিতে পারিবেন, যে রায়জীউ ধন পুত্র দারাদিতে কিরূপ আসক্ত থাকিতেন এবং অপরানুগত হইয়া সুখাসক্তি প্রকাশে কি না করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার অজ্ঞানতার প্রমাণস্থল ঐ পথ্যপ্রদান পুস্তক হয়, পাষণ্ডপীড়নোক্ত " সংসার বিষয়াসক্ত,, ইত্যাদি বচনার্থ প্রকাশ দৃষ্টে ক্রোধ দীপিতান্তঃকরণ তদ্গ্রন্থ কর্ত্তাকে কটু কহিতে অপেক্ষা করেন নাই, অপর আপনাকে জ্ঞানীরূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত কতই বা কৌশল প্রকাশ করিয়া ৪১ পৃষ্ঠায়লিখিয়াছেন যে।

" যেকোন ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানে অশক্ত ও বিরক্ত হয় আর লোককে প্রতারণার্থে কহে যে আমি সৎকর্ম্মী আমার জ্ঞান সাধনে কি প্রয়োজন কর্ম্মদ্বারাই কৃতার্থ হইব" সে ও ভাক্ত কর্ম্মীর মধ্যে অবশ্য গণিতহইবে,,

ইহাতে বক্তব্য এই যে জ্ঞানানুষ্ঠানে অশক্ত এমত ব্যক্তি অনেক আছে কিন্তু সর্ব্বোত্তম যে ব্রহ্মজ্ঞান তদনুষ্ঠানে বিরক্ত ব্যক্তি দুর্লভ, সৎকর্ম্মে শ্রদ্ধানাই এবং যাজনও করেন না, শুদ্ধ অর্থলোভে লোক প্রতারণার্থকহে যে আমি সৎকর্ম্মী তাহাকে

ত্যক্তকর্ম্মী বলিতে কে সঙ্কোচ করিবে? ফলিতার্থ সৎকর্ম্মীরা এমত কহেন না যে আমারদিগের জ্ঞানসাধনে কি প্রয়োজন কর্ম্মদ্বারাই কৃতার্থ হইব, যেহেতু জ্ঞান সোপান স্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করি ইহাই সৎকর্ম্মীরা সর্ব্বদা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, যথা শ্রুতিঃ "তপাংসিসর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি,, অর্থাৎ আবৎকর্ম্মই তৎপ্রাপ্ত্যর্থে হয়, তবে কর্ম্মদ্বারাই কৃতার্থ হইব যে কেহকেহ কহিয়া থাকেন, তাহার তাৎপর্য্য জ্ঞানে প্রয়োজন নাই এমত নহে, ফলিতার্থ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে জ্ঞান প্রাপ্তি হয় সুতরাং কর্ম্মের যত্নকরা কর্ত্তব্য কর্ম্মত্যাগে জ্ঞানজন্মেনা, একারণ কর্ম্মদ্বারাই কৃতার্থ হইব এ কর্ম্মের আধিক্য মাত্র, এরূপ ব্যক্তিকে ত্যক্ত কর্ম্মী বলিতে রায়জী ব্যতীত কেহই সক্ষম হইবেন না, বস্তুতঃজ্ঞানানুষ্ঠানে যাহার বৈরক্তিহয় তাহারপর ভাগ্যহীন অন্য কে আছে? কিন্তু আমরা সাহস পূর্ব্বক কহিতেপারি যে "সংসার বিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোহস্মীতি বাদিনং। কর্ম্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তংত্যজে দন্ত্যজং যথা,, এইযোগবাশিষ্ঠীয় বচনের প্রমাণ রায়জীতেই বিশেষপ্রতিপন্ন হইয়াছিল, তাঁহার অপার মহিমার পার দর্শন করা সুকঠিন, যখন মৎস্য মাংস সুরা পানের প্রয়োজন হইত তখন শিববাক্যের প্রতি দার্ঢ্য করিয়া কুলার্ণবাদি তন্ত্রের প্রমাণ দর্শাইয়া আপনি মহাকৌল হইতেন যথা " বিনামৎস্যৈর্ব্বিনামাংসৈ র্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাং,, তথা 'মদ্যপানে রতোবিপ্রঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মণ্যমূর্ত্তিমান ইতি, অর্থাৎ মদ্যপানশীল ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেবহয়, যখন ঐ সকল তন্ত্রের অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম হইতেন তখন মদ্যমাংস ভক্ষণ পর্য্যন্তই অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের উপাসনার বিধিকে স্পর্শও করিতেন না, এবং সর্ব্বজাতীয় অন্ন ভোজন কালে সাক্ষাৎ পরমহংস রূপ ঘোরতর বৈদান্তিক হইতেন, অথচ বেদান্তোদিত সম্বর্গ বিদ্যাকে প্রমাধ করতঃ চাক্রায়ণের প্রমাণ দর্শাইয়া খাদ্যাখাদ্যের বিধি নিষেধ বিচারেও তৎপর

ছিলেন, এরূপ সর্ব্বধর্ম্মী ব্যক্তিকে কি কহিতে হয়? ইহা বিজ্ঞবরেরাই বিবেচনা করিবেন।

অপর ৪৪ পৃষ্ঠায় লেখেন " যে জ্ঞানীনষ্ঠদের সর্ব্ব প্রকারে আবশ্যক আত্মচিন্তন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দমনে যত্ন ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাস হয়, সন্ধ্যা বন্দনাদি চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়েন,অতএব ইহার পরিত্যাগের আবশ্যকতা কুত্রাপি দেখাযায় না,,।

ইহার উত্তর আমরা পুর্ব্বে লিখিয়াছি, যে বেদাভ্যাস শুদ্ধ পুস্তকাদি পাঠ করিলে হয় না তদর্থে তৈত্তিরীয়াদি শ্রুতি ও ঋগ্বেদানু ক্রমণিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই পণ্ডিতেরা বুঝিবেন এবং বেদান্ত দর্শনে ৩ অধ্যায় স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠাঙ্গ কর্ম্মকে শ্রুতি সমন্বয় করিয়া কহিয়াছেন, যথা॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে নহি সমাচারে ২ধিকারাচ্চ
শরবচ্চ তন্নিয়মঃ। ৩ অং বেদান্তং।

বিশেষ২ বেদাধ্যয়নের বিশেষ২ নিয়মকে অঙ্গকরিয়া কহিয়াছেন, তন্নিমিত্ত উপাস্যের ভেদ হইতে পারে না, যেমন শিরোঙ্গার ব্রতং নাকরিয়া মুণ্ডক অধ্যয়ন করিবেনা, শিরোঙ্গার ব্রত তাহার অঙ্গং হয়, এইরূপ কঠ মাণ্ডুক্যাদি বিশেষ২ শাখাধ্যয়নের ব্রতানুষ্ঠানকরিলে বেদপাঠসিদ্ধহয়, ইহাতে রায় জীউ কোন্ ব্রতে ব্রতীছিলেন যে তাঁহার বেদ পাঠ রূপ যজ্ঞ সিদ্ধ হইয়াছিল? প্রণব জপের বিধি সম্প্রতি ছান্দোগ্য শ্রুতিদ্বারা নিম্নে লেখা যাইতেছে, এবং সন্ধ্যা বন্দনাদির পরিত্যাগের আবশ্যকতা যে লেখেন নাই, তাহাতে তাঁহার ভাক্তত্ব ও লোক প্রতারণাই প্রতিপন্নহইয়াছে, যেহেতু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও কেবল ক্ষান্ত ছিলেন না বরং অনেকানেক ব্যক্তিকেও তদুপাসনায় বিরত করিয়াছিলেন তাহা কাহার অবিদিত আছে? রায়জীর লিপি কৌশলে এমত উপলব্ধি হইতেছে যে তিনি যথার্থ জ্ঞানীর ন্যায় সকল কর্ম্মেরই

অনুষ্ঠান করিতেন, ফলে কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের প্রতি তাঁহার যে-রূপ দ্বেষছিল তদ্রূপ দ্বিতীয়ব্যক্তির দুর্লভ,-এক্ষণে প্রণব জপানুষ্ঠান ব্যক্ত করিয়া লিখিতেছি॥

অথখলু য উদ্গীথঃ সপ্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইতি। হোতৃ সদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীথ মনুসমাহরতীত্যনু সমাহরতীতি। ৫। ছান্দোগ্যং।

হোতৃ সদনা দ্ধোতা যত্রস্থঃ শংসতি তৎস্থানং হোতৃ সদনং হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ সম্যক্‌ প্রযুক্তাদিত্যর্থঃ। নহি দেশমাত্রাৎ ফল মাহর্ত্তুং শক্যং। কিন্তুদ্ধিএবাপি দুরুদ্গীতং দুষ্টমুদ্গীত মুদ্গানং কৃতং উদ্গাত্রা স্বকর্ম্মণি ক্ষতং কৃতামত্যর্থঃ। তদনু সমাহরত্যনু সন্ধত্ত ইত্যর্থঃ। শাঙ্করভাষ্যং।

যে উদ্গীথ সেই প্রণব অতএব উদ্গীথ শব্দে প্রণবকে কহিয়াছেন; কিন্তু প্রণবাব লম্বন অর্থাৎ প্রণব উচ্চারণ, যথা তথা প্রণব জপ করিলেই তৎ ফললাভ হইতে পারে না, যেহেতু হোতৃ সদনে অর্থাৎ অগ্ন্যাগারে (যজ্ঞপ্রদেশে তৎকর্ম্মানন্তর) প্রণবোচ্চারণ করাকে প্রণবোপাসনা কহে, নচেৎ অনিয়ম স্থলে অসদাচার বিশিষ্ট প্রণবোচ্চারণকে দুরুদ্গীথ অর্থাৎ দুষ্টগীত কহে তাহাতে উদ্গাতার দোষোৎপত্তি হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি যজ্ঞাঙ্গের কোন হানি হয় কিন্তু প্রণবোচ্চারণ স্থলে ঐ যজ্ঞের অঙ্গ ভঙ্গ জন্য যজমানের কোন হানি হয় না, অতএব রায়জী যে প্রণব জপেই সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে কি তিনি এইরূপ যজ্ঞভূমিতে প্রণব জপ করিতেন? তাহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন।

অপিচ (পাষণ্ডপীড়নোক্ত কর্ম্মীদের বিপরীত কর্ম্ম না করিলে কলির জ্ঞানীহওয়া হয়না) এতৎ বাক্যেরউত্তরে রাম মোহন রায় ৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন যে "আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের ১৭পৃষ্ঠে৫পঁক্তিতে এইবচনলেখাযায় যে"যেনোপায়েনদেবেশি

লোকঃশ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনং,,। অর্থাৎ যেই উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়,, যদি ধর্ম্মসংহারকের মতে লোকের শুভচেষ্টা কর্ম্মীদের ধর্ম্মের বিপরীত হয় তবে কর্ম্মীদের বিপরীত কর্ম্ম করা এঅংশে সুতরাং হইল,,।

রায়ের এই উক্তি অযথার্থ নহে যেহেতু তিনি তন্ত্রবাক্যকে মান্য করিয়াছিলেন, কিন্তু "যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃসমশ্নুতে,, ইত্যাদি বচন দ্বারা শিব এই আদেশ করিয়াছিলেন যে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ডাদি তাবৎ শুভকর্ম্ম যদ্দ্বারা সমস্ত লোকে অভিলষিত ফল প্রাপ্তহয় সেইকর্ম্ম জ্ঞাননিষ্ঠদের কর্ত্তব্য কিন্তু কর্ম্মীরা যেমন তৎফলাভিলাষ করেন জ্ঞানীরা তাহার বিপরীত অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি ত্যাগকরিয়া আচরণ করিবেন, নচেৎ মহাদেবের এ অভিপ্রায় নহে যে পরবেতন ভুক্‌রূপে প্রভুর শুভার্থে উকীল হইয়া ম্লেচ্ছদেশে গমন ও শুদ্ধসতী প্রাণবিয়োগে পরম কারুণ্য দেখাইয়া সর্ব্বশাস্ত্রের সঙ্কোচ করতঃ তন্নিবারণোপায় করণ, এবং লোকের অর্থব্যয় জন্য করুণা প্রকাশে দেব পিতৃ কার্য্যাদির বিলোপ চেষ্টাকে জ্ঞাননিষ্ঠের কর্ত্তব্যতা জানান নাই, অতএব ইহাভিন্ন অন্য শুভচেষ্টা রায়ের হইতে আর কি হইয়াছিল? তাহা তৎকালজাত ব্যক্তিরাই বিবেচনা করিবেন, পুনরপি ৺রামমোহন রায় আপনার জ্ঞানীত্ব দর্শাইবার জন্য পাষণ্ডপীড়নের উত্তরচ্ছলে যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা এগ্রন্থে বাহুল্য ভয়ে সমুদয় না লিখিয়া কিঞ্চিৎ অভিপ্রায় ধৃত করাগেল। যথা

পথ্য প্রদান পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠা অবধি ৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লেখেন "জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয় ব্যাপার যুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুইঅনুভব হইতে পারে একং এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছেন দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছেন যেহেতু মনেরযথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন, তাহাতে দুর্জ্জন ও খলব্যক্তিরা বিরুদ্ধপক্ষেই গ্রহণ করিয়া থাকেন,,।

এতল্লিপি প্রমাণে জানাইয়াছেন যে আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ আমার দিগের বিষয় ব্যাপারে মনের আসক্তি নাই, সুতরাং তাঁহারদের পক্ষে কেহ জ্ঞানানুষ্ঠানের অনুসন্ধান করিলেই সে দুর্জ্জন শ্রেণীমধ্যে গণিত হইবেক, তদর্থে জনকার্জুন বিষয়ক আরও লিখিয়াছেন যথা।

"যেমন জনকাদির রাজ্য শাসন ও শত্রুদমন ইত্যাদি বিষয় ব্যাপার দেখিয়া দুর্জ্জনেরা তাঁহার দিগকে বিষয়াসক্ত জানিয়া নিন্দাকরিত এবং ভগবান কৃষ্ণহইতে অর্জ্জুন জ্ঞানপ্রাপ্তহইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলেপর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিতরূপে বর্ণন করিত, ।০০।

"এরূপ বাহ্যলক্ষণকে ছলকরিয়া নিন্দাকরা ইহাও কেবল ইদানীন্তনহর এমতনহে,,

রায়জী জনকাদিরদৃষ্টান্তে যে জ্ঞানানুষ্ঠায়ীহইয়াবিষয়ব্যাপার করিয়াছেন লেখেন তাহাতে তাঁহার কিপর্য্যন্ত মাৎসর্য্যপ্রকাশ হইয়াছে ইহা পাঠকেরাই বিবেচনা করিবেন, তৎকালে যে জনকার্জুনাদিকে দুর্জ্জনলোকেরা ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীবলিয়া নিন্দা করিয়াছেন তাঁহার বাচনিক কোন প্রমাণ না লিখিয়া শুদ্ধ আপনার যুক্তিসিদ্ধ মতে প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থপূরণ করিয়াছেন, কেন না, তাঁহার অসদনুষ্ঠানে সদ্ধর্ম্মিষ্ঠ গণেরা তাঁহাকেযদনুরূপ নিন্দাকরিয়াছিলেন তদনুরূপবাক্য জনকাদির প্রতি কল্পনা করিয়া ধর্ম্মিষ্ঠগণকে দুর্জ্জন বলিয়া তিরস্কার করাই তাঁহার সংকল্পাছিল, বাস্তব জনকার্জুনাদিকে অজ্ঞানীবলিয়া তৎকালে যে কেহনিন্দা করিয়াছিল ইহার প্রমাণ কোন পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বরং অর্জুন মহাজ্ঞানী ও জনক রাজা মহাঋষি ছিলেন ইহাই সর্ব্বতঃ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ জনশ্রুতি আছে। অপর কৌতুকের বিষয় এই যে যেরূপ জনকাদিরা অনাসক্ত রূপে

রাজ্য করিয়াছেন এবং অর্জুনও জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধানন্তর রাজ্য শাসন করেন আমরাও সেইরূপ বিষয় কার্য্য করিয়া জ্ঞানী কেন না হইব? এই অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে জনকাদির উদাহরণ দিয়াছিলেন, কিন্তু রায়জীউর এরূপ পক্ষপাতিত্ব কৌশলে কে না চমৎকৃত হয়? জনকার্জ্জুনাদিরা কেবল রাজ্যাদি বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ইহাই কহিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু যাগ যজ্ঞ দেবার্চ্চনা ব্রত নিয়মোপবাসাদি যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তৎপ্রসঙ্গকে ক্ষণ মাত্রও মুখে আনেন নাই, কেন না তাহা স্বীকারকরিলে আপনার জ্ঞানীত্ব দূরহইয়া নাস্তিকত্ব প্রতিপন্ন হয়, উক্ত জনকাদিরা শুদ্ধ রাজ্যাদি শাসন করিয়া ছিলেন এমতও নহে অনেকানেক যজ্ঞাদিও সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত জন্য গ্রন্থবাহুল্য শঙ্কায় শ্লোক না লিখিয়া তদভিপ্রায় লিখিলাম, জনকরাজা ঘোর যাজ্ঞিক ছিলেন, তাঁহার যজ্ঞে যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরা বৃত ছিলেন, বশিষ্ঠাদির বিরোধে ঐজনক বিদেহত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অপর রামায়ণ প্রসিদ্ধ জনকেরযজ্ঞভূমিকর্ষণে সীতারওউৎপত্তির প্রসঙ্গআছে, এবং কালীপুরাণে ঐ ভূমিতে নরকরাজার উৎপত্তিহয়, বিশেষতঃঅনেকানেক পুরাবৃত্তকথনে জনকরাজার শৈবত্ব প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, মহাভারতোক্ত অর্জ্জুনের অশ্বমেধাদি যজ্ঞ প্রসিদ্ধআছে, যদর্থে তিনি অনেকানেক যুদ্ধকরিয়া শেষে অশ্বহারক বভ্রুবাহনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং ঐউক্ত রাজারা জ্ঞানী অভিমানে কদাপি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই ও যবন ম্লেচ্ছাদির সহিত ও পান ভোজনে রত ছিলেন না, ব্রাহ্মণাতিরিক্ত শূদ্রাদির মুখেও বেদ শ্রবণকরেন নাই বরং বেদাধিকার হরণ জন্য শূদ্রের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ শম্বুক বধ রামায়ণে ব্যক্তআছে, অতএব অনধিকারীর জ্ঞানাভ্যাসে প্রতিকূলতা জন্য কি রায়

জীরমতে শ্রীরামচন্দ্রকেও দুর্জ্জন বলাসঙ্গত হইবে ? অতএব রামমোহন রায় যদ্যপি যথার্থ, শাস্ত্রসিদ্ধ জনকাদির ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষাকরতঃ যথোক্ত আচারের অবলম্বনে দেবপিতৃকার্য্য ও যাগ যজ্ঞাদি এবং বিষয় ব্যাপার করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতেন তবে তাঁহাকে ভাক্ত জ্ঞানী বলিয়া নিন্দিতের মধ্যে গণ্য কে করিত, তিনি এইরূপ মৌখিক দৃষ্টান্তে যখন সর্ব্ব কর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন তখন সেই মতক্রমে যে জ্ঞানীর মতবলা সে প্রাকৃত জ্ঞানীর বুদ্ধিতে ও উপস্থিত হইতে পারেনা, মৎস্য পুরাণে ক্রিয়া যোগকেই মুখ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা।

ক্রিয়াযোগঃ কথং সিদ্ধ্যেৎ গৃহস্থাদিষু সর্ব্বদা। জ্ঞানযোগ সহস্রাদ্ধি কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে। ইতি মৎস্য পুরাণং।

গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াযোগ সিদ্ধি কিপ্রকারে হইবে, যেহেতু জ্ঞানযোগ সহস্র হইতে কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট হয়, এই মৎস্য পুরাণীয় সূত শৌনক সংবাদে ব্যক্ত করিয়াছেন, কর্ম্মযোগে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তিনাহয় এমত কথাকহিতেকেহই পারেন না, এবং কূর্ম্ম পুরাণেও কহেন, যথা।

কর্ম্মণা প্রাপ্যতে ধর্ম্মো জ্ঞানেনচ সমাশ্রয়ঃ। তস্মাৎ জ্ঞানেন সহিতং কর্ম্মযোগং সমাচরেৎ। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং। জ্ঞানপূর্ব্বং নিবৃত্তিঃস্যাৎ প্রবৃত্তির্যদতোন্যথা। নিবৃত্তিঃ সেব্যমানস্তু যাতি তৎ পরমং পদং। কূর্ম্মপুরাণং॥

কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্মহয় কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মে মোক্ষহয়, একারণ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ প্রকার বৈদিক কর্ম্ম, জ্ঞানপূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পরমব্রহ্মপদ প্রাপ্তিহয়, অতএব কর্ম্ম যে নিষ্প্রয়োজনীয় ইহাকহিবারসাধ্যকি? আরকর্ম্মে মোক্ষনাহয় এমত নহে, বরঞ্চ জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম্ম না করিলে শুদ্ধ জ্ঞানোপাসনায়

মোক্ষলাভকরিতে পারেনা, তাহা উপরিউক্তমৎস্যপুরাণীয় বচনেই নিরাকৃতহইয়াছে, এবং(উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যামিত্যাদি) যোগবাশিষ্ঠেও কহিয়াছেন, অতএব, (কর্ম্মদ্বারাই কৃতার্থ হইব) যে কর্ম্মীরা কহেন তাহা অযথার্থ বাক্য নহে॥

পাষণ্ড পীড়ন পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত বচন (সর্ব্বেব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তেচ কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণাঃ) কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে সকল লোক ব্রহ্ম শব্দ কহিবেক কিন্তু হে মৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণেরা অনুষ্ঠান করিবে না, এতদুত্তরে রায়জী পথ্য প্রদান পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় লেখেন।

"যাহরা ব্রহ্ম কহে এবং শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া অনুষ্ঠান করে না তাহারাই এবচনের বিষয় হয় ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসিদ্ধ বটে।

রায়জীউ একেবারে আপনাকে পরমোদার রূপে জানাইয়াছেন, যে উপরি উক্ত বচনের বিষয় যে হইবে তাহার পক্ষে এইসকল কথা যথার্থই বটে, এতল্লিপির অভিপ্রায়ে ইহাই বোধ হইতেছে যে তিনি যথার্থই জ্ঞানোপাসনার অনুষ্ঠান করিতেন, ফলে যদিকেহ কস্মিন্ কালেও রায়জীকে জ্ঞানসাধনের অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে একাঙ্গেরও অনুষ্ঠান করিতে দেখিত তবে তাঁহার এতদ্রূপ লিপি প্রকাশ করা সঙ্গত হইত, বরং তিনি যে তদনুষ্ঠায়ীদিগের প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিতেন ইহা সকলেই বিজ্ঞাত আছেন, অপর " সর্ব্বেব্রহ্ম বদিষ্যন্তি,, এব বচনের (সর্ব্ব) শব্দ প্রতি অনেক ভঙ্গীকরিয়া লেখেন।

"যে এবচনে" সর্ব্ব ,, শব্দআছে ইহাকেনির্ভর করিয়া এমত অর্থান্তর যদি কম্পান, যে যাঁহারা২ কলিতে ব্রহ্ম কহিবেন তাঁহারা সকলেই শিশ্নোদর পরায়ণ হয়েন তবে ভগবান্ গোবিন্দাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি যাঁহারা কলিযুগে জ্ঞানানুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহারদের সকলকে এবচনের বিষয় কহিতে হইবেক,, ।

উত্তর, পাষণ্ডপীড়নগ্রন্থকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত এবচন হইলে

তাঁহার প্রতি পৈশুন্যাদি দোষারোপ করা সঙ্গত হইত, অত-এব সর্ব্বশব্দকে সঙ্কোচ না করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়জীউ যে "কলির দৌরাত্ম্য সূচক,, সর্ব্ব শব্দ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহাতে শাস্ত্র সম্মত কলিবর্ণনের তাৎপর্য্যই বিফল হয়, ফলিতার্থ কলিমাহাত্ম্যে সর্ব্ব শব্দের অর্থ (প্রায়) অর্থাৎ কদাচিৎ কেহ সদনুষ্ঠায়ী থাকিবেক, ইহার ভূরি২ প্রমাণ শাস্ত্রান্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা।

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগেজনাঃ। মন্দাঃ সুমন্দ মতয়ো মন্দভাগ্যাহ্যপদ্রুতাঃ। শ্রীভাগবতং ॥

শ্রীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে শৌনকাদি ঋষিরা সূতকে কহিয়াছেন, যে হে সভ্য! এইকলিযুগে লোক সকল প্রায় অল্পায়ু, কুৎসিত কর্ম্মশীল, অল্পবুদ্ধি ও রোগাদি নানা বিঘ্নে অভিভূত হইবেক, এই শ্লোকে প্রায় শব্দ থাকাতে উপরি উক্ত শ্লোকে সঙ্কোচ না করিয়া ঐ সর্ব্ব শব্দে বিকল্পার্থ গ্রহণ করিলে সকল শাস্ত্রেরই মর্ম্মার্থ স্থির থাকে, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ও কলিমাহাত্ম্য বর্ণন আছে, যথা।

একাদশী বিহীনাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ। হরি প্রসঙ্গ বিমুখা ভবিষ্যন্তি ততঃ পরং। ম্লেচ্ছাচারা ভবিষ্যন্তি, বর্ণাশ্চত্বার এবচ। ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রাণি বিহায়চ ॥ ইতিপ্রকৃতিখণ্ডং ॥

একবর্ণা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এবচ। ... । সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বেষাং ভোজনং নিয়মচ্যুতং। অভক্ষ্য ভক্ষ্যা লোকাশ্চ চতুর্ব্বর্ণাশ্চ লম্পটাঃ ॥ রাজানশ্চাপ্যধর্ম্মিষ্ঠা যবনা ধর্ম্মনিন্দকাঃ। সৎকীর্ত্তি মপিসাধূনাং কুর্ব্বন্ত্যুন্মূলনং মুদা। সর্ব্বে স্বচ্ছন্দ নিরতাঃ শিশ্নোদর পরায়ণাঃ। দেবাবতারহীনঞ্চ জগৎসর্ব্বং ভয়াকুলং। অরাজকঞ্চ দুর্নীতং সন্ততং কলিদোষতঃ। শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডং ॥

প্রাপ্ত কলিযুগে ক্রমশঃ ধর্ম্ম হানতা দর্শন করাইয়া কহিয়াছেন, অতঃপর সকলে হরি প্রসঙ্গ বিমুখ একাদশী ব্রতাদি সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া স্বজাতীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ

শাস্ত্র পাঠ করিবেক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বিশেষ২ জাতি চিহ্ন বিলোপে সকলেই ম্লেচ্ছাচার বিশিষ্ট হইবেক, পরস্পর পান ভোজনাদির কোননিয়ম থাকিবেক না, সকলেই লম্পট হইবেক ধর্ম্ম বিনিন্দক যবন ম্লেচ্ছেরা রাজাহইয়া ধরণী শাসন করতঃ সাধুদিগের সৎকীর্ত্তি উন্মূলনে সুখী হইবেক, এইরূপে কলিদোষে দেবাবতার হীনে এবং অরাজকে স্বচ্ছন্দাচারী শিশ্নোদর পরায়ণ দুর্নীত ব্যক্তিকর্ত্তৃক সমুদয় পৃথিবী ভয়াকুলা হইবেন। এইসকল বচনে সর্ব্ব শব্দে সাকল্যার্থনিশ্চয় না হইয়া বিকল্পার্থ গ্রহ হইতেছে যেহেতু এতৎ কথনানন্তর পুরাণে ইহাও লেখেন যে " লক্ষেষু পুণ্যবানেকো ভবিষ্যতি কলৌ যুগে,, লক্ষেরমধ্যে জনেকপুণ্যবান থাকিবেক, এই বচন দ্বারা সর্ব্ব শব্দের সাকল্যার্থ নিরাস হইল, বিশেষতঃ ভাগবতাদি পুরাণে লেখেন,, সম্ভলগ্রাম মুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ। ভবনে বিষ্ণু যশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি,, কলিতে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণু যশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কিদেবের অবতার হইবে ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রেই প্রসিদ্ধরূপে বর্ণন আছে, সুতরাং সকলেই যে ধর্ম্মচ্যুত হইবে এ অভিপ্রায়ে কলি প্রভাব বর্ণনে সর্ব্ব শব্দের উল্লেখ হয়নাই, তাহাহইলে ব্রাহ্মণ গৃহে কল্কি অবতারের অসম্ভাব্য হয়, অপিচ শঙ্করাচার্য্য ও গোবিন্দাচার্য্য এবং শ্রীধর স্বামীপ্রভৃতিরা কলিতে জ্ঞানানুষ্ঠান করিয়াছিলেনএবিধায় যে সর্ব্বশব্দ উল্লেখে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহাতে আধুনিক জ্ঞানী দিগের ন্যায়তাঁহাদের প্রতি এতদ্বচনের বিষয় স্পর্শহইতেপারে না, যেহেতুশাস্ত্রে এরূপ লেখেন যে লক্ষের মধ্যে কেহপুণ্যবান থাকিবে, বস্তুতঃ সংসারাসক্ত আধুনিক জ্ঞানীদিগের প্রতি যে শঙ্করাচার্য্যাদির দৃষ্টান্তদেওয়া ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত হয়, গোবিন্দাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীধরস্বামী প্রভৃতিরা সংসারসুখে আসক্তছিলেন না, দণ্ড গ্রহণানন্তর জ্ঞানানুষ্ঠানকরিয়াছিলেন,

কিন্তু যাঁহারাসংসার ধর্ম্মে আসক্তথাকিয়াব্রহ্মজ্ঞানী জানাইবার জন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহারাই কলিমাহাত্ম্যোক্ত বচনের প্রকৃত প্রমাণ স্থলহয়েন, রায়জীযদি উপরিউক্ত আচার্য্যদিগেরন্যায় জ্ঞানানুষ্ঠান করিতেন, তবেতাঁহাকেনিন্দা করায় মুর্খতাপ্রকাশ অবশ্যই হইত, কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে রায়জীর সাধুমতের মর্ম্মবোধ করা সেইরূপ দুঃসাধ্য, যেরূপ বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের সন্ন্যাসী প্রভৃতি বহুরূপীত্ব বোধকরা দুঃসাধ্য হয়, অর্থাৎ কখন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া জনকার্জ্জুনের দৃষ্টান্তে ঋষিরূপে আপনাকে জানাইয়াছেন, অথচ তাঁহারদিগের ন্যায় কোন কর্ম্মই করেন নাই, এবং সংসারে আসক্ত থাকিয়া কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ নিমিত্ত কখন শঙ্করাচার্য্যাদি পরমহংসের ধর্ম্মদৃষ্টান্তে আপনার জ্ঞানীত্বের পুষ্টিকরিয়াছেন, ফলে মুর্খেও বুঝিতেপারে যে একধর্ম্মের বিশ্বাস ব্যতীত জ্ঞানীহয় না; বরং এরূপ অব্যবস্থিত চিত্তব্যক্তি নাস্তিক শব্দেরই বাচ্যহয়, রায়জী যৎকালে শ্রীধরস্বামীকে জ্ঞানী স্বীকার করিয়াছেন তখন শ্রীমদ্ভাগবতকে কল্পিত অপবাদে ভূষিতকরা তাঁহার মিথ্যা জল্পনা হইয়াছে, যেহেতু উক্তপুরাণে শ্রীধরস্বামীর টীকাথাকাতেই তাহার সমূলকত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, নামরূপ উপাসনা এবং ক্রিয়াকলাপাদি সকল যে জ্ঞানীদেরও করণীয় তাহা শ্রীধরস্বামী অঙ্গীকারকরিয়া ভাগবত টীকারম্ভে স্বীয়াভীষ্টদেব নৃসিংহদেবের বন্দনা করিয়াছিলেন, যথা "বাগীশা যস্যবদনে লক্ষ্মীর্যস্যচ বক্ষসি ইত্যাদি,, তথা মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবমিতি। অপর ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

" এই যে সর্ব্বকালেই দুর্জ্জনসজ্জন আছেন, দুর্জ্জনের সর্ব্বকালেইস্বভাবএই যে কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এদুয়েরি আরোপ করিবার সম্ভাবনা

থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরি আরোপ করে। কিন্তু সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয়, ।

এতল্লিপি প্রকাশে রায়জীউ কেবল বাবু উমানন্দন ঠাকুরকে দুর্জ্জন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, বরং স্ববাক্য প্রমাণে তিনিই স্বয়ং দুর্জ্জন শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, কেননা তিনি যদি সজ্জন হইতেন তবে পরবাক্যে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অশ্রাব্য কুৎসিত বাক্য প্রয়োগে পটু হইতেন না। যেহেতু মহাজনোক্ত উত্তমতা লক্ষণ বর্ণিত আছে যথা (ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি নপুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি নপুনঃ স্বাদুতা মিক্ষুদণ্ডং। দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি নপুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং! প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং) উত্তমের উত্তমত্ব স্বভাব প্রণান্তেও যায় না, যেহেতু ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় হইলেও চন্দনের সৌগন্ধ দূর হয় না, পুনঃপুনঃ ছেদনেও ইক্ষুর সুরসতা যায়না ও পুনঃ২ অগ্নিদাহেও সুবর্ণের সৌবর্ণ হানি হয়না, তথাহি, (আক্রোশিতোপি সুজনো মধুরং বিরৌতি নিষ্পীড়িতো মধুর মুদ্গীরতে যথেক্ষুঃ। নীচো জনো গুণশতৈরপি সেব্যমানো হাস্যেন যদ্বদতি তৎকলহৈর্বাচ্যং) । । যদ্যপি সুজন ব্যক্তি ক্রোধিতহয় তথাপি কাহার প্রতি কদাপি মধুর ব্যতীত কটুবাক্য প্রয়োগ করে না, যেমন নিষ্পীড়ন করিলেও ইক্ষুদণ্ড কদাপি মিষ্ট ব্যতীত দুষ্টরস উদ্গীরণ করে না, আর নীচব্যক্তি যদ্যপি শতশত গুণে ভূষিত হয় তথাপি তাহার স্বভাবগুণে কটুব্যতীত মধুর বাক্য প্রয়োগ করে না, অতএব রায়জী যদ্যপি সজ্জনই হইতেন তবে তাঁর বর্ষস্থ সুধার্ম্মিক গুণি গণকে অজ্ঞানী বলিয়া তিরস্কার না করিয়া আপনার জ্ঞানীতা স্বভাব প্রযুক্ত মৌনাবলম্বন করিতেন; যখন বাবু উমানন্দন ঠাকুরের সহিত বাক্যযুদ্ধে জয়াকাংক্ষায় বিষ মিশ্রিত বাক্যশল্য প্রহার করিয়াছেন তখন

তাঁহার সজ্জনাভিমান সম্ভ্রমের এককালেই দক্ষিণাস্ত হইয়াছে অপিচ পাষণ্ড পীড়ন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছিলেন, (নারদকে দাসীপুত্র ও ব্যাসকে ধীবরকন্যা জাত, পঞ্চপাণ্ডবকে জারজ ব্রহ্মাকে কন্যাগামী মহাভারতকে উপন্যাস, দেব প্রতিমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়া যাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুজন কি দুর্জ্জন জানিতে ইচ্ছাকরি) এতদুত্তরে পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৫২পৃষ্ঠায় লেখেন।

"উত্তর নিন্দাউদ্দেশে ঐসকলমহানুভাবকে যাহারা একপ কহে, তাহারা অবশ্যই দুর্জ্জন বটে, কিন্তুএইরূপ কথনমাত্র যদিদুর্জ্জনতা সিদ্ধহয়, তবে ঐসকলবৃত্তান্ত যে সকল গ্রন্থে কহিয়াছেন সেসকল গ্রন্থকারেরা ও তাহার পাঠক ধর্ম্ম সংস্কারক প্রভৃতিরা আদৌ দুর্জ্জন হইবে,,।

এই লিপি দৃষ্টে সকলেরি একপ উপলব্ধি হইতে পারে, যে" রায়জী এসকল বিষয়ে নিন্দাকরেন নাই শুদ্ধ প্রসঙ্গ বশতঃ লিখিয়াছিলেন, ইহাতে যে তাঁহার কিপর্য্যন্ত ধৃষ্টতা ও দুর্জ্জ নতা প্রকাশ হইয়াছে তাহা পণ্ডিতেরাই.বিবেচনাকরিবেন। কেননা যদ্যপি তিনি ভারত ও পুরাণ এবং শালগ্রাম ও দেব প্রতিমাদিকে যথার্থ মান্য করিতেন, তবে তত্তদ্বিষয়ের নিন্দায় কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না। যথন এই সকল মহানু ভাবদিগের সহস্রং গুণ ও অলৌকিক ক্ষমতাকে ত্যাগ করিয়া কেবল মর্য্যাদা হানিকর বাক্যের আন্দোলনে আমোদ করি য়াছেন, তখন তাঁহারই পূর্ব্বোক্তি "যে দুর্জ্জনের স্বভাব কেবল দোষেরি আরোপ করে,, এই বাক্য প্রমাণে তিনিই দুর্জ্জন মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, বেদ বিভক্তা ব্যাসদেব ও সাম বেদে ছান্দোগ্য শ্রুতি শ্রোতা নারদ গোস্বামী এবং ঐশ্বর যন্ত্র শালগ্রাম ইহার দিগের নিন্দা করায় দুর্জ্জনতা ব্যতীত আর কি প্রকাশহয় ? বস্তু তস্তু মনেরভাব পরমেশ্বরই জানেন,

রায়জী নিন্দা কি স্তুতিউদ্দেশে যেলিপিপ্রকাশকরিয়াছিলেন, তাহা তিনিই কহিতেপারেন; কিন্তু তাঁহার লিপিদৃষ্টে নিন্দা ব্যতীত স্তুতিবাদের বাস্পও উপলব্ধি হইতে পারে না। যথা

"দাসীপুত্র নারদ ও ধীবরকন্যা জাত ব্যাস ইত্যাদি পৌরাণিক বৃত্তান্ত লোকে প্রসিদ্ধই আছে সুতরাং তাহার প্রমাণ লিখনে প্রয়োজন নাই কিন্তু শেষের দুই প্রস্তাবের প্রমাণের প্রাচুর্য্য নাই এনিমিত্ত তাহার প্রমাণ দিতেছি,, ৫

উত্তর। ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ পিতৃ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সৃষ্টিকরণে অস্বীকার করাতে ব্রহ্মা তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন, যে গন্ধর্ব্ব যোনিতে জন্ম লইয়া পঞ্চাশৎ কামিনী পতি হইবে, বিধাতার অলঙ্ঘ্য শাসনে উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব হইয়া ব্রহ্মলোকে গান করেন, কোন কারণ বশতঃ তালভঙ্গ হওয়াতে পুনর্ব্বার ব্রহ্মশাপে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়েন, অনন্তর সনকাদির প্রসাদে তৎশাপ পরিমুক্ত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মপুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন, ইহার প্রমাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রাচুর্য্য রূপে বর্ণন আছে, তাহা সর্ব্বলোক বিখ্যাতজন্য এবং এগ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে শ্লোক না লিখিয়া তদভিপ্রায় লিখিলাম, এবং ভার' তাদি প্রসিদ্ধ ব্যাস দেবের জন্ম বৃত্তান্ত এই যে তিনি ধীবর কন্যাজাত নহেন, যদ্রূপ কর্ণের সূত পুত্রত্ব অপবাদ, তদ্রূপ ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, ক্ষত্রিয় বীর্য্য ভক্ষণে মৎস্য গর্ব্ভে সত্য বতীর জন্ম, ধীবর দ্বারা প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। পরে মহর্ষি পরাশর ঋষির প্রসাদে তাঁহার গর্ব্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উৎপত্তি হয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেবাংশে অবতার হইয়াছেন, নচেৎ "কোন্যোস্তি ভুবনে বিদ্বান মহাভারত কৃদ্ভবেৎ ইতি,, এমত জ্ঞানী এই জগতে কে আছে যে সে মহাভারত করিতে পারে, এই রূপ জন্ম বৃত্তান্ত উদ্ধার করিয়া পুরাণে বর্ণন করিয়াছেন, মৃত রামমোহনরায় তাহা স্পর্শ না করিয়া কেবল

সামান্যতঃ লোকে দোষশ্রবণ যাহাতে হয় তাহাই পৌনঃ পুন্যে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি দুর্জ্জন রূপে ছিদ্রা নুসন্ধায়ী ছিলেন, কি না? তাহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করি বেন। পুরাণ কর্ত্তা বেদব্যাস আপন ঔদার্য্য স্বভাব প্রকাশজন্য স্বজন্ম কথনে কালবশতঃ ধূর্ত্ত সমাজে অপবিত্র মধ্যে পরি গণিত হইয়াছেন, হা? "কালস্য কুটিলাগতিঃ;, অপর লেখেন

"প্রথম ভারতাদি উপন্যাস কথন। মহাভারত আদি পর্ব্ব (লেখকো ভারতস্যাস্য ভবত্বং গণনায়ক। ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্যচ) আমি যে কহিতেছি ও মনের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে যে ভারত, তাহার লেখক হে গণেশ তুমি হও। শ্রীভাগবত (যথাইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাং। বিজ্ঞান বৈরাগ্য বিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতি র্নতু পারমার্থ্যং) রাজারা যশকে লোকে বিস্তার করিয়া মরিয়াছেন তোমাকে একথা সকল কহিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই যেবিষয়ে অসারজ্ঞান ও বৈরাগ্য হইবেক এ কেবল বাক্য বিলাস অর্থাৎ বাক্য ক্রীড়া মাত্র কিন্তু পরমার্থ যুক্ত নয়,,।

উত্তর, রায়জীর লিপি প্রমাণে দ্বেষ ও পৈশুন্য ভাব বিলক্ষণ রূপ প্রকাশ হইয়াছে। যেহেতু শাস্ত্র তাৎপর্য্য এবং কোন্ অভিপ্রায়ে এবচন লিখিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া লোকের চিত্তভেদ জন্মাইবার কারণ ছলগ্রাহী রূপে দোষা নুসন্ধানেই তৎপর ছিলেন, উপরি উক্ত মহাভারতের আদি পর্ব্বীয় শ্লোকার্থে যে ভারতাদি মিথ্যাগল্প জানাইয়া ছেন, তাহা সঙ্গত হয় না, যেহেতু ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য এমত নহে যে মহাভারত মিথ্যা রচনা, মহাদেব গণেশকে কহিয়াছিলেন; আমি মহাভারত বৃত্তান্ত মনে রচনা করি য়াছি অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টে অবলোকন করিয়াছি, তাহা বিস্তার করিয়া কহি, হে গণেশ তুমি তাহার লেখক হও। ইহাতে মহা ভারতকে মিথ্যাগল্প বলিতে পারা যায় না, কারণ আদৌ মহাদেবের আজ্ঞা, দ্বিতীয় গণেশ দেব লেখক, তাহাকে গল্প

বলিলে বেদাদি সকল শাস্ত্রেরি অমান্যতা হয়। যেহেতু বেদও ব্রহ্মার মনে কল্পিত হইয়াছে, যদি কল্পনা শব্দে মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, তবে, "সূর্য্যাচন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্ব্ব মকল্পয়ৎ,, এই শ্রুতির কি গতি হইবেক। এবং ভাগবতীয় শ্লোক যথা," যথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সা মিত্যাদি,, এই শ্লোকার্থে যে কল্পিত কহেন সে তাঁহারি সৌজন্য, কেননা রাজ্যরদিগের যশো বর্ণন সংসার বৈরাগ্য জন্য বটে, কিন্তু তৎ সংসৃষ্ট মোক্ষ প্রস্তাবে পরমার্থতত্ত্ব নাই এমত তাৎপর্য্য নহে "কথাইমাস্তে কথিতা (এই শ্লোকে যে যথা ইমাস্তে,, লিখিয়াছেন, ইহা অবশ্যই লিপি প্রমাদ হইয়া থাকিবে, সে যাহা হউক্ কিন্তু এই বচন ধৃত করিয়া যে শ্রী মদ্ভা গবতকে মিথ্যা বাগ্বিলাস অর্থাৎ উপন্যাস রূপে জানাইয়া ছিলেন সে তাঁহার স্বভাবের গুণ, অথবা তাঁহার অজ্ঞতা স্বীকারকরিতেহয়। যেহেতু দ্বাদশস্কন্ধে কলিধর্ম্ম কথনে রাজা পরীক্ষিতের মমতা বিধ্বংসন নিমিত্ত শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহানুভাব ধরণীপতিদিগের বংশবিস্তারে যশোবর্ণন করেন, অর্থাৎ মহারাজ তুমি সংসার মমতা হীন হও, কেননা পৃথু পুরোরবা গাধি নহুশ ভরতার্জ্জুন মান্ধাতা সগরপ্রভৃতি মহা নেরা এই পৃথিবীতে শূরত্ব প্রকাশে যশোবিস্তার করিয়া মরিয়াছেন, অতএব চিরস্থায়ী কেহই নহেন। আত্ম বন্ধনের হেতু যে বৃথামমতা, তাহা তুমিত্যাগকর, এতদর্থে "কথাইমাস্তে কথিতা মহীয়সা মিতি,, শ্লোক কথিত হয়। তন্নিমিত্ত যে সমু দয় ভাগবত পুরাণই মিথ্যা গল্প, ইহা পণ্ডিতেরা কদাপি অঙ্গী কার করিবেন না, এতদ্বিষয়ে স্পষ্টরূপে শ্রীধরস্বামী টীকা মধ্যে লিখিয়াছেন। যথা

"রাজবংশানু কথনস্য তাৎপর্য্যমাহ, কথাইমাইতি। বিজ্ঞানং বিষয়া সারতা জ্ঞানং ততোবৈরাগ্যং তয়োর্ব্বিবক্ষয়া পরেষুষাং মৃতানাং

বচো বিভূতি র্বাগ্বিলাস মাত্ররূপাঃ। পারমার্থ্যং পুরমার্থযুক্তং কথনং ন ভবতীত্যর্থঃ॥

পারমহংস্য সংহিতা মধ্যে রাজবংশ কথনের তাৎপর্য্য কি? তাহা এইশ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন, যেবিষয়ে অসারতা জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এতদুভয় বিবক্ষায় বাগ্বিন্যাস মাত্ররূপে মৃত রাজাদিগের যশো বর্ণন করিয়াছেন, ইহা পরমার্থ যুক্ত নহে, কিন্তু অপ্যর্থে এশ্লোকে নেকার গ্রহণ। যথা

"নপারমার্থ্যং অপিতু পারমার্থ্যমেব,, এই সকল কথা কি পরমার্থ যুক্ত নহে অবশ্য পরমার্থযুক্তাহয়। এই শ্লোকের স্বরূপার্থ না করায় তাঁহার ধৃষ্টতা প্রকাশ হইয়াছে।,,

একাদশস্কন্ধে লেখেন "ইতিহাস মিমং পুণ্যং ধারয়েদ্যঃ সমাহিতঃ। স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে,, এবং ঐ দ্বাদশস্কন্ধে ভাগবতের পরমার্থ কথনও আছে, যথা "যত্তু ত্তম শ্লোক গুণানুবাদঃ সংগীয়তে হভীক্ষ্ণ মমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুযাদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেহমলাং ভক্তি মভীপ্সমানঃ,, ৷ রাজা শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে হে ভগবন্ জীবেরদের সম্বন্ধে পরমার্থোপযোগ কি তাহা কহ, তদুত্তরে শুকদেব কহিয়াছেন, যে অমঙ্গল নাশক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ যেব্যক্তি কৃষ্ণভক্তি অভিলাষে নিত্য শ্রবণ করে, তাহার পরম পদ লাভ হয়, এবং পুরাণান্তরেও কহিয়াছেন। যথা "গ্রন্থাষ্টা দশ সাহস্রং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং। শুকপ্রোক্তং ভাগবতং শ্রুত্বা নির্ব্বাণ কারণং,,। বেদসম্মিত শুকোক্ত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক পূর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণে নির্ব্বাণ মুক্তির কারণ হয়, অতএব তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া রায়জীর মতে বেদাদি তাবৎশাস্ত্রের সঙ্কোচ যদি করা যায়, তবে সকলধর্ম্মই বিলোপ হয়। যদ্যপি মহাভারত ও পুরাণাদিকে পঞ্চমবেদ বলিয়া বেদে না কহিতেন তবে মহাভারতাদিকে একদিন মিথ্যা গল্প বলা সঙ্গত হইত। যথা.

যজুর্ব্বেদং সামবেদ মাথর্ব্বণং চতুর্থ মিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকো বাক্য মেকায়নং বেদবিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্র বিদ্যাং নক্ষত্র বিদ্যাং সর্পদেবজন বিদ্যা মেতদ্ভগবোধ্যেমি সোহং ভগবোমন্ত্র বিদেবাস্মি নাত্মবিৎ ॥ ২ ॥

ছান্দোগ্যং। ৭। অ।

ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীশ্বর সনৎকুমার প্রতি দেবর্ষি নারদগোস্বামী প্রশ্ন করেন, 'হে ভগবন্ আমাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করুন্, ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারিবেদ ইতিহাস পুরাণ পঞ্চমবেদ (ইতিহাস পদে মহাভারত উক্ত হইয়াছে) বেদ ব্যাকরণ অর্থাৎ তদ্দ্বারা পদার্থ বিভাগক্রমে ঋক্ যজুঃ সামাদি বেদার্থকে জানায়, । পিত্র্যং শ্রাদ্ধ কল্প, যাহাতে পিতৃলোকের তুষ্টি জন্মায়, । রাশি। অর্থাৎ যাহাতে রাশিচক্র কোষ্ঠীপ্রভৃতি পরিগণিত হয়, দৈব অর্থাৎ উৎপাত জ্ঞান যদ্দ্বারা অতীত অনাগত বর্ত্তমান বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়াযায়, । নিধিং। অর্থাৎ মহাকালাদি নিধি জ্ঞান, বাকোবাক্য অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, যাহাতে শাস্ত্রবিচারে নৈপুণ্য হয়, একায়নং অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র যদনুষ্ঠানে সংসারে কুশল হয়, । বেদবিদ্যা। অর্থাৎ নিরুক্ত, যাহাতে বেদার্থ বোধ করিতে পারে, ব্রহ্মবিদ্যা। অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সামাখ্য বেদবিদ্যা। শিক্ষাকল্প ছন্দোচিত। অর্থাৎ গায়ত্রী ত্রিষ্টুভাদিচ্ছন্দো বোধ, ও বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান, ভূত বিদ্যা অর্থাৎ ভূত প্রেত পিশাচ যক্ষ রাক্ষসাদি বশীকরণবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, অর্থাৎ ধনুর্ব্বিদ্যা সাংগ্রামিক তন্ত্র, নক্ষত্র বিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিঃশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা। অর্থাৎ গরুড় মন্ত্রাদি যদ্দ্বারা বিষ হরণ হয়, দেবজন। অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব বিদ্যা নৃত্য গীত বাদ্য শিল্পাদি কুশল শাস্ত্র, ইত্যাদি সকল বিদ্যা আমি অধ্যয়ন করিয়াছি, কেবল অধ্যয়ন করিয়াছি এমতও নহে, এসকল শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে কর্ম্ম কুশল হইয়াছি, কিন্তু কোনমতে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারি নাই, অতএব বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা

করিবেন যে বেদে যখন মহাভারত ও পুরাণাদিকে পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তখন রামমোহন রায়ের কুযুক্তিতে যে মহাভারতাদিকে " মনসা কল্পিতস্তচ ,, এই বচনার্থে মিথ্যা উপন্যাস কহিতে পারাযায় না ॥

রামমোহন রায়ের যদ্যপি প্রতিমা প্রতি দ্বেষ না থাকিত তবে তিনি নিন্দা উদ্দেশে কদাপি তদ্বিষয়ের ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর হইয়া ভাগবতোক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ ত্যাগকরতঃ এরূপ লিখিতেন না। যথা, ৫৩পৃষ্ঠায়।

" দ্বিতীয় প্রতিমা বিষয়ে। যথা শ্রীভাগবতে দশমস্কন্দে (যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থ বুদ্ধিশ্চ জলেন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ) অর্থাৎ যে ব্যক্তির কফ পিত্ত বায়ুময় শরীরে আত্মবুদ্ধি হয় আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমাদিতে পূজ্য বোধ আর জলে তীর্থ বোধ হয়, কিন্তু এসকল তত্ত্ব জানীতে না। হয়, সে গরুর গাধা অর্থাৎ অতিমূঢ়,, ।

রায়জীউ প্রতিমা বিষয়ক অস্মা প্রযুক্ত ভাগবতীয় সাধু প্রশংসা শ্লোককে বিধিবাক্য রূপে জানাইয়াছেন, বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগত যোগীশ্বরাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন, যে সাধুদিগের সেবা ত্যাগ করিয়া যে উক্ত রূপ বিষয় সাধন করে সে গোখর যথার্থই বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত যে প্রতিমাদি অপূজ্য ও তীর্থাদিতে মিথ্যাজ্ঞান করা ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে, যথা শ্রীধরস্বামী " অতঃ সাধূন্ বিহায় অন্যত্র আদি বুদ্ধ্যা সজ্জমানোহতিমন্দ ইত্যাহ যস্যেতি,, । অর্থাৎ সাধুদিগকে ত্যাগ করিয়া যে অন্যত্রে ঈশ্বর বোধে সজ্জমান হয় সে অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি, এতন্নিমিত্ত " যস্যাত্মবুদ্ধি,, ইত্যাদি শ্লোক কহিয়াছেন, ফলে ইহাকে স্তুতি ব্যতীত বিধি পর রূপে গ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলে শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধে প্রতিমাদিতে ভগবৎ পূজার অনুশাসন করিতেন না। যথা

যথা যজেত মাংভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ৈতন্নিবোধমে।
অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেগ্নৌবা সূর্য্যেবাপ্সু হৃদিদ্বিজ॥ ১১ স্কন্ধং

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনি কহিয়াছেন যে'আমাকে যেপ্রকারে অর্চ্চনা করিবেক তাহা ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করহ, প্রতিমাতে কিম্বা শুদ্ধাভূমিতে বা অগ্নিতে আহুতি দ্বারা অথবা জলে কি সূর্য্যে আত্ম হৃৎপ্রদেশে ইত্যাদি যে কোনস্থলে ভক্তি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে আমি পরিতুষ্ট হই। অতএব পণ্ডিতগণে বিবেচনা করিবেন যে রায়জী এই সকল বচন সত্ত্বেও যখন "যস্যাত্মবুদ্ধিকুণপে ত্রিধাতুকে,, এইশ্লোক ধৃত করিয়া প্রতিমা বিষয়ে শ্লেষ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বোক্তি যে "নিন্দা উদ্দেশে এই সকল মহানুভাবকে যাহারা এরূপ কহে তাহারা অবশ্যই দুর্জ্জন বটে,, এই স্ববাক্য প্রমাণে তাঁহাকে দুর্জ্জন বলিতে পারা যায় কি না? অপিচ গুরুকে নরবুদ্ধি যে করে সেও মহা মূঢ়, যেহেতু শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনি কহিয়াছেন, যে, "আচর্য্যোমাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্য বুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ,, অর্থাৎ গুরুরূপ আমাকে জানিহ কদাপি মনুষ্য বোধে অসূয়া করিহ না, যেহেতু যিনি গুরু তিনি সর্ব্বদেবময় হয়েন। তথাচ, "শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি কুর্ব্বান নরকংব্রজেৎ,,শালগ্রামকে সামান্য শিলা বোধকরিলে নরকগামীহয়, তথাচ রুদ্রযামলে"দুর্গায়াং মৃণ্ময়ী জ্ঞানং রুদ্রযামল পুস্তকং। মন্ত্র মক্ষর সংজ্ঞানং করোতিহি নরাধমঃ,, মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গামূর্ত্তি, অর্থাৎ প্রতিমাদিতে মৃৎশিলাদি জ্ঞান, রুদ্রযামলকে সামান্যকল্পিত পুস্তক বুদ্ধি, আর মন্ত্রকে সামান্য অক্ষর জ্ঞান, যে করে সে বড় নরাধম, অতএব এই সকল শাস্ত্র বচনকে অগ্রাহ্য করিয়া যদি রায়জীউর উক্তযুক্তিকে গ্রহণ করা যায়, তবে প্রতিবাদীরাও তাঁহার ধৃত বচনকে অবশ্যই অগ্রাহ্য করিবে, সুতরাং তাহাহইলে বেদাদি তাবৎ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্কো

হয়, এহেতু পুরাণ কি তন্ত্র ও বেদোপনিষদাদির সমন্বয় করিয়া তাৎপর্য্যানুসারে ব্যবহার করাই সজ্জনের কর্ত্তব্য। কেননা যে শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধীয় "যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপে ইতি,, শ্লোক ধৃতকরিয়া প্রতিমা ও তীর্থাদিকে নিরাস করেন, কিন্তু সেই শ্রীভাগবতে মৃত্তিকা ও শিলাদিময় দেবতা যে পূজ্য নহেন এমত কহেন নাই। যথা

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়া।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ৭॥

জলময় তীর্থ এবং মৃত্তিকা ও শিলাময় দেবতারা বহুকালে অর্থাৎ সাধনানন্তর প্রসন্ন হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুদিগের দর্শন মাত্রেই পবিত্র হয়, অতএব এই বচন শুদ্ধ সাধু প্রশংসা মাত্র, নচেৎ এইবাক্য প্রমাণে প্রতিমাদিকে অপূজ্য রূপে প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য নহে, সুতরাং পাঠকেরা বিচার করিবেন যে ইহাতে তাঁহাকে দেবনিন্দক ব্যতীত কি স্তাবক বলা সঙ্গত হয়? অপর অধিকারভেদে শাতাতপ সংহিতার বচনকে অনধিকারী হইয়াও অধিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন। যথা

"আহ্নিকতত্ত্ব ধৃত শাতাতপ বচনং (অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা) জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয়, আর গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দৈবজ্ঞানিরা করেন, আর কাষ্ঠ লোষ্ট্র ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে, কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাতেই ঈশ্বর বোধ করেন,,

উত্তর এই চতুর্ব্বিধ অধিকারভেদে তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তিরা স্বীয়২ নিষ্ঠাপ্রতি নির্ভর কুরতঃ ঈশ্বর সাধনায় প্রবর্ত্ত হয়েন, কিন্তু বিশ্বাস মাহাত্ম্য প্রযুক্ত সকলেই সমানরূপে ফল প্রাপ্ত হয়, নতুবা এসকল সাধন যে পরমার্থ প্রাপক নাহয়, এমত

তাৎপর্য্য নহে, যেহেতু এই শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিলেই বিপরীতার্থ প্রকাশ পায়, এবং তদর্থ আলোচনায় ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তীর্থাদিতে অনাস্থা জন্মিয়া নাস্তিকতা উপস্থিত হয়, কেননাজগন্ময়ব্রহ্ম কাষ্ঠ লোষ্ট্র জল স্থল জীব জন্তু সর্ব্বাধারেই বিরাজমান আছেন, ইহা না জানিয়া যে সকল ব্যক্তিরা বিনা মন্ত্রাবাহনে শুদ্ধ জল ও কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিকে ঈশ্বর বোধ করে, তাহারাই ইতর ও তাহারাই মূর্খ; কিন্তু ঈশ্বরাবির্ভাব জ্ঞানে উপাসনা করিলে মোক্ষফল অবশ্যইহয়, যুক্তব্যক্তিরা অর্থাৎ যোগীদিগের আত্মাতেই ঈশ্বর জ্ঞান হয়, কারণ তাঁহারা বাহ্য জ্ঞানের অতীত হইয়াছেন, বস্তুতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্ফুর্ত্তি হইলে আর কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি পৃথক্‌জ্ঞান থাকেনা, যেভাবে উপাসনা করে সেই ভাবেই তাহার কামনা সিদ্ধি হয়, ইহা শ্রুতিতেও কহিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্লিদং ব্রহ্মেতি,, যদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বরাবির্ভাব জ্ঞান না করেন, তবে যোগীরা যে আত্মাতে ঈশ্বর জ্ঞান করেন তাহাই বা কিপ্রকারে সম্ভব হইতেপারে? "অপ্সুদেবা ইত্যাদি,, বচন দ্বারা ক্রম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ অধিকারভেদে উপাসনার বিশ্বাস জানাইয়াছেন। অপর যোগবাশিষ্ঠেও কহেন, "নাস্ত্যনাত্মা সমস্কচিৎ, সর্ব্বমাত্মৈব বিস্তৃত মিতি,, জগতে অনাত্মবস্তু কিছু মাত্রনাই, সর্ব্বত্রেই আত্মা বিস্তৃতরূপে আছেন। এইহেতু প্রতিমাদি ঘটক পদার্থ কোনমতেই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ইহাতে যে রায়জী "অপ্সুদেবাইত্যাদি,,প্রমাণদ্বারা প্রতিমাপূজারব্যাঘাৎ জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াছিল, যেহেতু এই শাস্ত্র ও এই প্রতিমাদি পূজা, আদিকালাবধি প্রচলিত আছে, এবং পণ্ডিতেরাও এই সকল শাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন,তাহাতে কি কাহার এরূপউপলব্ধিহয়নাই যে প্রতিমা পূজা নিস্ফল। যদি এমত আপত্তিকরিতেন যে সর্ব্বত্র

ময় ঈশ্বরের প্রতিমাদিতে আবাহন করিবার প্রয়োজন কি? তাহার প্রমাণ যথা " সদা সর্ব্বগতোপ্যাত্মা তথাপ্যাবাহয়েদ্বুধঃ,, ইতি কাপিলেয়ে। আত্মা যদিও সর্ব্বত্রময় বটেন তথাপি সাধকেরা বিশ্বস্তস্থলে আবাহনকরিবেন, নচেৎ মনের দ্বারা তাঁহার সীমা হইতে পারে না, সুতরাং উপাসনার ব্যাঘাৎ জন্মে। যথা গারুড়ে "অমূর্ত্তশ্চেৎ স্থিরোনস্যাৎ ততো মূর্ত্তং বিচিন্তয়েৎ,, অমূর্ত্তি চিন্তায় স্থির চিত্ত হয়না, একারণ মূর্ত্তি চিন্তা করিবেক, যথা ব্রহ্মখণ্ডে " সেবা ধ্যানং ন ঘটতে ভক্তানাং বিগ্রহং বিনা,, সাধকদিগের সম্বন্ধে পরমেশ্বরের শরীর বিনা সেবা ধ্যানাদির ঘটনা হয়না, এবংবেদান্তভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন যথা " নির্গুণে নিরবগ্রহে সগুণ এবাবতিষ্ঠতে। সগুণে নিরবগ্রহেসতি সাবগ্রহ এবাবতিষ্ঠত ইতি,, অর্থাৎ নির্গুণের নির্লক্ষতা প্রযুক্ত উপাসনায় অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে চিত্তস্থিরহয়না, একারণ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক, তাহাতেও যদ্যপি মনোনুকূল না হয়, তবে সগুণানুরূপ প্রতিমাদি কল্পনা করিয়া চিত্ত ধারণা দ্বারা ভগবদুপাসনা করিবেক। ইহাও যদ্যপি মূর্খের অধিকার হয়, তবে অযুক্তবাদী রামমোহন রায়কেও মূর্খব্যতীত যথার্থ জ্ঞানী কহিতে কোন মূর্খ উৎসাহ করে, যেহেতু তিনিও মূর্খ লক্ষণের অতিক্রান্ত পুরুষ ছিলেন না। যথা কাম ক্রোধ লোভ মোহ ঘৃণা লজ্জা মান অপমান দম্ভ অহঙ্কারপ্রভৃতি মূর্খ লক্ষণের কি অতিক্রম করিয়াছিলেন, যে " কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং,, এইবচনের অর্থে কেবল প্রতিমাপুজককেই মূর্খ বলিয়া নিন্দা করিতেন, বরং এবাক্যে অধ্যাত্ম তত্ত্ববিৎ জ্ঞানীদিগকেও গোখর অর্থাৎ মূর্খ কহিয়াছেন, নচেৎ " যস্যাত্মবুদ্ধিকুণপে ত্রিধাতুকে,, আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে ঈশ্বরবোধ যে করে সে বড় গরুর গাধা, এইশ্লোক লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল?

এবঞ্চ পাষণ্ডপীড়নোক্ত যে " কোন২ দুর্জ্জনে দুগ্ধকে তক্র ও শর্করাকে বালুকা চামরকে অশ্বলোম কহিয়া নিন্দা করে,,— এতদুত্তরে পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৫৪পৃষ্ঠায় লেখেন।

" অনেক দুর্জ্জন এমতছিলেন এবং আছেন যে উত্তমকে অধম কহিয়া থাকেন, সর্ব্বদেবোত্তম মহাদেবকে দক্ষ কি দেবাধম কহেনাই, আর তদুচিত শাস্তি সে নিন্দকের হয়নাই ,,

৺রামমোহন রায়ের এবক্তৃতার অভিপ্রায় এই যে তিনি সাধু পুরুষ ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মপ্রতি অনুসন্ধান যেং ব্যক্তিরা করিতেন ভঙ্গীক্রমে সেই২ ব্যক্তিকেই দুর্জ্জনবলিয়া দক্ষরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সর্ব্বতোভাবে যে শিবকে তিনি অমান্য করিতেন, আপনার উত্তমতা দর্শনার্থে সেইশিবকে সর্ব্বদেবোত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন॥ পাষণ্ডপীড়নগ্রন্থোক্ত বিহিতানুষ্ঠান রহিত ব্যক্তির কেবল প্রণবোচ্চারণ মাত্রেই জ্ঞানানুষ্ঠানের অধিকার হয়না, এতদুত্তরে রায়জী ৫৬ পৃষ্ঠায় লেখেন।

" প্রণব ও গায়ত্রীর জপ মাত্রেই লোক শমদমাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থ হয় ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও মনু প্রভৃতি শাস্ত্র আছেন, মনুঃ (ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ) বেদোক্ত হোম যাগাদি সকল কর্ম্ম কি স্বরূপতঃ কি ফলতঃ বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রণবরূপ যেঅক্ষর তাহাকে অক্ষয় জানিবে যেহেতু অক্ষয় যে ব্রহ্ম তেঁহ তাহার দ্বারা প্রাপ্তহয়েন। ,,

এতৎ প্রমাণ দ্বারা জানাইয়াছেন যে মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত কেবল প্রণব জপেই জ্ঞানানুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, অন্যকর্ম্ম করুন বা না করুন। উত্তর ইহা রায়জীর বুঝিবারভ্রম,যেহেতু অক্ষরাত্মক প্রণব তাহার যথার্থ অনুষ্ঠান না করিলে জ্ঞানে অধিকার হয় না, তাহার প্রমাণ আমরা " বেদাভ্যাস প্রণব জপ উপনিষদ আলোচনার,, প্রমাণার্থে শ্রুতি স্মৃতি এবং ঋগে

দের অনুক্রমণিকা হইতে ধৃত করিয়া পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছি এক্ষণে পৌনরুক্তির প্রয়োজন নাই, কিন্তু রায়জীর উক্তি মতেও সুপ্রকাশ হইতেছে যে কেবল প্রণব জপে জ্ঞানানুষ্ঠান সিদ্ধ হয়না, যথা ৫৭ পৃষ্ঠায় লেখেন।

"জপ্যেনৈবতু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে) ব্রাহ্মণ কেবল প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারাই সিদ্ধ হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্যকর্ম্ম করুন অথবা নাকরুন ইহার জপের দ্বারা সর্ব্বপ্রাণির মিত্র হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়েন। ইহাতে টীকাকার লেখেন যে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় কেবল প্রণব হয়েন একথন প্রণবের স্তুতি যেহেতু অন্য উপায় ও শাস্ত্রে লিখিয়াছেন।

উত্তর রায়জীর এবাক্য প্রমাণেই পূর্ব্বোক্ত বাক্যে যে কেবল প্রণব জপে জ্ঞানানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় তাহার সম্যক্রূপে খণ্ডন হইয়াছে, যেহেতু মনুর টীকাকে প্রমাণ করিয়া লেখেন, "যে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় কেবল প্রণব হয়েন একথন প্রণবের স্তুতি, যেহেতু অন্য উপায় ও শাস্ত্রে লিখিয়াছেন,, যখন এরূপ জ্ঞানানুষ্ঠানকে স্বীকার করিয়াছেন, তখন প্রণব জপের বিহিতানুষ্ঠান যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে অকরণীয় কহিতে কোনমতে পারা যায়না, যথা পথ্যপ্রদান পুস্তক ধৃত মণ্ডুক শ্রুতিঃ (প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্য মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ) প্রণব ধনু স্বরূপ জীবাত্মা শর স্বরূপ, পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ হয়েন, প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ঐলক্ষ্যকে জীবস্বরূপ শরের দ্বারা বেধন করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত এক হইবেক। অতএব শ্রুতি উক্ত প্রমাদ শূন্য চিত্তে অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টি শূন্য হইয়া প্রণবোপাসনা করিবেক ইহাই প্রণবোপাসনার বিহিতানুষ্ঠান হয়, এতদ্ভিন্ন কোনমতে তদুপাসনা সিদ্ধ হইতে পারেনা, অতএব পণ্ডিতেরা বিবেচনাকরিবেন যে রায়জীর কি বাহ্যদৃষ্টিরহিত হইয়া

ছিল যে তিনি পাষণ্ডপীড়ন গ্রন্থকর্ত্তার উক্তির প্রতি শ্লেষ করিয়া প্রণবোপাসনার বিধি দর্শন করাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রণব জপে যে মুক্তি হয় লেখেন, তদর্থে ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রমাণ। যথা

অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ সউদ্গীথ ইতি। হোতৃ সদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীথ মনুসমাহরতীত্যনু সমাহর তীতি। ৫। ছান্দোগ্যং॥

হোতৃ সদনাদ্ধোতা যত্রস্থঃ শংসতি তৎস্থানং হোতৃসদনং হোত্রাৎ কর্ম্মণঃ সম্যক্ প্রযুক্তাদিত্যর্থঃ। নহি দেশ মাত্রাৎ ফলমাহর্ত্তুং শক্যং। কিন্তদ্ধ এবাপি দুরুদ্গীতং দুষ্ট মুদ্গীত মুদ্গানং কৃতং উদ্গাত্রা স্বকর্ম্মণি ক্ষতং কৃতামত্যর্থঃ॥ তদপ্যনু সমাহরত্যনু সন্ধত্ত ইত্যর্থঃ॥ শাঙ্করভাষ্যং।

যে উদ্গীথ সেই প্রণব অতএব উদ্গীথ শব্দে প্রণবকে কহিয়াছেন, কিন্তু প্রণবাবলম্বন, প্রণব উচ্চারণ, অর্থাৎ যথা তথা প্রণব জপ করিলে তৎফল লাভ হইতে পারে না, যেহেতু হোতৃ সদনে অগ্ন্যাগারে (যজ্ঞপ্রদেশে তৎকর্ম্মের অনন্তর) প্রণবোচ্চারণ করাকে প্রণবোপাসনা কহে; নচেৎ অনিয়ম স্থলে অসদাচার বিশিষ্ট প্রণবোচ্চারণকে দুরুদ্গীথ অর্থাৎ দুষ্টগীত কহে, তাহাতে উদ্গাতার দোষোৎপত্তি হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি যজ্ঞাঙ্গের কোন হানি হয়, কিন্তু প্রণবোচ্চারণ ফলে ঐ যজ্ঞের অঙ্গ ভঙ্গ জন্য যজমানের কোন হানি হয় না। অতএব রায়জী যে প্রণব জপে সর্ব্বকর্ম্ম সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে কি তিনি এরূপ যজ্ঞভূমিতে প্রণব জপ করিতেন তাহা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

প্রণবাবলম্বনের বিহিতানুষ্ঠান অকরণ জন্য দোষ ভাগিতা স্বীকারে জ্ঞানাঙ্গ শম দমাদিকে মান্য করিয়া তদ্যত্ন করার আবশ্যকতা বিধায় আত্ম যত্নের প্রকাশাভিমত ব্যক্তীকৃত

ক্রমতঃ মৃত রামমোহন রায় পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় লেখেন। যথা

"সাধনকালে শমদমাদি অন্তরঙ্গ কারণ হয়েন,, কিন্তু সেকালে সম্পূর্ণ রূপে শমদমাদি বিশিষ্ট হওনের সম্ভব হয় না। যেহেতু সম্পূর্ণরূপে শম দমাদি বিশিষ্ট হওয়া সিদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ হয়, তাহা সাধনাব স্থায় কিরূপে হইতে পারে। বস্তুতঃ শমদমাদিতে যাহার যত্ন নাই সে জ্ঞান নিষ্ঠ পদের বাচ্য কি হইবেক বরঞ্চ মনুষ্যপদের বাচ্যও হয়না, অতএব শমদমাদিতে যত্ন জ্ঞানাভ্যাসে অবশ্যকরিবেক এমত নিয়ম সর্ব্বথা আছে,,

উত্তর, ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে রায়জী শম দমাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান না করিয়া যত্নপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিতেন, যেহেতু আপন সিদ্ধাবস্থার অঙ্গীকার না করিয়া সাধনাবস্থা ব্যক্ত করিয়াছেন, ফলে তাঁহার মৌখিক যুক্তির সহিত অন্তরস্থ ভাবের কোন অংশে ঐক্য ছিলনা, কেননা. সাধনাবস্থায় যদনুষ্ঠান করিতে হয় তাহার কিছুমাত্রও তিনি করেননাই, কেবল লোকপ্রতারণার্থ ভাক্তজ্ঞানাভ্যাসের প্রকা শক ছিলেন, অতএব তাঁহার দ্বারা যে জ্ঞান সাধনের অঙ্গ শম দমাদির কিঞ্চিন্মাত্রও অনুষ্ঠান হয়নাই, তাহা নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছি, তদ্দৃষ্টে বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিতে পারিবেন, শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, অভিমান, ও দম্ভ ইত্যাদি বিষয় জ্ঞানীদিগের সাধনাব স্থায় যত্নসাধ্য এবং সিদ্ধাবস্থায় স্বভাব সিদ্ধ হয়, ইহা ভগব দ্গীতা ও তাহার টীকাকার শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে, তদ্গ্রন্থ সুলভ ও লোক বিখ্যাত জন্য শ্লোক লিখিতে বিরাম করিলাম, অপর শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রকাশকরিয়া লিখিতেছি।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃপরং। প্রাণায়াম শ্চতুর্থস্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ। ষষ্ঠীতু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তম উচ্যতে। সমাধি রষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্য ফলপ্রদঃ। এবমষ্টাঙ্গ যোগঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো বিদুঃ। — দত্তাত্রেয় সংহিতায়াং।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, সর্ব্বপুণ্য ফলপ্রদ এই অষ্টাঙ্গ যোগ, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণেরা জানেন, অর্থাৎ তাঁহারা জ্ঞানানুষ্ঠান কালে ইহাতে যত্নবান হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরঞ্চ।

শান্তো দান্ত উপরতি স্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তোভূত্বা আত্মন্যে বাত্মানং পশ্যেৎ। বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

শান্তশব্দে শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের শাসন, দান্তশব্দে দম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের শাসন, উপরতি শব্দে ত্যাগ অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করা, তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতা অর্থাৎ গ্রীষ্ম শীতাদি সহন অথবা অপকারির প্রতি অপকার না করা তাহাকেই ক্ষান্তি কহে, এইসকল সাধন বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবান সাধক আপনাতেই আত্মাকে দর্শন করেন। অতএব এই সকল বিষয়ের যত্ন জ্ঞানাভ্যাসে অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ শম দম প্রভৃতিতে যত্নবানব্যক্তি সদাচারের যত্ন সর্ব্বদা করিবেক। শুদ্ধাচারী না হইলে কদাচ ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না, অনাচারীর কদাপি জ্ঞান জন্মে না, যদিও দুষ্টাচারী ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করে সে তাহার আত্মনাশার্থ কালকে আহ্বান করা হয়। যথা

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষা মিতি নিশ্চয়ঃ। হীনাচার পরী তাত্মা প্রেত্যচেহ বিনশ্যতি। বাশিষ্ঠসংহিতায়াং।

আচারই সকলের পরম ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয় হইয়াছে, হীনাচার ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয় কালই নষ্ট হয়। তথাহি।

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাত পক্ষাঃ ॥ ৩ ॥ বাশিষ্ঠঃ।

যদ্যপি ষড়ঙ্গ সহিত চতুর্ব্বেদ ও অধ্যয়ন করে, তথাপি হীনাচার হইলে তাহাকে বেদ পবিত্র করিতে পারেন না, ছন্দ সকল মৃত্যুকালে তাহাকে ত্যাগ করেন, যেমন জাত পক্ষ পক্ষীরসাবকে বাসাত্যাগকরে। অতএব সাধনাবস্থায় আচারবান্ ব্যক্তির আদৌ ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারকরা কর্ত্তব্য। যথা।

অনভ্যাসেন বেদানা মাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ ৪॥ মনুঃ।

বেদের অনভ্যাসে এবং সদাচার ত্যাগে অর্থাৎ স্বীয়াচার রহিত ও আলস্য দ্বারা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে আর অন্ন দোষে অর্থাৎ অবিহিত অন্ন ভক্ষণে ব্রাহ্মণ নষ্টহয়েন।

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানিচ। অভক্ষ্যাণি দ্বিজা তীনা মমেধ্য প্রভবানিচ॥ ৫॥ মনুঃ।

রশুন ও গাজর, পলাণ্ডু এবং মৃদ্বিকারজাত ছাতা ইত্যাদি, দ্বিজাতি অর্থাৎব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির অভক্ষ্য ইহার ভক্ষণে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়েন, বিশেষতঃ সাধনাবস্থায় ইহার বিচার না করিলে বৈধর্ম্মীপদের বাচ্য হয়।

স্বধর্ম্মস্যানুচরণং স্বাশ্রমেষ্বেবানুক্রমণং। স্বধর্ম্মএবসর্ব্বং ধত্তে।১। অনেনোর্দ্ধভাগ্ ভবত্যন্যথাধঃ পতত্যেষঃ। স্বধর্ম্মাতিক্রমেণা শ্রমী ভবতি আশ্রমেষ্বেবাবস্থিত, স্তপস্বীচেত্যুচ্যতে। ৬। এতদপ্যুক্তং নাতপস্কস্যাত্ম জ্ঞানেধিগমঃ॥ মৈত্রেয়উপনিষৎ।

স্বধর্ম্মানুচরণে নিযুক্ত থাকিবেক; স্বধর্ম্মই সকলকে ধারণা করেন, স্বধর্ম্ম রক্ষাতেই উর্দ্ধগতি অর্থাৎ পরমপদ লাভ হয়, তদন্যথাচরণে অধঃ অর্থাৎ নরকে পতন হয়, স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মের অতিক্রমে আশ্রমী হয় না, আশ্রমাবস্থিত ব্যক্তিকেই তপস্বী কহে, বিনা তপস্যাতেও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।

আহার বিহারাদির বিচার এবং আত্মোপাসনার্থ যোগাভ্যাসে সংবৃত হওয়া সাধনকালে ধর্ম্মবিদ্ব্যক্তির সর্ব্বদা কর্ত্তব্য,

যেসকলব্যক্তিরা আচরবান্ না হইয়া শুদ্ধবেদাভ্যাসে তৎপরতা জানান এবং সদাচার প্রতি যত্নও করেননা, তাঁহারা রায়জীর উক্তিমত " জ্ঞাননিষ্ঠপদের বাচ্য কি হইবেক বরঞ্চ মনুষ্য পদের বাচ্যওহয়না,, সুতরাং রায়জীর অসদাচারদৃষ্টে তদ্বাক্য প্রমাণেই তিনি স্বয়ং মনুষ্যপদের বাচ্যাতীত হইয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্যবান ন চেন্দ্রিয় সংযোগ কুর্বীত কেনচিৎ। উপেক্ষকঃ সর্ব্বভূতানাং হিংসানুগ্রহ পরিহারেণ,।•••।আত্মস্তব পরগর্হা দম্ভ লোভ মোহক্রোধাসুয়া বিবর্জ্জনং। শুচির্ব্রাহ্মণো ব্রষলান্ন পানবর্জ্জী নহীয়তে ব্রহ্মলোকাৎ। নহীয়তে ব্রহ্মলোকাদিতি।

বাজসনেয় শাখায়াং।

ব্রহ্মচর্য্যবান পুরুষ কদাপি কাহারে সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ করিবেন না। সর্ব্বজীব প্রতিহিংসা অথবা অনুগ্রহ উভয়ই ত্যাগ করিবেন, এবং দম্ভ লোভ কাম ক্রোধ মোহ অসূয়া আত্ম স্তব ও পরনিন্দায় বিরত হইবেন, এবম্ভূত শৌচাচার পরায়ণ ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির অন্নপান ত্যাগী হইলে পরব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়েন, আর পুনরাবৃত্তি থাকে না।

উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ নিবার্য্য বোধ সিদ্ধয়ে। শমঃ সমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ॥ ৫০॥ অদ্বৈতবিবেকং।

তত্ত্বজ্ঞানের পুর্ব্বে অর্থাৎ সাধনাবস্থায় জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাম ক্রোধ এই উভয়কে নিবারণ করিবেক, ইহাকে শমকহে, তাহা হইলে চিত্ত সমাহিত হয়। তথাহি।

বোধাদূর্দ্ধঞ্চ তদ্ধেয়ং জীবন্মুক্তি প্রসিদ্ধয়ে। কামাদি ক্লেশ বন্ধেন যুক্তস্য নহি মুক্ততা॥ ৫১॥ অদ্বৈতবিবেকং।

তত্ত্ববোধেরপর জীবন্মুক্তির সিদ্ধি নিমিত্ত কাম অত্যন্ত হেয়, যেহেতু কামাদি ক্লেশ বন্ধন যুক্ত ব্যক্তির জীবন্মুক্ততা নাই অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানজন্মে না। তথাচ।

ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গোহেয়ো যদা তদা। স্বয়ংদোষ তমাত্মায়ং কামাদিঃ কিং নহীয়তে॥ ৫২॥ অদ্বৈতবিবেকং।

যাঁহারা অতিশয় ক্ষয় দোষ অর্থাৎ মায়ার কার্য্য এতৎ সংসার নশ্বর বোধে বিদেহ মুক্তি অর্থাৎ, সংসারাবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপণার্থে জ্ঞানাভ্যাসে যত্ন করেন। তাঁহারদের কি সর্ব্বদোষাত্মক কামাদির নিবারণকরা আবশ্যক হয় না? সেস্থলে কি বৈধাবৈধ স্ত্রী বিচারের আবশ্যক থাকে?

বুদ্ধাদ্বৈতসত্তত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাংচৈব কোভেদোঽশুচি ভক্ষণে॥ অদ্বৈতবিবেকং।

অদ্বৈত স্বরূপ ব্রহ্ম বোধ নিমিত্ত যে তুমি সাধক হইয়াছ। যদি তোমার সদাচার ব্যতীত যথেষ্টাচার উপস্থিতহয়, তবে অশুচি ভক্ষণে কুক্কুরের প্রতি ঘৃণা কি? ও তাহার সহিত তত্ত্ব বিৎ ব্যক্তিরইবা ভেদ কি রহিল?

বিড়বরাহাদি তুল্যত্বং মাকাঙ্ক্ষী স্তত্ত্ববিদ্ভবান্। সর্ব্বধীদোষ সংত্যাগাৎ লোকৈঃ পূজ্যস্ব দেববৎ॥ অদ্বৈতবিবেকং।

অতএব কামাদি দোষ ত্যাগে যাবৎ অশক্ত তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান সাধনের প্রবৃত্তি করিহ না, অর্থাৎ জ্ঞানসাধক হইয়া কাম সঙ্গ জন্য সর্ব্বাধম বিষ্ঠাভুক্ শূকরের তুল্য হইতে কেন ইচ্ছা কর. কামাদিদোষ পরিত্যাগকরিয়া লোককর্ত্তৃক দেববৎ, পুজ্য হও।

বুদ্ধতত্ত্বেনধীদোষ শূন্যেনৈকান্ত বাসিনা। দীর্ঘং প্রণব মুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে॥ অদ্বৈতবিবেকং।

শম দমাদি অষ্টাঙ্গ যোগযুক্ত সাধকের মনোরাজ্য জয় হয়, তৎসাধন রহিত সাধকের কোন গতি নাই, কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অতএব সাধনাবস্থায় যৎ কর্ত্তব্য তাহা কহিতেছেন, যাহার চিত্তে সংসার বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান. অর্থাৎ মায়ার কার্য্য বলিয়া বোধ হয় কেবল আত্মাই সত্য, তৎ প্রাপ্ত্যর্থে সাধন চতুষ্টয় অসিদ্ধ সাধক কাম ক্রোধাদি বুদ্ধিদোষ রহিত করণার্থ একান্ত নির্জ্জন বনস্থল বাসী হইয়া আহার বিহারাদির নিগ্রহ করতঃ ষড়মাত্রা ও দ্বাদশ মাত্রা প্রণবোচ্চারণে মনোরাজ্যকে জয় করিবেন, অর্থাৎ

ঈশ্বরানুশীলন ব্যতীত তাবৎ বিষয়েই নিশ্চেষ্ট হইবেন, অতএব বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিবেন যে রায়জীউর উক্তিমত যথা তথা প্রণবাক্ষর উচ্চারণ করিলেই কি শম দমাদি সিদ্ধ হইতে পারে? বিশেষতঃ সাধনাবস্থায় রায়জীর কি নির্জ্জন স্থলে বাস ছিল? যে তিনি জ্ঞান সাধনা করিয়াছিলেন।

জিতেতস্মিন বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মূকবৎ। এতৎপদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতং॥ অদ্বৈতবিবেকং।

যাঁহার মনোরাজ্য জয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হয়, তাহার লক্ষণ এই যে ইন্দ্রিয় সকল স্বস্ব বৃত্তিতে রহিত হয়, যেমন মুকব্যক্তি সকল বাক্ ব্যবহারাদি বর্জ্জিত, বধিরব্যক্তি শব্দাদিরশ্রবণশূন্য, তদ্রূপ সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ন্তা মন সর্ব্বব্যাপার রহিত হইয়া শুদ্ধ ভগবৎ চিন্তায় অবস্থিতি করে, ইহা বহু প্রকারে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন।

অতএব বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিবেন, যে রায়জী লিখিয়াছিলেন "শম দমাদিতে যত্ন যে না করে সে জ্ঞানীপদের বাচ্য কি হইবে বরঞ্চ মনুষ্যপদের বাচ্যও হয়না,, ইহাতে কি তিনি শম দমাদি ও শৌচাচারের যত্ন করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববিৎ হইয়া অবৈধ মাংস মদ্যাদিভক্ষণ ও ম্লেচ্ছদেশ গমন, এবং তাহারদিগের অন্নভোজন, ও সদার পরদারে সন্তানোৎপাদন করিতেন না, তবে ইহাতেই যদি তাঁহারদিগের জ্ঞান সাধনাঙ্গ শম দমাদির যত্ন করা হয়, তবে এ অংশে পাষণ্ডপীড়ন গ্রন্থকর্ত্তাকে সকলপাণ্ডিতেই তিরস্কারকরিতেপারেন।

শম দমাদি সাধনে অক্ষম এজন্য মৃত রামমোহন রায় পাষণ্ডপীড়ন গ্রন্থকর্ত্তার উক্তিকে অতিক্রম না করিয়া লিখিয়াছিলেন "যে সাধনাবস্থায় শম দমাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান হইতে পারেনা" ইহা সিদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ, সাধনাবস্থাতে শম দমাদির যত্ন অবশ্য করিবেক, এতদভিপ্রায়ে

আপনারসাধনাবস্থাব্যক্ত করিয়াছিলেন,কিন্তু পাষণ্ডপীড়নের লিখিত (প্রথমতঃ বেদান্তে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারীর লক্ষণ যথা "ইহা মুত্র ফলভোগ বিরাগ নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক শমাদি সাধন ষট্ক সম্পন্মুমুক্ষত্বানি অধিকারী বিশেষণানি,,। অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগে বৈরাগ্য আর কি নিত্যবস্তু কি অনিত্যবস্তু ইহার বিবেচনা ও শম দমাদি ষট্ সাধন এই সকল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারীর বিশেষণ হয়) এতল্লিপি দৃষ্টে রায়জী পুর্ব্বোক্ত আপন সাধনাবস্থা জানাইবার নিমিত্ত যে চাতুর্য্য করিয়াছিলেন, সে চতুরতার পরিসমাপ্তি হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় লেখেন।

" ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার প্রতি সাধন চতুষ্টয়াদিকে বেদান্তেও গীতাদি মোক্ষ শাস্ত্রে কারণ লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহজন্মে এই সকল বিশেষণ উত্তম অধিকারীর বিষয়ে হয়। অর্থাৎ এরূপ বিশেষণাক্রান্ত হইলে ইহজন্মেই ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা মনুষ্যের জন্মে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতের দ্বারা ঐহিক সাধন চতুষ্টয় ব্যতিরেকেও মনুষ্যে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, বেদান্তে ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৫১ সূত্রে (ঐহিকমপ্যপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ) যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা ইহজন্মে অথবা জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, যেহেতু বেদে দেখিতেছি (গর্ব্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবং) গর্ব্ভস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন,, অর্থাৎ তাঁহার ঐহিক কোন সাধনছিলনা, সুতরাং পূর্ব্বজন্মের সাধনের দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন,,।

এই লিপি প্রমাণে শম দমাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিরই ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয়, অসম্পন্ন সাধকের কোনরূপেই তাহা জানিবার ইচ্ছা হয় না, সুতরাং স্ববাক্য প্রমাণেই তাঁহার অসম্পন্নসাধন নিমিত্ত ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছার অসঙ্গতি হইয়াছে, পূর্ব্বজন্ম অথবা ইহজন্মের অনুষ্ঠিত সাধনের

দ্বারাও জ্ঞানেচ্ছা জন্মে, অতএব শম দমাদি সাধন না হইলে জ্ঞানেচ্ছা হইতে পারে না, সুতরাং রায়জীর স্বযুক্তিতেই তাঁহার সাধনাবস্থার খণ্ডন, ও পাষণ্ডপীড়ন গ্রন্থকর্ত্তার যুক্তিকেই বলবতী কহিতে হইল, তবে বেদান্তোদিত জন্মান্তরীয় অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা গর্ব্ভস্থ বামদেবেরও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছিল রায়জী যে লেখেন, তদ্দ্বারা তিনি আপনার সাধনাবস্থাকে তিরস্কার করতঃ পুনর্ব্বার বামদেব বৎ আপন সিদ্ধাবস্থাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কেননা আমারদিগেরও ইহ জন্মে শম দমাদি সাধন নাথাকুক্ কিন্তু পূর্ব্বজন্মে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা কেন জন্মায়, উত্তর, ইহাতে রায়জীর যে কিপর্য্যন্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন, অব্যবস্থিতচিত্তব্যক্তির কোন বিষয়েই আস্থা থাকে না, যখন যাহাতে অবরুদ্ধ হয়; তখন তাহাকেই তৃণতুল্য রূপে লঙ্ঘন করিতে বাঞ্ছা করে, রায়জীই তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল হয়েন, যেহেতু কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই শম দমাদি সাধনের সম্যক্ অকরণ জন্য আপন সাধনাবস্থা জানাইয়াছিলেন, পরে ভ্রূভঙ্গ কালের মধ্যেই তদবস্থা প্রতি অনাদর করতঃ এককালেই আপন সিদ্ধাবস্থার প্রমাণ করিয়া তুলিয়াছেন।

তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষি র্বামদেবঃ প্রতিপেদেহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি যএবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি॥ বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ॥

গর্ব্ভস্থ বামদেব ঋষি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া দেখিয়াছিলেন। যে আমিই সূর্য্যাদি তাবৎ দেবতা, আমাতেই জগৎ, আমিই জগৎ ব্যাপ্তময় ব্রহ্ম, আমা হইতে জগদুৎপত্তি হইয়াছে অতএব এরূপ জ্ঞান যাহার গর্ব্ভস্থ উদয় হয়, তাহার দৃষ্টান্তে কি কেবল সৎকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম সম্পন্ন

বিধায় ইহ জন্মেব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মিয়াছে কেবল মৌখিক ইহা কহিলেই কি সুসিদ্ধ হইবে ? যাঁহা রায়জী স্বকৃত পথ্য প্রদান পুস্তকে লিখিয়াছেন।

শাস্ত্রে সাধন চতুষ্টয়কে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কারণ কহিয়াছেন, অতএব যখন কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা উপলব্ধি হয়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে এরূপ ইচ্ছার কারণ যে সাধন চতুষ্টয় তাহা ইহজন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে এব্যক্তির হইয়াছে।

এতল্লিখনানুসারে যদ্যপি সৎকর্ম্মের অপ্রবৃত্তি দেখিলেই চিত্তশুদ্ধিপ্রতি বিশ্বাস হয় তবে নাস্তিক ও ম্লেচ্ছাদি ইতর জাতি, যাহারা কৃতাকৃত শাস্ত্র জানে না, এবং সৎকর্ম্মের প্রবৃত্তিও নাই, সুতরাং তজ্জন্য তাহারদিগকেও তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, বৃহদারণ্যকের অনুবন্ধে ভগবান ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যথা।

দৃষ্ট বিষয়ে চেষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি পরিহারোপায় জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং এব সিদ্ধত্বাৎ আগমেষণা নচ্যাপি জন্মান্তর সম্বন্ধ্যাত্মাস্তিত্ব বিজ্ঞানে জন্মান্তরে ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তীচ্ছাস্যাৎ স্বভাববাদী দর্শনাৎ ॥

অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তীচ্ছা এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির অনিচ্ছা, সংসারি মাত্রেই দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তৎপরিহারোপায় এক মাত্র বিজ্ঞান হয়েন, এতদভিপ্রায়ে যদি কেহ যথেষ্টাচার করত এমত কহে, যে জন্মান্তরানুষ্ঠিত সাধনের দ্বারাজ্ঞানেচ্ছা জন্মিয়াছে, এ কারণ আমার ইহ জন্মে কর্ম্মের প্রতি অপ্রবৃত্তি হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অসতী যুক্তি, তাহাকে স্বভাব বাদী নাস্তিক ব্যতীত যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী বলিতে পারাযায় না। অতএব পণ্ডিতগণেরা বিচার করিবেন, যে রামমোহন রায়ের শরীরে শুদ্ধ সৎকর্ম্মেরপ্রতি অশ্রদ্ধা ব্যতীত পূর্ব্বজন্ম সাধিত কর্ম্মের আর কি চিহ্নছিল, ? ইহাকে অবশ্য এমত উপলব্ধি

হইতে পারে যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মে সৎকর্ম্ম বিষয়ক অনুশীলন যতদূর হউক কিন্তু অসৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের পরি সমাপ্তি হয় নাই, যথা—“লক্ষণৈরনুমীয়তে,, ইহাঁ লক্ষণ দ্বারা অনুমান হইতেছে, যেহেতু সংসারোচিত তাবৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, দুঃখে অনিচ্ছা, সুখে প্রবৃত্তি, এবং দারোপদারাপত্য ধনধান্য বস্ত্রাভরণ যান বাহনাদিতে যাদৃক আবৃত থাকিতেন, তাদৃক পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণ যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাস হবিষ্যাহার ব্রহ্মচর্য্য শৌচাচার দেবার্চ্চনা তীর্থস্নান ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন না, কেবল সৎকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি রূপ তাঁহার জ্ঞানেচ্ছা জনিত ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল, নচেৎ অনুষ্ঠিত সৎ কর্ম্ম জনিত জ্ঞানেচ্ছার স্বরূপ ক্ষমতা যে অণিমাদি অগ্নিস্তম্ভ জলস্তম্ভ পরকায় প্রবেশন কায়ব্যূহ অন্তরিক্ষগতি এবং কামচারিত্ব ও অন্তর্দ্ধানাদি শক্তি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকাশ ছিলনা, পূর্ব্বজন্মে সম্পন্ন কর্ম্ম বলিয়া অহরহ সর্ব্বান্ন ভোজনে তৎপর হইলেই যদি তত্ত্বজ্ঞানী হয়, তবে বেদ শাস্ত্রাদির প্রতি নির্ভর করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না।

মৃত রামমোহন রায়ের রীতি নীতি ও ব্যবহারাদির প্রতি অনুধাবনা করিলেই বিজ্ঞবরেরা বুঝিতে পারিবেন যে তিনি কিরূপ জ্ঞানীছিলেন, যেহেতু তিনি কেবল হিন্দুদিগের প্রচলিত ধর্ম্মকে অবরোধ করিবার নিমিত্তে এই অভিনব ব্রহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করতঃ তৎপোষকতা জন্য বহুবিধ শাস্ত্রানুসন্ধানে চরমানুষ্ঠান অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার প্রমাণ দর্শাইয়া কর্ম্মকাণ্ডের প্রবৃত্তি রহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিজবন্ধু হিন্দুমহাশয়েরা তাঁহার শাস্ত্রসিদ্ধ জ্ঞানানুষ্ঠান অকারণ জন্য আপত্তি করেন, যে তুমি জ্ঞানাভ্যাসের অঙ্গ শমদমাদি সাধন না করিয়া কিরূপে সৎকর্ম্মাদি ত্যাগ করতঃ জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা কর, তাহাতে রায়জা ভঙ্গীক্রমে আপন সাধনাবস্থা

ব্যক্ত করিয়া লেখেন যে আমার শমদমাদি সাধনে যত্ন আছে, কিন্তু সিদ্ধাবস্থা ব্যতীত তাহা সম্যক্‌রূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে না, এতদুত্তরে পাষণ্ডপীড়ন গ্রন্থকর্ত্তা এই আভাসে লেখেন, যে যদ্যপি সাধনাবস্থাই তোমার সুসিদ্ধ হয়, তবে তুমি কর্ম্মী হইতে সবলাধিকারী হইতে পারনাই? সুতরাং সাধন কালে সৎকর্ম্ম ত্যাগ জন্য তোমাতে প্রত্যবায় স্পর্শ হইয়াছে, ইহাতে রায়জী আপন সাধনাবস্থা রক্ষার্থ অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখেন যে শমদমাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন নাহইলে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া দূরে থাকুক্ আদৌ ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না। সুতরাং আপন সিদ্ধাবস্থা না জানাইলে আর জ্ঞানী অভিমান রক্ষা হয় না, অতএব সাধনাবস্থাকে ত্যাগ করিয়া গর্ব্ভস্থ বামদেবের জ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ের প্রমাণ করেন, অর্থাৎ ইহজন্মের সাধন না থাকিলেও জন্মান্তরার্জ্জিত সাধন ফলে জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, এই বাগাড়ম্বরিতে অনেক লিপি প্রকাশ করেন, ফলতঃ শমাদি সাধন সম্পন্ন না হইলে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা জন্মে না। যথা

চতুর্ম্মুখেন্দ্র দেবেষু মনুষ্যাশ্ব গবাদিষু। চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মষ্যপি॥ মহাবাক্য বিবেকং॥

ব্রহ্মজ্ঞান শব্দার্থে আদৌ ব্রহ্মশব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি দেবতা ও মনুষ্যাদি এবং গো অশ্বাদি শরীর ধারী মাত্রেই এক চৈতন্য, যিনি আকাশাদি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান জগদুৎপাত্তির কারণভূত তিনিই ব্রহ্ম, সেইব্রহ্ম আমি ইত্যাকারজ্ঞান প্রাপ্ত্যর্থে সাধকেরা শমাদি সাধন আদৌ সম্পন্ন করিবেন, পরে বিদ্যাসম্পাদনীয়া ক্ষমতা জন্মে অর্থাৎ ব্রহ্মজানিবার ইচ্ছাহয়, অনন্তর শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান বিশিষ্ট

দেহে সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষি অবিকারী পরমাত্মা চৈতন্য স্বরূপে প্রকাশ মান হয়েন।—এই পরমাত্মতত্ত্বকে রায়জী যথেষ্ঠাচার পুর্ব্বক অধিকৃতকরিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ইহাওকি হাস্যাস্পদের কারণ হয়নাই? এবং সিদ্ধাবস্থায় অনিমাদি সিদ্ধির প্রকাশা ভাব প্রযুক্ত বিপক্ষের আপত্তি খণ্ডনে মূকত্ব প্রাপ্তে ছল গ্রাহীরূপে অসম্বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া পথ্য প্রদান পুস্তকের ৬০ পৃষ্ঠায় লেখেন।

"যেমন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারের কারণ সাধন চতুষ্টয় লেখেন, সেই রূপ শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্যইত্যাদি [illegible] উপাসনাতেই অধিকারের কারণ বাহুল্য রূপে লেখেন, তন্ত্রসারধৃতবচন শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণা ক্ষমঃ ইত্যাদি) শমগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বিশিষ্ট ও বিনয় যুক্ত চিত্তশুদ্ধি বিশিষ্ট, শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী, ও মেধাবী, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ক্ষম, আচারাদি গুণযুক্ত, বিশেষ দর্শী, সচ্চরিত্র যত্নশীল ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট হইলে শিষ্যকর,॥

উত্তর, দ্বেষ ও পৈশুন্য ব্যতীত রায়জী এরূপ লিপি প্রকাশ করিতে পারিতেন না, ইহা বিজ্ঞবয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যেহেতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সাকার উপাসনায় সাধকের অনুষ্ঠান লিখিয়া বিতণ্ডা করেন; যদ্রূপ তন্ত্রসারোক্ত শিষ্য প্রকরণে শাক্ত শৈব বৈষ্ণবাদিরা সম্যক্ অনুষ্ঠানে অক্ষম, আমিও জ্ঞানানুষ্ঠানে তদ্রূপ অক্ষম। ইহাতে বক্তব্য এই যে এরূপ পরবিরোধ শীল যে ব্যক্তি বৃথা বিতণ্ডায় উন্মত্ত থাকে, তাহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। যদিও সাকারোপাসকেরা সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে নাপারুন্ তথাপি আপনারদিগকে দুর্ব্বলাধিকারী ব্যতীত সবলাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু রায়জী যখন আপন পূর্ব্ব জন্মে সম্পন্ন সাধন চতুষ্টয় নিমিত্তসবলাধিকারী রূপে জ্ঞানী জানাইয়াছেন, তখন

তন্ত্র সার ধৃত শাক্ত শৈবাদির অনুষ্ঠান অসম্পন্ন দৃষ্টান্ত দেও য়ায় তাঁহার দ্বেষ ও পৈশুন্য ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রায়জীর অভিপ্রায় এই যে শাস্ত্রে সাকার নিরাকার ও সকাম নিষ্কাম এই দ্বিবিধ প্রকার উপাসনার পথ আছে, তাহাতে আমি সাকার উপাসনা না করিয়া নিরাকার উপা সনা করি তজ্জন্য অপচয় কি? উত্তর, ইহা তাঁহার নিতান্ত ভ্রম, যেহেতু জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড এতদুভয়ের পার্থক্য নাই, জ্ঞান প্রাপক বলিয়া কর্ম্মকে উক্ত করিয়াছেন, যথা বেদান্ত সূত্রং (যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ) শ্রুতিতে, যজ্ঞাদিকে অশ্ববৎ কহিয়াছেন, তথাচ স্মৃতিঃ (কষায়ৈঃ কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানমিতি স্মৃতিঃ) কলাকাষ্ঠা রূপে তপস্যা দ্বারা সাধন সম্পন্ন হইলেপর জ্ঞান জন্মে, অতএব কেবল কর্ম্মে কি কেবল জ্ঞানে মুক্তি হইতে পারে না, তথাহি যোগ বাশিষ্ঠে, (উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খেপক্ষিণাংগতিঃ। তথৈব জ্ঞান কর্ম্মাভ্যাং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা) যেমন উভয় পক্ষ দ্বারা পক্ষীদিগের আকাশে গতি হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগে জীবের মুক্তি হয়, অতএব রায়জী যে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানোপাসনার বিধি প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন সে তাঁহার স্বমহিমা প্রকাশ মাত্র, নচেৎ শাস্ত্রে ইহা কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না।

পাষণ্ডপীড়ন পুস্তকে, তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ লেখেন, যথা ভগবদ্গীতা (দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগো ভয়ঃক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনি রুচ্যতে) দুঃখেতে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত ও সুখেতে নিস্পৃহ ও বিষয়ানুরাগ শূন্য, ভয়ক্রোধ রহিত এবং মৌনশীল যে মনুষ্য, তাহার নাম মুনি স্থিতধী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হয়। এই লিপির উত্তরে মৃত রামমোহন রায় স্বকৃত পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"এসকল স্বাভাবিক লক্ষণ সিদ্ধাবস্থার হয় কিন্তু সাধনাবস্থায় এসমুদয় বিশেষণ ব্যক্তিতে নির্ণয় করিলে সিদ্ধাবস্থা ও সাধনাবস্থা উভয়েই ভেদ থাকে না ॥

গীতা উক্ত তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণ, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠায়ী যে ব্যক্তি তাহাতেই লক্ষিত হয়, কিন্তু আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীতে তাহার কথঞ্চিৎ চিহ্নও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এতন্নিমিত্ত পথ্যপ্রদান পুস্তকে কৌশলক্রমে সিদ্ধাবস্থাকে উপক্রম করিয়া আপনার দিগের সাধনাবস্থাই প্রতিপন্ন করিয়া লিখেন, ইতঃপূর্ব্বে (গর্ব্বস্থ এব বামদেব প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবং) ইত্যাদি শ্রুতি দর্শনে আপনারদিগের সিদ্ধাবস্থা জানাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন, কিন্তু উপরোক্ত তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণের অসংযোগ জন্য ৬৩ পৃষ্ঠায় সাধনাবস্থার উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ এই তিনপ্রকার ভেদ করিয়া লেখেন। যথা

"ভাগবতশাস্ত্রেও সাধনাবস্থার অনেকপ্রকার কহিয়াছেন, যথা একাদশ স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে (সর্ব্ব ভূতেষু যঃপশ্যেৎ ভগবদ্ভাব মাত্মনঃ। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুচ। প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃকরোতি সমধ্যমঃ॥ অর্চ্চায়া মেবহরয়ে পূজাং যঃশ্রদ্ধয়েহতে। নতদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥) স্বামীজ্ঞান পক্ষে এবং" বথা ,, কহিয়া ভক্তি পক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথম পক্ষ লিখিতেছি। সকল জগতে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে জগৎ যে দেখে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি যেকরে সে উত্তম ভাগবত হয়। ঈশ্বরের প্রতি ও ঈশ্বরের ভক্তদের প্রতি সৌহার্দ্দ্য ও দুঃখেকৃপা আর দ্বেষ্টাতে উপেক্ষা যেকরে সে মধ্যম ভাগবত হয়, ভগবানকে প্রতিমাতে যে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজাকরে ও তাঁহার ভক্ত সকলে ও ভক্ত ভিন্ন ব্যক্তি সকলে সেই রূপ পূজা না করে সে কনিষ্ঠ ভাগবত হয়, অতএব সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ এবং সাধনাবস্থাতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি ভেদ ভগবদ্গীতাপ্রভৃতি তাবৎ মোক্ষ শাস্ত্রে করেন",

উত্তর; এতাবৎ প্রমাণাবলি ধৃত করতঃ সিদ্ধ ও সাধনাবস্থার

ভেদ জানাইয়া আপনার সাধনাবস্থাকেই সুসিদ্ধকরিয়াছেন। করুন্, কিন্তু সাধনাবস্থাতে যে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠাদি সাধক ত্রয় ভেদ করিয়া ভাগবতশাস্ত্রে কহেন তৎ প্রমাণে তাঁহাকে ঐ ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে এক প্রকারেও গণ্য করিতে পারি না, অতএব স্ববাক্য প্রমাণেই তিনি তদধিকার চ্যুত হইয়াছেন। যেহেতু তিঁহ যদি উত্তমসাধক হইতেন, তবে সর্ব্বজীবে ও আপনাতে সেই একআত্মাভিন্ন পৃথক্ দেখিতেননা, সুতরাং তিনিউত্তমসাধক ছিলেননা, তম্বে মধ্যমপক্ষে ঈশ্বরেরপ্রতি ও ঈশ্বরভক্তেরপ্রতি সৌহার্দ্দ, মূর্খেকৃপা ওশক্রপ্রতি প্রতিফল না দিয়াউপেক্ষাকরা ইহাও তাঁহার ছিলনা, কারণ মূর্খে কৃপা করা দুরে থাকুক বরং আলাপও করিতেন না, ঈশ্বর ভক্তে সৌহার্দ্দ্য কি ? বরং দণ্ডী পরমহংস সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে বিশেষ বিদ্রূপ করিতেন, এবংগঙ্গাস্নায়ী ঈশ্বরনামজাপীব্যক্তির কোন মতে তাঁহারনিকট নিস্তারছিলনা, অতএব তাঁহাকে মধ্যম সাধকই বা কিরূপে বলিব ? কনিষ্ঠপক্ষে পরমেশ্বরকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রতিমাতে পূজাকরা, ইহা সকলেই জানেন, যে তাঁহার সে বিষয়ের যত শ্রদ্ধা ছিল ? বরং সর্ব্বদা প্রতিমা পূজা উচ্ছেদার্থে ভূরি যত্নকরিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি কনিষ্ঠসাধকও নহেন। সুতরাং তাঁহার সাধনাবস্থার আলাপ করা প্রলাপ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। পথ্যপ্রদান পুস্তকের ৬পৃষ্ঠায় সাধনাবস্থা উল্লেখে অনেক প্রকার লিখিয়া পরিশেষে ধর্ম্মবহিষ্কৃতাপবাদ মার্জ্জনার্থে আপনার ঈশ্বরৈকনিষ্ঠত্ব জানাইবার জন্য, ভগবদ্গীতার উক্তপ্রমাণ ধৃত করেন, যথা।

"ভগবদ্গীতাতে (সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যেএক আমারশরণলও, বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার যে পাপ হইবে তাহা আমি মোচন করিব,, ॥

এই গীতা উক্ত শ্লোকে যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং

শরণং ব্রজ,, ভগবান অর্জ্জুনকে অনুশাসন করেন, তদর্থে একু কালে যে সকল ধর্ম্মকে ত্যাগ অবশ্যই করিবে এমত তাৎপর্য্য নহে, ফলিতার্থ ভগবন্নিষ্ঠার দৃঢ়তা জন্মাইয়াছেন, এইমাত্র। অতএব শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মনিয়োগের বচন সকলকে সঙ্কোচ করিয়া ঐই বচনের অর্থকে যদ্যপি ধর্ম্মত্যাগার্থে বিধিরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে না, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হয়, সে ব্যক্তি কি কদাপি স্বধর্ম্ম ত্যাগাপবাদ মার্জ্জন জন্য জন সমাজে মান ও লজ্জা রক্ষার নিমিত্তে বিচারে প্রবৃত্ত হয়? কিন্তু রায়জী লেখেন যে (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মত্যাগ করিলে, তোমার যে পাপ হইবেক সে সকল পাপ হইতে আমি তোমার মোচন করিব) ইহা মূল শ্লোকার্থ নহে, তত্রাপি "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য,, এই উল্লেখিত সর্ব্বধর্ম্ম শব্দে যদ্যপি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মত্যাগ করিবার অনুশাসন হয়, তত্রাপি তাহাতে সংসারাসক্ত ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতে পারেনা, তাহা হইলে যোগবাশিষ্ঠের বচনের বৈফল্য হয়, তাহা রায়জী আপন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থতার প্রমাণার্থে উক্ত পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদেই ধৃত করিয়া লেখেন, যথা (বহির্ব্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহি রকর্ত্তান্ত রেবং বিহর রাঘব) বাহ্যে তাবৎ কর্ম্ম কর, কিন্তু মনে সঙ্কল্প করিহ না, বাহিরে আপনাকে কর্ত্তা জানাইয়া মনে আপনাকে অকর্ত্তা জানিহ, এইরূপে হে রাম তুমি লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করহ, ইহাতে সংসারে থাকিয়া মনঃসঙ্কল্প রহিত বলিয়া রাজকার্য্য বাণিজ্যাদি তাবৎ কর্ম্ম রাখিয়া কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিতেই কি ভগবান অনুশাসন করিয়াছিলেন? অতএব বিজ্ঞবরেরা নিশ্চয় জানিবেন, যে পরিব্রাজকাদির প্রতিই বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্মত্যাগের বিধি, নচেৎ সংসারী ব্যক্তির প্রতি এতদাজ্ঞা করেন নাই।

পথ্যপ্রদান পুস্তকের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায়ের যে সকল আপত্তি, তাহা নিরাস করা গেল, তদ্বিষয়ের আর কোনপ্রশ্ন গ্রহণীয় নহে,যেহেতু তিনি কোনঅংশেই বৈদিক মতাবলম্বন করেন নাই, ইহা তাঁহার লিপিপ্রমাণ বিশেষরূপ বিতর্ক করিয়া দেখিলাম, তিনি বেদোদিত কর্ম্মকাণ্ড, ও জ্ঞানকাণ্ড, এতৎ উভয় কাণ্ডকেই অগ্রাহ্য করতঃ এক বিপরীত কাণ্ড করিয়াছিলেন, নচেৎ লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ বিরুদ্ধ যে সকল আচার তাহাতেই তাঁহার শ্রদ্ধা কেন ছিল ? যদ্যপি তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান করিতেন, তবে কদাপিও অসদাচারে প্রবৃত্ত হইতেননা. শাস্ত্রোক্ত সাধকেরউত্তম,মধ্যম, কনিষ্ঠাদিভেদ যাহা ভাগবত ও গীতাদি মোক্ষশাস্ত্রে কহেন, তাহার একপ্রকারের মধ্যেও ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার সাধনাবস্থার যে কল্পনা, সে মৌখিক জল্পনা মাত্র, তবে যাবনিকশাস্ত্রেবিশ্বাস কিরূপ ছিল, তাহা তিনিই জানিতেন, কিন্তু একান্ত সাহসে কহিতে পারি, যে পূর্ব্ব সুকৃতির ফলেই তিনি বৈদিককুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা ।।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শকাব্দাঃ ১৭৬৯।